মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০০২

Contents

প্রকাশক ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১

মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد: ٥ عدد: ٥، ذوالقعدة و ذوالحجة ١٤٢٢هـ/فبراير ٢٠٠٢م

رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدني علما

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নব নির্মিত মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বাগমারা, রাজশাহী।

Mothly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9.Children 10.Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	৪০০০/-
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩৫০০/-
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	২০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	১২০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৭০০/-
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা ঃ		৩৫০/-

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/-
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHRAEEK**

Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Muhammad Sakawat Hossain.

Published by : Hadees Foundation Bangladesh.

Kajla, Rajshahi, Bangladesh.

Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK

NAWDAPARA MOADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.

Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ	৫ম সংখ্যা
যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ	১৪২২ হিঃ
মাঘ ও ফালগুন	১৪০৮ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮, সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৪৯১১ কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - ইসলাম সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত অধিকার ০৩
    -অনুবাদঃ মুহাম্মাদ রশীদ
  - হাদীছ কি ও কেন? ০৮
    - মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী
  - আমার প্রিয় মক্কা ও মদীনা ১৩
    - রফীক আহমাদ
  - মুসলিম গৃহে প্রবেশাধিকারঃ দো'আ ও পর্দা ১৬
    - যহুর বিন ওছমান
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ১৯
    - আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- ছাহাবা চরিতঃ ২০
  - কা'ব বিন যুহাইর (রাঃ)
    - নূরুল ইসলাম
- মনীষী চরিতঃ ২৩
  - ইমাম মুসলিম (রহঃ)
    - মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- নবীনদের পাতাঃ ২৬
  - রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা
    - এইচ, এম, মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন
- চিকিৎসা জগৎঃ ২৯
  - ব্লাড ক্যান্সারের নতুন চিকিৎসা
  - কচু শাকের পুষ্টিগুণ
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩০
  - পারভীনের পর্দা
    - মুহাম্মাদ আব্দুল মাজেদ
- কবিতা ৩১
- সোনামণিদের পাতা ৩২
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৫
- মুসলিম জাহান ৩৯
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪১
- সংগঠন সংবাদ ৪২
- জনমত কলাম ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৪৮

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ

'আহ্ল' অর্থ অনুসারী, 'হাদীছ' অর্থ বাণী। আল্লাহ্র বাণী ও রাসূলের বাণী উভয়কে 'হাদীছ' বলা হয়। 'আহলুল হাদীছ' বা আহলেহাদীছ অর্থ কুরআন ও হাদীছের অনুসারী। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী ব্যক্তিকে 'আহলুল হাদীছ' বা 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য আহলেহাদীছ পিতামাতার সন্তান হওয়া শর্ত নয়। বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে মেনে নেওয়াই হ'ল আহলেহাদীছ হওয়ার মৌলিক শর্ত। সংকীর্ণ দুনিয়াবী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার ভয়ে যদি কোন ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলা হয় ও কোন ক্ষেত্রে অমান্য করা হয় বা এড়িয়ে চলা হয়, তাহ'লে সেটি পূর্ণাঙ্গ আহলেহাদীছ হওয়ার পরিচায়ক নয়। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও হাদীছপন্থী ওলামায়ে কেরাম সকলেই 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন, আজও আছেন, পরবর্তীতেও থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

রাজনৈতিক বিভক্তি ও মাযহাবী দলবাজির কারণে কিছু সংখ্যক লোক বিগতযুগেও যেমন নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ থেকে দূরে থেকেছে ও মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, আজও তেমনি করে চলেছে। তারা বিগত যুগে ইসলামী বিধানের দ্বিতীয় উৎস হাদীছের মতনের মধ্যে বিভিন্ন শব্দ বা বর্ণ ঢুকিয়ে কিংবা সনদের মধ্যে দুর্বল রাবী থাকার কারণে হাদীছ 'যঈফ' গণ্য হওয়ার কারণে সেই অজুহাতে হাদীছ শাস্ত্রকে একদিকে যেমন জনগণের নিকটে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে তোলার চেষ্টা করে, অন্যদিকে তেমনি জাল ও যঈফ হাদীছের উপরে ভিত্তি করে নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য 'আহলুল হাদীছ' বিদ্বানগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে কুচক্রীদের অপতৎপরতা নস্যাৎ হয়ে যায় এবং ছহীহ হাদীছ সমূহ বাছাই হয়ে সংকলিত আকারে জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ চার ইমাম তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে গিয়েছেন, 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমাদের মাযহাব'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকটে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা কখনোই বিভ্রান্ত হবে না যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে। সে দু'টি বস্তু হ'লঃ আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত'। দলবাজ ও স্বার্থবাদীরা সর্বদা মুসলিম উম্মাহকে ঐ দু'টি বস্তু থেকে পৃথক করতে চেয়েছে ও তাদের মনোযোগকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। এই অপচেষ্টায় তারা অনেকখানি সফল হয়েছে দু'টি প্রধান মাধ্যম অবলম্বনে। এক- স্বার্থদুষ্ট রাজনীতিক বা সমাজ নেতাদের মাধ্যমে, দুই-সরলসিধা বা দুনিয়াদার আলেমদের মাধ্যমে। এইসকল আলেমগণ একদিকে যেমন কুরআনের তাফসীরের নামে নিজ নিজ রায় ও কল্পনার আলোকে কুরআন ব্যাখ্যা করেন। অন্যদিকে তেমন স্ব স্ব মাযহাবী ফিক্বহ বা ফৎওয়ার বিরোধী ছহীহ হাদীছ সমূহকে সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে নিজ নিজ দলীয় অবস্থানকে মযবূত করার অহেতুক কোশেশ করেন। কোন অবস্থাতেই নিজ দলীয় ফিক্বহের ফৎওয়া পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসারী হ'তে তারা রাযী থাকেননি। এইসব তৎপরতার বাইরে গিয়ে এবং কোন নির্দিষ্ট বিদ্বানের অন্ধ অনুসারী মুক্বাল্লিদ না হ'য়ে ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে হাদীছপন্থী বিদ্বানগণ ইসলামের প্রথম যুগ থেকে এযাবত দেশে দেশে যে দা'ওয়াত পরিচালনা করে আসছেন, সেটাই ইতিহাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামে পরিচিত।

পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ও উক্ত নৈতিক ভিত্তির উপরে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়ে একজন প্রকৃত আহলেহাদীছ মুসলমান আল্লাহ্র পথে স্বীয় জানমাল কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তার সম্মুখে আল্লাহ্র ভালবাসা ও রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিঃশর্ত তাক্বলীদের পর্দা থাকে না। রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে চলে সে কেবলই আল্লাহ্র ভালোবাসা ও মদদ কামনা করে। রাসূলের পথ দেখানোর জন্য সে হাদীছপন্থী আলেমদেরকে শিক্ষক হিসাবে সম্মান করে। সে সর্বদা চোখ খোলা রেখে হক্ব-এর তালাশে থাকে। 'হক্ব' যার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, তাকেই সে সম্মান করে ও 'হক্ব' অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে। সে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড হিসাবে বিশ্বাস করে। মানুষের ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত 'রায়' যদি উক্ত মহাসত্যের বিরোধী হয়, তাহ'লে সে তা নিঃসংকোচে পরিত্যাগ করে এবং অহি-র বিধানের নিকটে আত্মসমর্পণ করে। মানবিক জ্ঞানকে সে অহি-র ব্যাখ্যাকারী বলে মনে করে, বিরোধকারী হিসাবে নয়।

আহলেহাদীছদের এই নির্ভেজাল ও দৃঢ়চিত্ত ঈমান সুবিধাবাদী লোকদের হৃদয়ে চিরকাল কম্পন সৃষ্টি করেছে। তাই তারা ছলে-বলে-কৌশলে সর্বদা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে। যুগে যুগে অসংখ্য তাবেঈ বিদ্বান, মুহাদ্দেছীনে কেরাম ও মুজতাহিদ আয়েম্মায়ে দ্বীন এইসব দুনিয়াদার পাশব শক্তির কুটকৌশলের শিকার হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবুও যুগে যুগে এ আন্দোলন চলেছে, এখনও চলছে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ। এই আন্দোলন না থাকলে ইসলাম তার আদি রূপ বহু পূর্বেই হারিয়ে ফেলত। ইমাম আবু দাঊদ (রহঃ) তাই বলেন, আহলেহাদীছ জামা'আত যদি পৃথিবীতে না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।

দুর্ভাগ্য, বর্তমানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতি দেখে কিছু লোকের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। বিগত যুগের ন্যায় তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে এই মহান আন্দোলনের বিরোধিতা করে চলেছেন। বিশেষ করে ইসলামপন্থী বলে পরিচিত বিদ্বানদের গা-জ্বালা যেন একটু বেশী। তারা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে কটাক্ষ ও তাচ্ছিল্য করে চলেছেন। তাদের পরিচালিত কয়েকটি মাসিক পত্রিকার লক্ষ্যই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা। শরৎচন্দ্র যেমন মুসলমান ও বাঙ্গালীকে পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করে উপন্যাস লিখেছেন, এইসব ইসলামপন্থী বিদ্বানদের কেউ কেউ এখন 'মুসলমান' ও 'আহলেহাদীছ'কে পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে আখ্যায়িত করছেন। এদের মূর্খতা দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। অথচ নিজেরা 'সুন্নী' হবার দাবীদার হয়েও চার মাযহাব মান্য করাকে ফরয বলেন। আবার তার মধ্যেও রয়েছে পীরপূজা ও তরীকা পূজার ভাগাভাগি। এইসব ফের্কাবন্দী ভেঙ্গে সকলকে ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার মেনে নেবার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানায় যে আন্দোলন, সেই মহতী আহলেহাদীছ আন্দোলনকেই এঁরা বলেন 'লা-মাযহাবী' আন্দোলন। অথচ আসল ও আদি মাযহাব বা চলার পথ কেবল এঁদের কাছেই রয়েছে। বিরোধীদের এ হামলা ভিতর-বাহির সবদিক দিয়েই চলছে। সাংগঠনিক অগ্রগতি দুর্বল করার জন্য তারা যেমন অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা শুরু করেছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দমন করার জন্য আমাদের মারকাযসমূহে যেমন সরকারীভাবে তল্লাশী হয়েছে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকেও তেমনি প্রচারণা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি 'হিন্দুস্তান টাইমসে'র এক খবরে বাংলাদেশে ৪টি জঙ্গীবাদী সংগঠনের মধ্যে 'আহলেহাদীছ'-এর নামও এসেছে। অথচ এটা যে একেবারেই ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা, সেটা কে-না জানে?

আমরা সকল বিষয়ে কেবল আল্লাহর উপরেই তাওয়াক্কুল করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

ইসলাম সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত অধিকার

মূলঃ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন

*- অনুবাদঃ মুহাম্মাদ রশীদ**

হক্ব বা অধিকার ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ লক্ষ্যেই সত্যসহ রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে, কিতাব সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইহজগত ও পরজগতের সব কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে ইসলাম সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত অধিকার বিধৃত হ'ল-

(১) আল্লাহ তা'আলার হক্বঃ

এ হক্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মহান। কেননা যিনি সৃষ্টিকর্তা, সুমহান প্রভু ও সবকিছুর পরিচালক, এ হক্ব তাঁর। এ দাবী রাজাধিরাজের দাবী, যিনি সত্য প্রকাশকারী, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরিপূর্ণ কৌশলের সাথে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং নির্ধারিত সীমারেখা নির্ণয় করেছেন সকলের জন্য। এটা সেই আল্লাহ্র দাবী, যিনি তোমাকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। অথচ তুমি উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না। এটা সেই আল্লাহ্র হক্ব, যিনি তোমাকে বিভিন্ন নে'মত দ্বারা লালিত-পালিত করেছেন। যখন তুমি মায়ের পেটে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলে, তখন কেউ তোমার নিকট খাদ্য পৌঁছাবার ক্ষমতা রাখত না এবং তোমাকে হৃষ্টপুষ্ট করে তোলার মত কিংবা তোমার জীবন ধারণ করার মত কোন জিনিস পৌঁছাবার ক্ষমতাশীল কেউ ছিল না। তিনিই তোমার মায়ের স্তনদ্বয়কে তোমার জন্য দুধ দ্বারা পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন, তোমাকে তোমার মায়ের স্তনদ্বয়ের পথ দেখিয়েছিলেন এবং পিতা-মাতাকে তোমার জন্য বশীভূত করেছিলেন। তোমাকে সাহায্য করেছেন এবং এগুলিকে গ্রহণ করার জন্য ও এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য তোমাকে তৈরী করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগণের পেট থেকে বের করেছেন, অথচ তোমরা কিছুতেই জানতে না। আর তোমাদের জন্য কান, চক্ষু ও অন্তর সমূহ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(নাহল ৭৮)*।

যদি আল্লাহ চোখের পলক পরিমাণ তাঁর নে'মত তোমার নিকট থেকে সরিয়ে নেন, তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি এক মুহূর্ত পরিমাণ তাঁর নিজ রহমত রুখে দেন, তাহ'লে তুমি বেঁচে থাকতে পারবে না। সুতরাং তোমার উপর যেহেতু আল্লাহ পাকের এরূপ অনুগ্রহ ও কৃপা সেহেতু তাঁর হক্ব হবে তোমার উপর সর্বাপেক্ষা বড় হক্ব। কেননা এ হক্ব তোমাকে সৃষ্টি করার হক্ব, তোমাকে তৈরী করার হক্ব এবং তোমাকে সাহায্য করার হক্ব।

তিনি তোমার কাছে না জীবিকা চান, না খাদ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তোমার নিকট জীবিকা চাই না, আমি বরং তোমাকে জীবিকা দান করছি এবং আল্লাহভীরুতার জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম' *(ত্বহা ১৩২)*।

তিনি তোমার নিকট শুধুমাত্র একটি জিনিসই চান, যার শুভ পরিণাম তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত। তিনি তোমার নিকট চান যে, তুমি কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, যিনি একক, যাঁর কোন শরীক নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জিন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছ থেকে জীবিকা চাই না। আর এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ রিযিকদাতা, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী' *(যা-রিয়াত ৫৬-৫৮)*।

তিনি চান যে, ইবাদতের অর্থে সর্বক্ষেত্রে তুমি তাঁর বান্দা হয়ে যাবে। যেমনিভাবে তিনি প্রতিপালনের অর্থে সর্বক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালক। এরূপ বান্দা হয়ে যাবে যে, তুমি তাঁর কাছে একেবারে হীন ও বিনয়ী। তাঁর নির্দেশ পালন করবে, তাঁর নিষেধকৃত বিষয়াদি বর্জন করবে এবং তাঁর সংবাদ সমূহের সত্যায়ন করবে। কেননা তুমি নিজের উপর তাঁর ধারাবাহিক ও পরিপূর্ণ নে'মতরাজি অবলোকন করছ। তারপরও কি তুমি তাঁর এ সমস্ত নে'মত পেয়ে তাঁর অবাধ্য চলতে লজ্জাবোধ করবে না? যদি তোমার উপর কারো অনুগ্রহ থাকে তবে তুমি তাঁর অবাধ্য চলতে এবং তার বিরোধিতা করতে নিশ্চয়ই লজ্জাবোধ করবে। তাহ'লে তোমার প্রতিপালকের ব্যাপারে তুমি কি মনে করছ? অথচ তোমার প্রতি যতটুকু অনুগ্রহ রয়েছে সবটুকু তাঁরই অনুগ্রহ। আর তোমার থেকে যে সমস্ত অকল্যাণ দূরে রয়েছে এ সব তাঁরই অনুগ্রহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের উপর যে সব অনুগ্রহ হয়েছে সবই আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে। অতঃপর যখন তোমাদেরকে অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁরই কাছে কান্নাকাটি কর' *(নাহল ৫৩)*।

এ হক্ব আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার উপর ফরয করেছেন। এটা তার জন্য খুবই সহজ যার জন্য আল্লাহ এ হক্বটি সহজ করে দেন। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনে কঠিনতা বা সংকীর্ণতা বলতে কিছুই রাখেননি।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেভাবে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের জন্য দ্বীনে কোনরূপ সংকীর্ণতা রাখেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন, তিনিই তোমাদেরকে এর পূর্বে মুসলিম নামকরণ করেছেন এবং এর মধ্যেও যেন রাসূল তোমাদের জন্য

* *শিক্ষক, উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টার, আল-কাছীম, সঊদী আরব।*

সাক্ষী হন। আর তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা ছালাত আদায় কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি উত্তম অভিভাবক ও উৎকৃষ্ট সাহায্যকারী' *(হজ্জ ৭৮)*।

এটা হচ্ছে উত্তম আক্বীদা। সত্যের সাথে ঈমান এবং ফলপ্রসূ নেক আমল এমন একটি আক্বীদা, যার মূল উপাদান হচ্ছে প্রেম ও সম্মান প্রদর্শন। আর তার ফল হচ্ছে আন্তরিকতা ও অধ্যবসায়।

ছালাতঃ

দিবা-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, যেগুলি দ্বারা আল্লাহ গুনাহ মাফ করেন, মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং অন্তর সমূহ ও সর্বাঙ্গীন অবস্থার সংশোধন করেন। এগুলি বান্দা তার সামর্থ্যানুযায়ী সম্পাদন করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর' *(তাগা-বুন ১৬)*।

ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) যখন রোগাক্রান্ত ছিলেন, তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন যে, তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর, যদি না পার তবে বসে আদায় কর, আর যদি তাও না পার তবে পার্শ্বের উপরে শুয়ে শুয়ে পড়ে নিবে' *(বুখারী)*।

যাকাতঃ

এটা তোমার সম্পদের একটা ক্ষুদ্রাংশ, যা তুমি তোমার সম্পদ থেকে গরীব, মিসকীন, পথিক-মুসাফির, ঋণী ইত্যাদি যাকাত পাওয়ার পরিপূর্ণ হক্বদার মুসলমানদেরকে দান করবে।

ছিয়ামঃ

বছরের এক মাস ছিয়াম পালন করবে। যে ব্যক্তি রোগী কিংবা মুসাফির সে অপর দিনগুলিতে পালন করবে। আর যে ব্যক্তি স্থায়ী রোগের কারণে ছিয়াম পালনে অক্ষম, সে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে।

হজ্জঃ

সক্ষম ব্যক্তির জন্য জীবনে কমপক্ষে একবার হজ্জব্রত পালন করতে হবে।

এ ক'টি হচ্ছে আল্লাহ্র মৌলিক হক্ব। এছাড়া অন্যগুলি হয়ত আকস্মিকভাবে ফরয হয়। যেমন আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা কিংবা এমন কোন কারণে জিহাদ করা, যা জিহাদকে ফরয বলে সাব্যস্ত করে। যেমন- মযলূম বা নির্যাতিতের সহযোগিতা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে তো নিশ্চয়ই সফলকাম হবে। আর পার্থিব জীবন তো প্রতারণা মাত্র' *(আলে ইমরান ১৮৫)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হক্বঃ

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হক্ব সমস্ত সৃষ্টির সর্ববৃহৎ হক্ব। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর দাবীর চেয়ে বড় দাবী অন্য কোন সৃষ্টির নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি আপনাকে সাক্ষ্য প্রদানকারী, সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য কর। আর তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর' *(ফাতাহ ৮-৯)*।

এ কারণেই নবী করীম (ছাঃ) কে ভালবাসা সমস্ত মানব জাতি, এমনকি নিজের প্রাণ, সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার উপর অগ্রগণ্য করা ওয়াজিব।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও সকল মানব হ'তে প্রিয় হব' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

নবী করীম (ছাঃ)-এর দাবী সমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, তাঁর প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান প্রদর্শন করা যেরূপ তিনি উপযোগী। এর মধ্যে কোন পর্যায়ের অতিরঞ্জন ও ত্রুটি থাকবে না। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে তাঁর সুন্নাত ও তাঁর মর্যাদার সম্মান প্রদর্শন। আর মৃত্যুর পর তাঁর সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে, তাঁর সুন্নাত ও তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী শরী'আতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ছাহাবীগণের শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান প্রদর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করবে সে জানতে পারবে যে, সুখ্যাতি ও সুজ্ঞান সম্পন্ন ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করেছেন, যা তাদের উপর ওয়াজিব ছিল।

উরওয়াহ বিন মাস'ঊদকে যখন কুরাইশ গোত্রের লোকেরা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে আলোচনার জন্য পাঠিয়েছিল, তখন সে ফিরে এসে তাদেরকে বলেছিল, আমি কিসরা-কায়সার, নাজাশির বাদশাহদের নিকট গিয়েছি কিন্তু কাউকে তার সঙ্গী-সাথীদের অতটুকু সম্মান প্রদর্শন করতে দেখিনি, যতটুকু সম্মান মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রদর্শন করতে দেখেছি। যখন তিনি তাদেরকে কোন নির্দেশ দিতেন, তখন তারা তাঁর আদেশ পালনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ'ত। যখন তিনি ওযূ করতেন তখন তাঁর ওযূর পানি সংগ্রহের জন্য তারা ঝগড়ায় উপনীত হ'ত। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তাঁর নিকট একেবারে নীরব হয়ে যেত, এমনকি সম্মান প্রদর্শনকল্পে তারা তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাত না। এমনিভাবে ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-কে সম্মান প্রদর্শন করতেন। এছাড়াও আল্লাহ পাক নবী করীম (ছাঃ)-কে স্বভাবগতভাবে সচ্চরিত্র ও কোমল হৃদয় দান করেছেন। যদি তিনি কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের হ'তেন তাহ'লে তারা তাঁর সঙ্গ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

নবী করীম (ছাঃ)-এর হক্ব সমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন তার সত্যতা স্বীকার করা, তিনি যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা। আর যা করতে নিষেধ করেছেন বা ভয় দেখিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং এরূপ ঈমান রাখা যে, তাঁর আদর্শই পরিপূর্ণ আদর্শ, তাঁর বিধানই হচ্ছে পরিপূর্ণ বিধান। তাঁর বিধানের উপর অন্য কোন বিধান বা ব্যবস্থাপনাকে অগ্রগণ্য করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা ততক্ষণ মুমিন হ'তে পারবে না যে পর্যন্ত না তারা আপনাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধে বিচারক গ্রহণ করবে। তারপর আপনি যে ফায়ছালা করবেন তাতে তাদের অন্তরে কোন ধরনের সংকীর্ণতা রাখবে না এবং তা শান্তভাবে গ্রহণ করবে' *(নিসা ৬৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, (তাহ'লে) আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩০-৩১)*।

নবী করীম (ছাঃ)-এর হক্ব সমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, শরী'আত (বিধান) ও আদর্শ রক্ষাকল্পে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ (মুমিন) শক্তি ও অস্ত্র প্রয়োগ করে (সব ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে) প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। অতএব শত্রু যদি মিথ্যা প্রমাণাদি দিয়ে ও সন্দেহ সৃষ্টি করে আক্রমণ করে, তাহ'লে তার প্রতিরোধও অনুরূপ হবে। কোন মুমিন একথা শুনবে যে, কেউ নবী করীম (ছাঃ)-এর শরী'আত কিংবা তাঁর মর্যাদার উপর আক্রমণ করেছে, আর সে এর প্রতিরোধ করতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চুপ করে বসে থাকবে, এটা আদৌ সমীচীন নয়।

(৩) মাতা-পিতার হক্বঃ

সন্তানের উপর মাতা-পিতার যে অনুগ্রহ রয়েছে, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কেননা পিতা-মাতা সন্তান অস্তিত্বে আসার একমাত্র কারণ। সন্তানের উপর তাদের হক্ব অনেক। কারণ তারা শৈশবকালে তার লালন-পালন করেছেন। তার আরাম-আয়েশের জন্য অনেক ক্লান্তি স্বীকার করেছেন। তার ঘুমের জন্য তারা রাতের পর রাত জাগ্রত থেকেছেন। মা তার পেটে বোঝা বহন করেছিলেন এবং প্রায় দশ মাস পর্যন্ত তুমি তার খাদ্য ও সুস্থতা অনুসারে কাল অতিক্রম করেছিলে। আল্লাহ পবিত্র কালামে এরশাদ করেছেন, 'তার মা তাকে দুঃখের উপর দুঃখ সহ্য করে বহন করেছিল' *(লুক্বমান ১৮)*।

অতঃপর কোলে গ্রহণ এবং দুই বৎসর পর্যন্ত ক্লান্তি, দুঃখ ও কষ্টের সাথে দুধপান করিয়েছেন। একইভাবে পিতাও তোমার জীবন ও জীবিকার জন্য শৈশবকাল থেকেই কষ্ট স্বীকার করেছেন। যখন তুমি লাভ-লোকসানের কোন অধিকার রাখতে না, তখন তোমার লালন-পালন ও তোমাকে উপযোগী করে তোলার চেষ্টায় লেগে থাকতেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি মানবকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ করেছি। তার মাতা তাকে দুঃখের উপর দুঃখ সহ্য করে বহন করেছেন এবং দু'বছর পর্যন্ত দুধপান করিয়েছেন। যেন তুমি আমার কৃতজ্ঞতা ও তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমারই দিকে (সকলের) প্রত্যাবর্তন করতে হবে' *(লুক্বমান ১৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তোমার নিকট তাদের কেউ অথবা উভয়ই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহ'লে তাদেরকে 'উফ' বল না ও তিরষ্কার করো না এবং তাদের সাথে সম্মান সূচক কথা বল। আর তাদের উভয়ের জন্য সদয় বিনীতভাবে বাহু নত কর এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন সেভাবে তুমি তাদের প্রতি দয়া কর' *(ইসরা ২৩-২৪)*।

তোমার উপর পিতা-মাতার হক্ব এই যে, তুমি তাদের আনুগত্য করবে। কথা, কাজ, জান ও মাল দিয়ে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের সাথে নম্রভাষায় কথা বলবে। উৎফুল্ল চেহারায় তাদের সামনে আসবে। তাদের উপযোগী সেবা-শুশ্রূষা করবে। বার্ধক্য, রোগ ও দুর্বলতায় তাদের সাথে বিরক্তি প্রকাশ করবে না। আর এ সমস্ত কর্তব্যকে বোঝা মনে করবে না। কেননা অচিরেই তুমি তাদের স্থানে পৌঁছবে। তারা যেমন পিতা-মাতা হয়েছেন তেমনি তুমিও পিতা-মাতা হবে।

অতএব যদি তুমি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর তাহ'লে তুমি অশেষ ছওয়াব ও সমসাময়িক প্রতিদানের সুসংবাদ গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, তার সন্তানেরা তার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করবে। তার প্রতি তার সন্তানেরাও অসদ্ব্যবহার করবে। কর্ম অনুযায়ী ফলাফল হয়ে থাকে। অতএব যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার দাবীকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তাই তাদের অধিকারকে তিনি তাঁর (আল্লাহ) অধিকারের সাথে সংযুক্ত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কোন কিছুকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর' *(নিসা ৩৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তুমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তোমার পিতা-মাতারও' *(লুক্বমান ১৪)*।

নবী করীম (ছাঃ) পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষাকে জিহাদের উপর অগ্রগণ্য করেছেন। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বেশী পসন্দনীয় আমল

কোনটি? তিনি বললেন, 'নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করা'। আমি বললাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, 'পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা'। আমি বললাম, তারপর কোনটি? 'তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

এর দ্বারা পিতা-মাতার প্রতি যে হক্ব রয়েছে তার গুরুত্ব প্রমাণ করে। যে হক্ব অনেকেই উপেক্ষা করে, তাদের অবাধ্যতা করে এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে। অনেককে দেখা যায় যে, তারা পিতা-মাতার হক্ব আছে বলেই মনে করে না। তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে, তাদেরকে ধমক দেয়, তাদের উপর শব্দ উঁচু করে কথা বলে। এরা অতি শীঘ্রই অনুরূপ প্রতিদান পাবে।

(৪) সন্তানের হক্বঃ

সন্তানদের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই শামিল। তাদের অধিকার অনেক। যেগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল প্রতিপালন। আর তা হচ্ছে তাদের অন্তরে দ্বীন ও নৈতিকতা বৃদ্ধিকরণ, যাতে করে তারা একটা বড় প্রান্তে পৌঁছতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানী (ইন্ধন) হবে মানুষ এবং পাথর' *(তাহরীম ৬)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সকলেই তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্বামী তার পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক এবং তাকে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

অতএব সন্তান পিতা-মাতার জন্য আমানত। তারা ক্বিয়ামতের দিন এদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর এদের ধর্মীয় ও নৈতিক প্রতিপালনের কারণে পিতা-মাতা এই দায়িত্বের অধীন থেকে বের হবে। সন্তানরা পুণ্যবান হ'লে ইহজগত ও পরজগতে তার পিতা-মাতার চোখ শীতল হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানেরা ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদেরকে তাদের সন্তানাদির সাথে সম্মিলিত করব এবং তাদের নিজ আমল হ'তে কিছু মাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি কৃত কাজের জন্য দায়ী' *(তূর ২১)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মারা যায় তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। ছাদাক্বায়ে জারিয়া ও ঐ ইলম, যার দ্বারা মৃত্যুর পরও উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

এটা হচ্ছে সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষাদানের প্রতিফল। যখন সে ভাল লালন-পালনের দ্বারা গড়ে উঠবে তখন সে তার পিতা-মাতার জন্য ইহকাল ও পরকালে কল্যাণকর হবে।

অনেক পিতা-মাতা এ দাবীকে তুচ্ছ ভেবে তাদের সন্তানদেরকে নষ্ট করে দেন এবং তাদেরকে ভুলে যান। তাদের উপর যেন কোন দায়িত্বই নেই। তারা কোথায় গিয়েছিল, কখন ফিরেছে এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন না। এভাবে এদের বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন না। সন্তানদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ করেন না এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, ঐ সমস্ত লোক তাদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং একে বৃদ্ধির জন্য সমূহ প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এমনকি এর সংস্কার সাধনে রাত্রি জাগরণ পর্যন্ত করে। আর তারা অধিকাংশ সময় সম্পদ বৃদ্ধি ও তার সংরক্ষণ অপরের জন্যই করে থাকে। কিন্তু স্বীয় সন্তানদের ব্যাপারে তারা কিছুই করে না। অথচ এদের সংরক্ষণ তাদের জন্য উত্তম এবং ইহকাল ও পরকালে অত্যধিক কল্যাণকর ছিল। যেমনভাবে পিতার উপর সন্তানের পানাহারের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব, তেমনি তার উপর সন্তানের অন্তরকে জ্ঞান ও ঈমান দ্বারা খাবার প্রদান করাও ওয়াজিব। তাদের আত্মাকে তাক্বওয়ার (আল্লাহভীরুতার) পোষাক পরিয়ে দেওয়া সর্বাপেক্ষা উত্তম।

সন্তানদের আরেকটি অধিকার হচ্ছে, তাদের উপর অপব্যয় বা কোন পর্যায়ের ত্রুটি ব্যতীত সুন্দরভাবে খরচ করা। কারণ তাদের উপর খরচ করাটা তার আবশ্যকীয় দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সে যদি তার করণীয় বিষয়ে সন্তানদের উপর কৃপণতা করে, তাহ'লে তারা তার সম্পদ থেকে নিয়মানুযায়ী প্রয়োজনীয় সম্পদ নিতে পারে। যেমনিভাবে রাসূল (ছাঃ) হিন্দ বিনতে উতবাহ্‌কে এ বিষয়ে ফৎওয়া প্রদান করেছিলেন। সন্তানদের দাবী সমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে, দান-দক্ষিণায় তাদের কাউকে প্রাধান্য দেবে না। তাই সে তার কোন এক সন্তানকে কিছু দিয়ে অপরকে এ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে এটা অন্যায়। আর আল্লাহ অন্যায়-অত্যাচারীদের ভালবাসেন না। কারণ এটা বঞ্চিতদের ঘৃণার সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে ও দানপ্রাপ্তদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে।

সৎকর্মশীল সন্তানকে দান-দক্ষিণায় বিশেষ মর্যাদা দেওয়াটা তাকে আত্মমর্যাদায় লিপ্ত করার কারণ হয়ে দেখা দেয়। ফলে সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে এবং অপরকে ঘৃণা করে তার সাথে অসদাচরণ শুরু করে। আবার আমাদের জানা নেই যে, এ সন্তানটি কি সর্বদা সৎকর্মশীল থাকবে? কারণ অনেক সময় অবস্থার পরিবর্তন হয়ে থাকে। সৎকর্মশীল ব্যক্তি অবাধ্য হয়ে যায়, আবার অবাধ্য ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে যায়। কেননা অন্তর তো আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যেভাবে চান, সেভাবেই তা পরিবর্তন করেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, নু'মান বিন

বশীর (রাঃ) কে তার পিতা বশীর বিন সা'দ একটি গোলাম প্রদান করলেন। তারপর তিনি নবী করীম (ছাঃ) কে এর সংবাদ জানালে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তুমি কি তোমার সকল সন্তানদের এরূপ প্রদান করেছ? তিনি (বশীর বিন সা'দ) বললেন, না। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তাহ'লে গোলামটি ফিরিয়ে নাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমার সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা কর। অন্য শব্দে বর্ণিত আছে যে, তুমি এর জন্য আমি ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী বানিয়ে নাও। কারণ আমি অন্যায়ের জন্য সাক্ষী হ'তে পারি না। অতএব নবী করীম (ছাঃ) সন্তানদের মধ্যে কাউকে কারো উপরে প্রাধান্য দেওয়াকে অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এ ধরনের অন্যায় হচ্ছে যুলম, হারাম। তবে যদি কাউকে তার প্রয়োজন অনুসারে এমন কিছু দিয়ে দেয়, যা অপরজনের প্রয়োজন নেই। যেমন- কোন সন্তানের বিদ্যালয় সম্পর্কিত জিনিস পত্রের প্রয়োজন কিংবা চিকিৎসা কিংবা বিয়ের প্রয়োজন, তাহ'লে তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এই বিশেষ মর্যাদা দেওয়াটা তার প্রয়োজন অনুসারে হচ্ছে। সুতরাং তা প্রয়োজনীয় খরচের ভরণ-পোষণের মত হবে।

যখন পিতা সন্তানের প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণের বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন তখন তিনি এর প্রতিফল পাওয়ার উপযোগী হবে। সে সন্তান তার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং তার দাবী সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আর যদি পিতা তার আবশ্যকীয় কর্তব্য পালন না করেন, তাহ'লে তিনি এর শাস্তি পাওয়ার উপযোগী হবেন। পরিশেষে সন্তান হয়ত তার (পিতার) দাবীগুলি অস্বীকার করবে এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে তার প্রতিদান দিবে। যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে।

(৫) আত্মীয়-স্বজনদের হক্বঃ

ঐ আত্মীয়, যিনি আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। যেমন- ভাই, চাচা, মামা এবং তাদের সন্তান-সন্ততি। আর প্রত্যেক ঐ পড়শী, যিনি আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। তার নৈকট্যানুযায়ী এই আত্মীয়তার অধিকার রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি আত্মীয়-স্বজনের দাবী আদায় কর' *(ইসরা ২৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর' *(নিসা ৩৬)*। সুতরাং প্রত্যেক নিকটাত্মীয়ের উপর ওয়াজিব হ'ল যে, সে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং সম্মান প্রদর্শন করবে জান ও মাল দ্বারা উপকার সাধনের মাধ্যমে এবং আত্মীয়তার নৈকট্য ও প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুসারে। বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করলেন তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে বলল, এটা সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার স্থান। অতঃপর আল্লাহ বলেন, তুমি কি এর উপর সন্তুষ্ট নও, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে, আমি তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব। তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলল যে, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ বললেন, তাহ'লে এটাই তোমার জন্য। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা যদি চাও, তবে এই আয়াতটি পাঠ কর, '(হে মুনাফিকের দল!) তোমরা যদি প্রশাসক নিযুক্ত হও তবে ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এরাই ঐ সমস্ত লোক, যাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। অতঃপর তাদেরকে বধির ও তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন' *(মুহাম্মাদ ২৩-২৪)*।

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

অনেক লোক এ দাবীকে নষ্ট করে দেয় এবং এর মধ্যে ত্রুটি করে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ আছে যে, সে আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্যই রাখে না, না সম্পর্কের ঠিক রাখার মাধ্যমে, না সম্পদের মাধ্যমে, না সম্মান প্রদর্শন ও নৈতিকতার মাধ্যমে। মাসের পর মাস, দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হয় কিন্তু সে তাদের দেখে না। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে না। তাদের জন্য কোন হাদিয়া বা উপহার পেশ করে না, তাদের কোন অভাব বা প্রয়োজনও পূরণ করে না; বরং কোন কোন সময় তাদেরকে কথা দ্বারা কিংবা কাজের দ্বারা কিংবা কথা ও কাজ উভয়ের দ্বারা কষ্ট দেয়। অপরজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে আর আপনজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

কেউ কেউ এরূপও আছে যে, যদি আত্মীয়-স্বজনরা সম্পর্ক বজায় রাখে, তবে সেও সম্পর্ক বজায় রাখে, আর তারা সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেও সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী নয়; বরং সে সদ্ব্যবহার অনুসারে তার প্রতিদান দিচ্ছে মাত্র। এটাতো সবার মধ্যে পাওয়া যায়, চাই আপনজন হোক কিংবা অপরজন। কেননা প্রতিদান দেওয়াটা শুধু আপনজনের সাথে নির্দিষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়তা বজায় রাখে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। সে একথার কোন পরওয়া করে না যে, আত্মীয়রা সম্পর্ক জুড়ে রাখছে কি-না। যেমন- ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতিদান প্রদানকারী সম্পর্ক সৃষ্টিকারী নয়; বরং সম্পর্ক সৃষ্টিকারী সে ব্যক্তি, যে সম্পর্ক ছিন্ন হ'লে তা বজায় রাখে' *(মিশকাত, 'শিষ্টাচার' অধ্যায় পুণ্য ও সদাচারণ পরিচ্ছেদ)*।

নবী করীম (ছাঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার কিছু সংখ্যক আত্মীয়-স্বজন আছে। আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি কিন্তু তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমি তাদের সাথে ধৈর্যের ভূমিকা পালন করি কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খতার ভূমিকা গ্রহণ করে। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তুমি যা বলেছ যদি তা সত্য হয়, তবে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই ভরে দিচ্ছ। যতদিন পর্যন্ত তুমি এ অবস্থা অবলম্বন করবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধাচরণে তোমার সাথে একজন ফেরেশতা থাকবেন' *(মুসলিম)*।

আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টিকারীর সাথে আল্লাহ তা'আলা ইহজগত ও পরজগতে সম্পর্ক ঠিক রাখেন। তার জন্য তাঁর অনুগ্রহ বিস্তৃত করেন। তার সমস্ত কার্যাদি সহজ করে দেন, তার উপর থেকে বিপদাপদ দূরীভূত করেন। এ ছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়ে রাখলে পারস্পরিক নৈকট্য, বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও বিপদ-আপদে একে অপরের সহযোগিতা লাভ হয়। আর এর মাধ্যমে আনন্দ ও সুখ অর্জিত হয়। এটা বাস্তবিক ও পরীক্ষিত বিষয়। যখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তখন এ সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যতিক্রম ঘটে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে দূরত্বের সৃষ্টি হয়।

[চলবে]

মারকায পরিদর্শনে ডঃ মুজীবুর রহমান

বর্তমানে আমেরিকার নিউ জার্সি মহানগরীতে অবস্থানরত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও তাফসীরে ইবনে কাছীরের বঙ্গানুবাদক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান গত ৩০.১১.২০০১ শুক্রবার মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আমন্ত্রণে মারকায পরিদর্শনে আসেন।

আমীরে জামা'আতের বাসায় ইফতার শেষে তিনি প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে গমন করেন ও সেখানে ছাত্র-শিক্ষক ও মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

প্রশ্নোত্তরের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে আমেরিকায় মুসলমানদের দুর্দিন শুরু হয়েছে। দাড়ি-টুপীওয়ালা মুসলিম পুরুষ ও বোরকা পরিহিতা ঈমানদার মহিলাগণ সদা সন্ত্রস্ত অবস্থায় চলাফেরা করেন। তিনি বাংলাদেশী মুসলমানদেরকে স্ব স্ব ঈমান ও আমলে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান।

হাদীছ কি ও কেন?

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮. আল্লাহ পাক বলেন, 'মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন' *(হুজুরাত ১)*।

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে তার আদব বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে 'আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না'। এ কথার অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিরুদ্ধে কিছু বলো না। মুফাসসির যাহ্হাক বলেন, শরী'আতের যে কোন ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত কোন ফায়ছালা করো না। সুফিয়ান ছাওরী বলেন, কথা ও কাজ যে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না। অন্য সব লোকের কথা, অভিমত, রায়, ইজতিহাদ ও ফৎওয়া ইত্যাদির স্থান হ'ল কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরে। অতএব যতক্ষণ কোন কাজের ফায়ছালা কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে পাওয়া যাবে, ততক্ষণ অন্য কারো রায়, ইজতিহাদ গ্রহণ করা হবে না। এর দ্বারা বুঝা গেল, শরী'আতের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কুরআনের পরপরই হাদীছের স্থান। অর্থাৎ হাদীছও কুরআনের মত শরী'আতের একটি স্বতন্ত্র দলীল।

৯. আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হৌক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ৬৩)*।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেয়া না দেয়া ইচ্ছাধীন; বরং তখন সাড়া দেওয়া ফরয হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমস্ত উম্মতকে বার বার কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রতি আহ্বান করেছেন। তাহ'লে সকল উম্মতের জন্য তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই আহ্বান যত দিন কুরআন-সুন্নাহ বর্তমান থাকবে ততদিন অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সুতরাং ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক জনসাধারণকে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র প্রতি এই আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। যারা আল্লাহ্‌র দাঈ (আহ্বানকারী)-এর ডাকে সাড়া দিবে না, তারা ইহজগত ও পরজগতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেহেতু

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন, ফোন- ৬৯৫৯৭৮।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই আহ্বান কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের দিকে ছিল। আর আল্লাহ তা'আলাও উভয়কে স্বতন্ত্রভাবে মানার আদেশ দিয়েছেন। তাহ'লে বুঝা গেল যে, হাদীছও কুরআনের মত অনুসরণীয় একটি শারঈ দলীল।

১০. আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও চাল-চলনের অনুসরণ ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে এ আয়াতটি একটি মূল ভিত্তি। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের কথা, কাজ ও সমর্থন দ্বারা শুধু কুরআনই বলেননি; বরং হাদীছও বলেছেন। তাহ'লে বুঝা গেল যে, হাদীছও কুরআনের মত শরী'আতের উৎস।

এই পর্যন্ত কুরআনের দৃষ্টিতে হাদীছের মর্যাদা সম্পর্কিত দশটি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলি এই ছোট্ট প্রবন্ধে উল্লেখ করা অসম্ভব। এবার আসুন! দেখি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই হাদীছের মর্যাদা সম্পর্কে কি বলেছেন?

রাসূল(ছাঃ)-এর বাণীর দৃষ্টিতে হাদীছঃ

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার সকল উম্মতই জান্নাতে যাবে কিন্তু যে অসম্মত, সে যাবে না। জিজ্ঞেস করা হ'ল, কে অসম্মত? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করেছে, আমার কথা মান্য করেছে সে জান্নাতে যাবে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে সে অসম্মত'।[১৪]

২. হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, 'একদা একদল ফেরেশতা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলেন। তখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পরে বললেন, তোমাদের এই সাথীর একটি উদাহরণ রয়েছে। তাঁকে উদাহরণটি বল। তখন কেউ বলল, তিনি যে নিদ্রিত। আবার কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হ'লেও তাঁর অন্তর জাগ্রত। তখন তাঁদের কেউ বলল, তাঁর উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি একটি ঘর তৈরী করল এবং তাতে যিয়াফত তৈরী করে রাখল। অতঃপর লোকদের আহ্বান করার জন্য একজন আহ্বায়ক পাঠাল। যে আহ্বায়কের ডাকে সাড়া দিল, সে ঘরে প্রবেশ করল এবং খেতেও পারল। আর যে আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল না, সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খেতেও পারল না। অতঃপর তাঁদের একজন বলল, তাঁকে এই উদাহরণের তাৎপর্য বলে দাও, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি যে নিদ্রিত। আর একজন বলল, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হ'লেও অন্তর জাগ্রত। তাঁরা বললেন, ঘরটি হ'ল জান্নাত এবং আহ্বায়ক হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্য হ'ল সে আল্লাহ্র অবাধ্য হ'ল। এক কথায় মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড'।[১৫]

৩. হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[১৬]

৪. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার এবং যে বিষয় নিয়ে আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি, তার উদাহরণ হ'ল এই যে, এক ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের কাছে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার এই দুই চক্ষু দিয়ে শত্রু সৈন্য দেখেছি, আর আমি হ'লাম তোমাদের জন্য সতর্ককারী। সুতরাং তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। একথা শুনে তার সম্প্রদায়ের একদল তার কথা মানল এবং রাতারাতি চলে গেল। তাতে তারা ধীরে- সুস্থে যেতে পারল এবং মুক্তি পেল। আর অপরদল তাকে মিথ্যুক বলল এবং ভোর পর্যন্ত নিজ স্থানেই রইল। ভোরে হঠাৎ শত্রু সৈন্য তাদের উপর হামলা করে বসল এবং তাদেরকে ধ্বংস ও সমূলে বিনাশ করে দিল। এ হ'ল সে ব্যক্তির উদাহরণ, যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছে ও আমি যা এনেছি তার অনুসরণ করেছে এবং সে ব্যক্তির উদাহরণ, যে আমার অবাধ্য হয়েছে এবং আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তাকে সে মিথ্যারোপ করেছে'।[১৭]

৫. হযরত আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না দেখি যে, সে তার গদিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার আদেশাবলীর কোন একটি আদেশ পৌঁছবে, যাতে আমি কোন আদেশ করেছি বা কোন নিষেধ করেছি। তখন সে বলবে, আমি জানি না, আল্লাহ্র কিতাবে যা পাব তারই অনুসরণ করব'।[১৮]

৬. হযরত মিক্বদাদ ইবনু মা'দী কারাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপও। জেনে রাখ, এমন এক সময় আসবে যখন কোন উদরপূর্ণ বড় লোক তার গদিতে বসে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআনকেই গ্রহণ করবে। তাতে যা হালাল পাবে তাকেই হালাল মনে করবে, আর যা হারাম পাবে তাকেই হারাম মনে করবে। অথচ আল্লাহ্র রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ হারাম করেছেন তারই অনুরূপ। জেনে রাখ, গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং ছেদন দাঁতওয়ালা কোন হিংস্র পশুও হালাল নয়। এমনিভাবে

---

১৪. *বুখারী, কিতাবুল ই'তেছাম, বাবুল ইক্তিদা বিসুনানি রাসূলিল্লাহ, হা/৭২৮০।*

১৫. বুখারী, হা/৭২৮১।

১৬. *বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, বাবুত্ তারগীব ফিন নিকাহ, হা/৫০৬৩; মুসলিম, হা/১৪০১।*

১৭. *বুখারী, কিতাবুল ই'তেছাম হা/৭২৮৩; মুসলিম শরীফ হা/২২৮৩।*

১৮. *আহমাদ, ত্বহাবী, ছহীহ সুনানু আবীদাউদ হা/৪৬০৫; তিরমিযী হা/২৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১৩।*

সন্ধিতে আবদ্ধ অমুসলমানের হারানো বস্তুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। অবশ্য সে যদি তা বর্জন করে (তখন অন্য কথা)। যখন কোন লোক কোন সম্প্রদায়ের কাছে আগন্তুক হিসাবে পৌঁছে, তখন তাদের উচিত তার আতিথ্য করা। যদি তারা তা না করে তাহ'লে তাদের কষ্ট দিয়ে হ'লেও তার আতিথ্য পরিমাণ জিনিস আদায় করার অধিকার রয়েছে'।[১৯]

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। (তা হ'ল) আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত। এ বস্তুদ্বয় ক্বিয়ামতের দিন হাউজে কাউছারে আমার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে কোন দিন পরস্পর পৃথক হবে না'।[২০]

৮. হযরত ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। আরো উপদেশ দিচ্ছি ইমামের কথা শুনতে এবং তার অনুগত থাকতে, যদিও সে হাবশী গোলাম হয়। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা অল্প দিনের মধ্যেই অনেক মতভেদ দেখবে, তখন তোমরা আমার সুন্নাহ এবং সৎপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরে থাকবে'।[২১]

৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনে তা মুখস্ত করেছে এবং যেরূপ শুনেছে সেরূপ অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা অনেক ব্যক্তি এমন আছে, যাদের কাছে পৌঁছানো হয়েছে, তারা শ্রবণকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী'।[২২]

১০. হযরত ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ওহে! তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত লোকদের কাছে কথাগুলি পৌঁছে দাও'।[২৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসংখ্য হাদীছ থেকে মাত্র দশটি হাদীছ এখানে উপস্থাপন করা হ'ল। এগুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হাদীছে রাসূল (ছাঃ)ও কুরআনের মত শরী'আতের একটি স্বতন্ত্র দলীল। সুতরাং আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট বলে হাদীছকে উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই। এবার আসুন! ছাহাবী, তাবেঈ ও সালফে ছালেহীনগণ হাদীছকে কোন দৃষ্টিতে দেখতেন তা একটু দেখি।

১৯. *আবুদাঊদ ৪/২০৪পৃঃ, হা/৪৬০৪; তিরমিযী ৫/৩৭, হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ ১/২০ পৃঃ, হা/১২; মুসনাদু আহমদ হা/১৭১৯৪; আলবানী, আল হাদীছু হুজ্জাতুন, পৃঃ ২৬।*

২০. *মালেক, হাকেম, ছহীহুল জামিউছ ছাগীর, হা/২৯৩৪।*

২১. *আবুদাঊদ ৪/২০৬, হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ছহীহ সুনানু ইবন মাজাহ হা/৪২।*

২২. *আবুদাঊদ ৩/৩১৮পৃঃ, হা/৩৬৬০; তিরমিযী হা/২৬৫৬; ছহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ হা/২৩২।*

২৩. *বুখারী ১/৮৭ পৃঃ; হা/১০৩।*

ছাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে হাদীছঃ

ছাহাবায়ে কেরামের সবাই 'সুন্নাহ' ও 'হাদীছ'কে শরী'আতের একটি উৎস বলে মনে করতেন। একজন ছাহাবীও এমন পাওয়া যাবে না, যিনি সুন্নাহ সম্পর্কে এর বিপরীত মত পোষণ করতেন। তাই তাঁদের সম্মুখে যখনই কোন সমস্যা উপস্থিত হ'ত, তখনই তাঁরা প্রথমে তার সমাধান আল্লাহ্র কিতাবে অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র মধ্যে তালাশ করতেন। হাদীছে রাসূল অনুসরণের ক্ষেত্রে ছাহাবীদের ঘটনাগুলি একত্রিত করলে তা বড় একটি বইয়ে পরিণত হবে। এখানে স্মরণীয় দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ) ও উম্মাহাতুল মুমিনীন (রাঃ) স্ব স্ব মীরাছ বা উত্তরাধিকার দাবী করলেন। তখন হযরত আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) সবাইকে একথা বলে বারণ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমরা নবীগণ কারো মীরাছ লাভ করি না এবং অন্য কেউ আমাদের মীরাছ লাভ করে না। আমরা যা রেখে যাই তা ছাদাক্বাহ হিসাবে থাকে'।[২৪]

(২) হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর কাছে দাদী তার নাতির মীরাছের অংশ পাবে কি-না জিজ্ঞেস করা হ'লে, তিনি এ ব্যাপারে কোন হাদীছ আছে কি-না ছাহাবীগণের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হাদীছ পেশ করলেন এবং মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা তার যথার্থতার সাক্ষ্য দান করলেন। অতঃপর তিনি দাদীকে ষষ্ঠাংশ দেয়ার হুকুম দিলেন'।[২৫]

(৩) হযরত ওমর (রাঃ) কাযী শুরাইহের প্রতি এক নির্দেশনামায় বলেন, 'যদি তোমার নিকট এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয়, যার সমাধান আল্লাহ্র কিতাবে আছে, তাহ'লে তুমি সেইরূপ ফায়ছালা করবে এবং কারো মতের পরওয়া করবে না। আর যদি এরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়, যার সমাধান আল্লাহ্র কিতাবে নেই তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহে তালাশ করবে এবং তদানুযায়ী ফায়ছালা করবে।[২৬]

(৪) হযরত আসলাম (রাঃ) বলেন, 'আমি দেখেছি হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম, তাহ'লে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না'।[২৭]

(৫) হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হাতে যখন ছাহাবীগণ খেলাফতের বায়'আত করলেন তখন এই বলে করলেন যে,

২৪. *বুখারী, কিতাবুল ফারায়িয হা/৬৭২৫, ৬৭৩০; মুসলিম হা/১৭৫৯, ১৭৫৮।*

২৫. *আবুদাঊদ, হা/২৮৯৪; তিরমিযী হা/২১০১; ইবনু মাজাহ হা/২৭২৪।*

২৬. *দারেমী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ; হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃঃ ৩৭, ৩৮।*

২৭. *বুখারী ২/১০৫ পৃঃ, হা/১৫০৫।*

আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং খলীফা আবুবকর ও ওমরের সুন্নাহ অনুসারে চলব। আর তিনিও এভাবেই বায়'আত গ্রহণ করতেন।[২৮]

(৬) হযরত আলী (রাঃ) বলেন, শরী'আত যদি রায় অথবা কারো বিবেক বুদ্ধি বা ক্বিয়াসের উপরই নির্ভরশীল হ'ত, তাহ'লে ওযুর সময় মোজার উপর দিকে মাসাহ না করে নীচের দিকে মাসাহ করাই সংগত হ'ত। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মোজার উপরিভাগ মাসাহ করতে আমি দেখেছি'।[২৯]

(৭) হযরত যায়েদ ইবনু আসলাম বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে বোতাম খোলা অবস্থায় ছালাত আদায় করতে দেখলাম। তখন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছি।[৩০]

তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও ইমামগণের দৃষ্টিতে হাদীছঃ

(১) হযরত ওমর ইবনু আবদুল আযীয (রাঃ) তাঁর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে লিখে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে যা আছে সে সম্পর্কে কারো কোন রায় বা মত প্রকাশের অধিকার নেই। মনীষীবৃন্দের অভিমত কেবল সে বিষয়েই প্রযোজ্য হবে, যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন সমাধান নেই এবং রাসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাতেও নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহতে যে বিষয়ের সমাধান রয়েছে সে সম্পর্কেও কারো মত প্রকাশের কোন অধিকার নেই।[৩১]

(২) হযরত ক্বাতাদা (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা সুন্নাহ্‌কে আঁকড়ে ধর এবং বিদ'আত প্রত্যাহার কর'।[৩২]

(৩) ইমাম যুহুরী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছকে আঁকড়ে ধরা নাজাতের উপায়'।[৩৩]

(৪) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যদি আপনার কথা আল্লাহ্‌র কিতাবের বিপরীত হয়? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ্‌র জন্য আমার কথা ছেড়ে দাও। আবার প্রশ্ন করা হ'ল, যদি আপনার কথা হাদীছে রাসূলের বিপরীত হয়? তিনি বললেন, হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য আমার কথা পরিহার কর। তারপর প্রশ্ন করা হ'ল, যদি আপনার কথা ছাহাবীদের কথার বিপরীত হয়? তিনি বললেন, ছাহাবীদের কথার জন্যও আমার কথা পরিহার কর'।[৩৪]

(৫) তিনি আরো বলেছেন, 'হাদীছ ছহীহ হ'লে সেটাই আমার মাযহাব'।[৩৫]

(৬) তিনি আরো বলেছেন, 'আমরা কোথা থেকে মাসআলা গ্রহণ করেছি তা জানার পূর্বে আমাদের বক্তব্য গ্রহণ করা কারুর জন্য জায়েয নয়'।[৩৬]

(৭) তিনি আরো বলেন, 'আমার কোন কথা বা বক্তব্য যদি কুরআন ও হাদীছের বিপরীত হয়, তাহ'লে আমার বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করো'।[৩৭]

(৮) তিনি আরো বলেন, 'যদি হাদীছ বা সুন্নাতের সংরক্ষণ না হ'ত, তাহ'লে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতে সক্ষম হ'ত না'।[৩৮]

(৯) তিনি আরো বলেন, 'যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ হয় তাহ'লে তা আমাদের মাথা ও চক্ষুর উপরে, আর যদি ছাহাবীদের আছার হয় তাহ'লে তার থেকে আমরা নির্বাচন করব। আর যদি তাবেঈদের কথা হয় তাহ'লে আমরাও ইজতেহাদ করব'।[৩৯]

(১০) তিনি আরো বলেন, 'আমরা প্রথম কিতাবুল্লাহ্‌কে গ্রহণ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ থেকে হুকুম গ্রহণ করি। যদি কিতাব ও সুন্নাতে না পাই, তখন ছাহাবীদের কথা গ্রহণ করি। এর মধ্যে যার কথা মন চায় গ্রহণ করি আর অন্যের কথা ছেড়ে দিই। আর যদি কোন বিষয়ে কুরআন, হাদীছ ও আছার কিছুই পাওয়া না যায়, বরং ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, ইবনু সীরীন, হাসান বছরী আতা, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও আরো অন্যান্য তাবিঈদের কথা হয় তখন তারা যেমন ইজতিহাদ করেছে আমিও তেমন ইজতিহাদ করি।[৪০]

(১১) ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমি মানুষ। ভুল-শুদ্ধ দু'টোই করি। আমার রায় দেখ, যা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক তা গ্রহণ কর এবং যা তার বিপরীত তা প্রত্যাখ্যান কর।[৪১]

(১২) তিনি আরো বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তির কথা গ্রহণও করা যায়, বর্জনও করা যায়।[৪২]

(১৩) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'ছহীহ হাদীছই আমার মাযহাব।[৪৩]

---

২৮. *বুখারী, কিতাবুল আহকাম হা/৭২০৭।*
২৯. *আবুদাঊদ, হা/১৬২; দারাকুতনী ১/১৯৯ পৃঃ।*
৩০. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪৩।*
৩১. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/৪৩১ পৃঃ।*
৩২. *সুয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাহ, ৪৮ পৃঃ।*
৩৩. *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, ২য় খণ্ড।*
৩৪. *শাহ ওয়ালী উল্লাহ, ইকদুল জীদ, পৃঃ ৫৭।*
৩৫. *হাশিয়া ইবনে আবেদীন, ১/৬৩; রসমুল মুফতী ১/৪ পৃঃ।*
৩৬. *আল-ইনতিক্বা, পৃঃ ১৪৫; মীযান শা'রানী ১/৫৫।*
৩৭. *আল-আহকাম, পৃঃ ৫০; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৪৮।*
৩৮. *মীযান, ৫২।*
৩৯. *মিফতাহুল জান্নাহ, পৃঃ ৪৫।*
৪০. *ঐ, পৃঃ ৪৯।*
৪১. *ইবনু আবদিল বার, আলজামি', ২/৩২ পৃঃ।*
৪২. *ইবনু আব্দিল হাদী, ইরশাদুস সালেক, ১/২২৭ পৃঃ, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৪৯।*
৪৩. *মীযান শা'রানী, ১/৫৭; ছিফাতু ছালাতিন্‌নবী, পৃঃ ৫০।*

(১৪) তিনি আরো বলেছেন, 'আমি যা বলেছি তার বিপরীত রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর থেকে কোন ছহীহ বর্ণনা থাকলে নবীর হাদীছই উত্তম, তখন তোমরা আমার তাক্বলীদ করবে না'।[৪৪]

(১৫) তিনি আরো বলেছেন, 'আমি যা বলেছি তার বিপরীত যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ কারো নিকট বিদ্যমান থাকে, তাহ'লে আমি আমার জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই ঐ হাদীছের দিকে ফিরে আসব'।[৪৫]

(১৬) তিনি আরো বলেন, 'উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে 'সুন্নাহ' তিন প্রকার বলেছেন। ১-যাতে কুরআন যা বলেছে হুবহু তাই বর্ণিত হয়েছে, ২- যাতে কুরআনে যা আছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, ৩- যাতে কুরআন যে বিষয়ে নীরব সে বিষয়ে নতুন কথা বলা হয়েছে। 'সুন্নাহ' যে প্রকারেরই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তাতে আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'সুন্নাহ' জানার পরে তার বরখেলাফ করার অধিকার আল্লাহ পাক কাউকে দেননি'।[৪৬]

(১৭) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'আমাদের মতে 'সুন্নাহ' অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহ। আর সুন্নাহ হ'ল কুরআনের তাফসীর এবং কুরআন বুঝার উপায়'।[৪৭]

(১৮) তিনি আরো বলেন, 'তোমরা আমার, ইমাম মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ এবং সুফইয়ান ছাওরীর তাক্বলীদ করবে না; বরং তারা যে উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন তোমরাও সেই উৎস থেকেই গ্রহণ কর'।[৪৮]

(১৯) তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে'।[৪৯]

(২০) আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তিকে কোন একটি হাদীছ বল তখন যদি সে বলেঃ 'হাদীছ বাদ দাও আমাকে কুরআন থেকে কোন একটি উত্তর দাও'। তাহ'লে মনে কর, সে একজন পথভ্রষ্ট ও অন্যকে গোমরাহকারী ব্যক্তি'।[৫০]

(২১) আবদুর রহমান ইবনু মাহদী বলেন, 'মানুষ খানা-পিনার চেয়েও অনেক অনেক বেশী হাদীছের মুখাপেক্ষী। কারণ হাদীছ কুরআনকে ব্যাখ্যা করে'।[৫১]

(২২) ইমাম আওযাঈ (রহঃ) মকহূলের বরাত দিয়ে বলেন, 'হাদীছ কুরআনের তত মুখাপেক্ষী নয়, কুরআন হাদীছের যত মুখাপেক্ষী'।[৫২]

(২৩) ইয়াহইয়া ইবনু আদম (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা বর্তমান থাকতে অন্য কারো কথার কোন প্রয়োজন হয় না'।[৫৩]

(২৪) ইবনু খুযায়মা (রহঃ) বলেন, 'হাদীছ ছহীহ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার সামনে কারো কথা চলে না'।[৫৪]

(২৫) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) ব্যতীত অন্য সব লোকের কথা গ্রহণীয়ও হয়, আবার অগ্রহণীয়ও হয়'।[৫৫]

(২৬) মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, 'যতক্ষণ লোক হাদীছ নিয়ে থাকবে, ততক্ষণ সঠিক পথে থাকবে'।[৫৬]

(২৭) সুফইয়ান ছাওরী বলেন, 'হাদীছের জ্ঞানই হ'ল আসল জ্ঞান'।[৫৭]

(২৮) ফুযাইল ইবনু আয়ায (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ও সুন্নাহ্র উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তার জন্য সুসংবাদ'।[৫৮]

তাছাওউফ বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে হাদীছঃ

জুন্নুন মিছরী (রহঃ) বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র প্রেমিকের পরিচয় হ'ল, আখলাক-চরিত্র, কার্যাবলী, আদেশ-নিষেধ এবং জীবনের নিয়ম-পদ্ধতি সব কিছুতেই আল্লাহ্র হাবীব (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা'।[৫৯]

জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, 'সুন্নাহ্র অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ্র দিকে যাওয়ার কোন পথই উন্মুক্ত নেই'।[৬০]

এ হ'ল মুসলিম মনীষীদের কতগুলি উক্তি, যাতে হাদীছ ও সুন্নাহ্-এর প্রতি তাঁদের সম্মান প্রদর্শন, ভক্তি, মর্যাদাবোধ, সঠিক মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট হ'ল। এ ধরনের উক্তি কেউ একত্রিত করলে কয়েক খণ্ড বিশিষ্ট একটি কিতাব হয়ে যাবে।

যারা বুঝতে চান তাদের জন্য যতটুকু উদ্ধৃত করেছি তাই যথেষ্ট। মুসলমানরা তো হাদীছের মূল্য সাধারণতঃ বুঝেন,

৪৪. *ইকদুল জীদ, পৃঃ ৫৭।*
৪৫. *আবুনুআইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৯/১০৭ পৃঃ।*
৪৬. *ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালা, পৃঃ১৬।*
৪৭. *মিফতাহুল জান্নাহ, পৃঃ ৬৫।*
৪৮. *ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন, ২/৩০২; আল-হাদীছু হুজ্জাতুন, পৃঃ ৭০।*
৪৯. *মানাকিবে ইবনে জাওযী, পৃঃ ৮২।*
৫০. *মিফতাহুল জান্নাহ, পৃঃ ৩৫।*
৫১. *ঐ, পৃঃ ৬৮।*
৫২. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।*
৫৩. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।*
৫৪. *প্রাগুক্ত।*
৫৫. *প্রাগুক্ত।*
৫৬. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।*
৫৭. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।*
৫৮. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।*
৫৯. *মিফতাহুল জান্নাহ, পৃঃ ৭০।*
৬০. *প্রাগুক্ত।*

অনেক অমুসলিমরাও হাদীছের গুরুত্ব ও সত্যতা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন লিখেছেন, 'প্রত্যেক জাতির প্রতিষ্ঠাতার জীবন চরিত দ্বারা তাঁর লিখিত জ্ঞান সম্পদ পরিপূর্ণতা লাভ করে। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহ প্রকৃত সত্য কথার পূর্ণাঙ্গ উপদেশ। তাঁর কাজকর্ম সততা ও নেক কাজের বাস্তব প্রতীক'।[৬১]

মুসলমানদের মধ্যে হাদীছের সূত্রে যেসব নৈতিক নিয়ম-কানূন প্রচলিত আছে, ঐতিহাসিক হাইটিংগার এসবের এক লম্বা তালিকা প্রকাশ করেছেন। তার দৃষ্টিতে মানুষকে কার্যত নেক কাজের দিকে আকৃষ্ট করার এবং পাপ থেকে বিরত রাখার এতদপেক্ষা উত্তম কর্মপ্রণালী আর কিছুই হ'তে পারে না।[৬২]

পরিশেষে বলতে চাই, হাদীছ মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন-বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন ইসলামের প্রদীপস্তম্ভ, হাদীছ তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীছ এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীছ একদিকে যেমন কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক-বাহক মহানবী (ছাঃ)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পর পরই হাদীছের স্থান। এ দু'য়ের উপর দ্বীনে ইসলাম নির্ভরশীল। সুতরাং কেউ যদি কেবল কুরআনকে মানে, হাদীছকে দ্বীনের দলীল হিসাবে না মানে, তবে তা হবে চরম ধর্মদ্রোহিতা। কুরআন মাজীদ অবশ্যই এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ কিন্তু তা এক সংক্ষিপ্ত কিতাব, যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে। বস্তুতঃ সেই ব্যাখ্যা হ'ল হাদীছ ও সুন্নাহ। যেমন ইসলামী ইবাদত সমূহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হ'ল ছালাত। ছালাত আদায়ে কড়া তাকীদ রয়েছে কুরআনে। কিন্তু তার নিয়ম-পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে হাদীছ শরীফে। তেমনি ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত এবং ইসলামের অপরাপর বিধি-বিধানের মূলনীতি আছে কুরআনে; কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় হাদীছে। মোটকথা হাদীছ ব্যতীত কেবল কুরআন দ্বারা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ বুঝা সম্ভব নয়।

৬১. *হাদীছের হিফাযত, পৃঃ ৩৯।*
৬২. *প্রাগুক্ত।*

আমার প্রিয় মক্কা ও মদীনা

*রফীক আহমাদ**

আজ হঠাৎ করেই প্রিয় মক্কা ও মদীনার স্মরণে কেঁদে উঠল মন-প্রাণ। যেখানে বিশ্ব মহামানব, বিশ্বনবী, শ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নবী ও আমার প্রিয় নবী জন্ম নিয়েছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন। চিরনিদ্রায় মহাসুখে শায়িত রয়েছেন পবিত্র মদীনা মুনাওওয়ারায়। প্রশ্ন জাগে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ও মহানবী কি শুধু আমার, আপনার মত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রিয়? না সারা বিশ্বের মুসলিম জনতার? নির্দ্বিধায় উত্তর আসবে- মুসলিম জনতার। এখানে দ্বিমতের একটি অভিযোগও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই মহামানব প্রদত্ত আদর্শের বেলায় এত অবহেলা, অবজ্ঞা, অনীহা, অনিচ্ছা, মতভেদ, অবমাননা কেন? বিষয়টির গুরুত্ব, মাহাত্ম্য, তাৎপর্য, পরিণাম, পরিণতি, মীমাংসা বা সমাধান আমার সমালোচনার বহু উর্ধ্বে বলে মনে করি। আমার পক্ষে তা হবে নেহাত অনধিকার চর্চা। শুধু মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর শাফা'আত ও হৃদয়ের দুঃখ, বোঝা হালকা করার নিমিত্তেই 'আমার প্রিয় মক্কা ও মদীনা' শীর্ষক প্রবন্ধটির অবতারণা।

সম্প্রতি ফরয ছালাত শেষে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে মুনাজাত নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোনার ঝড় বইছে। এমতাবস্থায় গত ২২শে জানুয়ারী ২০০০ ইং সালে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিষয়টি নিয়ে মক্কা শরীফের ইমাম, মদীনা মুনাওওয়ারার ইমাম এবং সঊদী আরবের গ্র্যাণ্ড মুফতী বরাবরে তিনটি পৃথক পত্র দিয়েছিলাম। উত্তর পেয়েছি গত ১০ই অক্টোবর ২০০০ ইং তারিখে। দশ পৃষ্ঠাব্যাপী এই উত্তরপত্র ফটোকপি করে অত্র নবাবগঞ্জ থানার বিশিষ্ট আলেমগণের কাছে প্রেরণ করি। একটি কপি **'আত-তাহরীক'** অফিসেও প্রেরণ করেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বিশ্বনেতৃত্বের দায়িত্বে নিয়োজিত ও কর্মরত শ্রদ্ধেয় আলেমগণের প্রদত্ত ফৎওয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশজনই গ্রহণ করেননি। কারণ হিসাবে কিছু ধর্মপ্রাণ লেখক, গবেষক ও প্রয়াত আলেমের মতবাদ বা আদর্শ সক্রিয় ভূমিকার অধিকারী। এমতাবস্থায় মতপার্থক্য নিরসন কল্পে নিবিড়তর অভিযানে পরম সহিষ্ণু কাফেলা আবশ্যক।

এবার ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু বায়তুল্লাহ বা কা'বা গৃহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। পৃথিবী সৃষ্টির সূচনালগ্নেই বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র ঘর নির্মিত হয়। হযরত আদম (আঃ) এই ঘরের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘকাল পর হযরত নূহ

* *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

(আঃ)-এর প্লাবনে এই ঘরের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পরবর্তীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ করেন। মহাসম্মানিত এই গৃহের প্রকৃত রহস্য ও পরম মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার ঘোষণাস্বরূপ আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-কে সূরা বাক্বারাহ্র ১২৫ নং আয়াতে অবহিত করেন 'যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের জন্যে সম্মেলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে ছালাতের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকূ-সেজদাকারীর জন্য পবিত্র রাখ'। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্য, ছালাতে দণ্ডায়মানদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীর জন্য' *(হজ্জ ২৬)*।

বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসাবে কুরআন মাজীদে সূরা আলে ইমরানের ৯৬ ও ৯৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর, যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা কা'বায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়াত ও বরকতময়। এতে রয়েছে 'মাক্বামে ইবরাহীমে'র মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্জ করা হ'ল মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না' *(আলে ইমরান ৯৭-৯৮)*।

মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত ঘর বায়তুল্লাহ শরীফ বা মসজিদে হারামের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা নিঃসন্দেহে একান্ত অতুলনীয় ও অবর্ণনীয়। আল্লাহ পাক এই মহাসম্মানিত ও বরকতময় ঘরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হেফাযতেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে বর্তমান আধুনিক বিশ্বে ইসলাম ধর্মকে গবেষণার মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত করার জোর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে সঊদী আরবের অবদান অপরিসীম ও অতুলনীয়।

এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, যেখানে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দা বা প্রতিনিধির জন্য বায়তুল্লাহ বা মসজিদে হারামের স্থান নির্ধারণ করেন, তা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আর সেজন্য তাঁর সেরা সৃষ্টি হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব এই মক্কা নগরীতেই হয়েছিল। মক্কা নগরী তথা সমগ্র আরব সে সময় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। মহা মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ও অনন্ত জ্ঞানের ক্ষমতায় প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে মক্কার পৌত্তলিকতা ও যাবতীয় কুসংস্কার উৎখাত করার এবং এতদসঙ্গে সত্য, স্বচ্ছ ও পবিত্র অভিযানে পূর্ণ সাহায্য করেন। অতঃপর সেই সত্যের আলো সমগ্র আরবভূমি ও বিশ্বজগতে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক অনন্য অলৌকিক উপায়ে প্রিয় নবী (ছাঃ)-কে মক্কা হ'তে মদীনায় হিজরত করান। হিজরত পরবর্তী যুগে নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে মক্কাবাসীদের চরম বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। পরিশেষে আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহে মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে মক্কা ও মদীনার মাঝে চমৎকার সমন্বয় গড়ে ওঠে, যা আজ ক্রমোন্নতির পানে ধাবমান।

মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক আমাদের মহানবী (ছাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসার বাস্তব নিদর্শন স্বরূপ মদীনা মুনাওওয়ারার পত্তন করেন এবং এর অলৌকিক সমৃদ্ধ সাধন করেন। নবী (ছাঃ)-এর হিজরতের পূর্বে মদীনার আবহাওয়া ও পরিবেশ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমন করলেন তখন আবুবকর ও বিলাল (একবার) জ্বরে আক্রান্ত হ'লেন। তিনি বলেন, আমি তাদের দু'জনের কাছে গেলাম এবং বললাম, আব্বাজান কেমন আছেন? হে বেলাল! তুমি কেমন আছ? আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবুবকরের যখন জ্বর আসত তখন তিনি বলতেন,

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ-

অর্থঃ সকলেই তার পরিবারের সাথে সকাল কাটায়, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অতি নিকটে।

আর বেলালের অবস্থা ছিল এই, যখন তার জ্বর ছাড়ত তখন সে কণ্ঠস্বর উঁচু করে বলতেন-

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَ جَلِيْلٌ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ + وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلٌ-

'হায় আমি যদি জানতাম! আমি ঐ (মক্কা) উপত্যকায় পুনরায় রাত যাপন করতে পারব কি-না, যেখানে 'ইযখির' ও 'জালীল' ঘাস আমার চারপাশে থাকত। আমি 'মাজান্না' নামক স্থানে পুনরায় কোনদিন পৌঁছতে পারব কি-না এবং 'শামা' ও 'ত্বফীল' পাহাড় আমার দৃষ্টিগোচর হবে কি-না তা তো আমি বলতে পারি না'।

আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে এ খবর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন,

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ-

'হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় কর যেমন প্রিয় ছিল আমাদের নিকট মক্কা অথবা তার চেয়ে অধিকতর প্রিয়

কর এবং আমাদের জন্য মদীনাকে স্বাস্থ্যকর করে দাও। আর এর 'ছা' ও 'মুদ'-য়ে আমাদের জন্য বরকত দান কর এবং এখানকার জ্বরকে স্থানান্তর করে 'জুহফা'তে নিয়ে যাও।[১] উল্লেখ্য, তখন 'জুহফা'তে ইহুদী বসতি ছিল।

উপরের হাদীছটির অনুরূপ হিজরত সম্পর্কিত অনেক হাদীছ ও কুরআনের আয়াত রয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত করার নিমিত্তে শুধু মক্কা ও মদীনার সুমহান মর্যাদার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। মহিয়ান বায়তুল্লাহ শরীফ স্বয়ং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতিফলন এবং এর অবস্থান স্থল মক্কা শরীফও মহা সম্মানিত। অনুরূপভাবে মদীনায় হিজরতের পর প্রিয় নবী (ছাঃ) বায়তুল্লাহ্‌র শূন্যতা পূরণের জন্য মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তা মহা সম্মানে ভূষিত হয় এবং মসজিদে হারামের পরই তার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মক্কা শরীফের পরই মদীনা শরীফও আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের নিকট সুমহান মর্যাদার স্থানরূপে পরিগণিত হয়। এ সম্মানিত স্থানদ্বয়ের ব্যাপক উন্নয়ন কল্পে সঊদী বাদশাহ্‌র অবদান সন্তোষজনক এবং সারা মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত। মক্কা ও মদীনায় ইসলামের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হবে, এ উভয় স্থানে উন্নয়নের প্রতিযোগিতা চলছে। একই সঙ্গে সারা বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত দরিদ্র বা অবহেলিত এলাকাগুলিতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে বহু মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণ ও ধর্মপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে।

বায়তুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীকে বাস্তব জগতের সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। বিশ্ব ভূ-মণ্ডলে আলো ও তাপ সরবরাহের উৎস সূর্য আর সূর্য থেকে প্রাপ্ত আলো হ'তে স্নিগ্ধ নূরের প্রধান উৎস চন্দ্র। সূর্যগর্ভে যে আলো ও তাপ রয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত আলো ও তাপকে একত্রিত করলেও তার সমতুল্য তেজশক্তি হবে না। অনুরূপভাবে আলো বিতরণকারী সমস্ত তারকারাজির নূরকে একত্রিত করলেও চন্দ্রের আলোর সমতুল্য হবে না। সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় বায়তুল্লাহ্‌র ইবাদতের মান-সম্মান পৃথিবীর সমস্ত মসজিদের সম্মিলিত ইবাদতের মান-মর্যাদা অপেক্ষাও অধিকতর। এ জন্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক বায়তুল্লাহ শরীফকে দুনিয়ার সকল মসজিদের শ্রেষ্ঠ ও কেন্দ্রীয় মসজিদ হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর সকল মসজিদ বায়তুল্লাহ অভিমুখে হয়ে নির্মিত হয় এবং সারা জাহানের মুছল্লীগণ কা'বা শরীফ অভিমুখে দাঁড়িয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে ছালাত আদায় করেন। আর চন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয় মদীনার মসজিদে নববী বায়তুল্লাহ্‌র ইবাদতের অর্ধেক মান-মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌র পরই মান-মর্যাদায় মসজিদে নববীর অবস্থান। বায়তুল্লাহ এবং মসজিদে নববী এখন সারাবিশ্বের মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু।

১. *ছহীহ বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭, 'আনছারদের মানবিক' অধ্যায়, 'রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবাগণের মদীনায় আগমন' অনুচ্ছেদ হা/৩৯২৬।*

মক্কা ও মদীনার মান-মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, এ পাহাড় (ওহোদ) আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি। ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে 'হারাম'-এর মর্যাদা দান করেছেন। আর আমি এর (মদীনার) দু'পাহাড়ের প্রান্তসীমাকে 'হারাম'-এর মর্যাদা দান করেছি। এই অভূতপূর্ব হৃদয়গ্রাহী বাণী সত্যিকার অর্থে মক্কা-মদীনার অসাধারণ মর্যাদা বৈ কিছুই বর্ণনা করে না।

উপসংহারে বলা যায়, আল্লাহ পাক তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকে ভালবাসেন। তাঁর এই ভালবাসা বিকেন্দ্রীকরণেই প্রাণীজগতে বিপুল ভালবাসার বন্ধন অব্যাহত রয়েছে। জড়বস্তুগুলির মধ্যেও অনুরূপ অনুভূতির বহু স্বীকারোক্তি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিঘোষিত হয়েছে। দাঊদ (আঃ)-এর সঙ্গে পাহাড়-পর্বতের তসবীহ পাঠ, সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি বায়ূর আনুগত্য, ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে আগুনের ভ্রাতৃত্ব, মূসা (আঃ)-এর পরম বন্ধু লাঠির অদ্ভুত ক্ষমতা এবং নীল নদের বিস্তীর্ণ জলরাশির আনুগত্য প্রভৃতি আল্লাহ্‌র মহিমা ও গরিমা, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং মহানবী (ছাঃ)-এর প্রিয় বায়তুল্লাহ শরীফের সূত্র ধরে মক্কা এবং মসজিদে নববীর সূত্র ধরে মদীনা আমাদের প্রিয় ভূমিরূপে চিরদিন অম্লান থাক আমীন!

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
✆ (০৭২১) ৭৭৩৭২১
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
✆ (0721) 773721
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম
ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মুসলিম গৃহে প্রবেশাধিকারঃ দো'আ ও পর্দা

*যহুর বিন ওছমান**

মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের পরিবারবর্গের প্রতি সালাম প্রদান করবে, যা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কল্যাণময় ও পবিত্র দো'আ। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(নূর ৬১)*।

বিশিষ্ট ছাহাবী জাবির (রাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্র শিখানো বরকতময় উত্তম সালাম করবে। আমি তো পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এটা সরাসরি বরকতই বটে'। ইবনু তাউস (রহঃ) বলেন, তোমাদের যে কেউ বাড়ীতে প্রবেশ করে, সে যেন বাড়ীর লোকদেরকে সালাম দেয়'। ছাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) আমাকে পাঁচটি অভ্যাসের অছিয়ত করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, 'যখন তুমি তোমার বাড়ীতে প্রবেশ করবে, তখন তোমার পরিবারের লোকদের সালাম দিবে। তাহ'লে তোমার পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। আর তোমার পূর্ববর্তী দ্বীনদার লোকদের এই নীতিই ছিল। হাদীছটি হাফিয আবুবকর আল-বাযযার (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।[১]

পৃথিবীর সকল মানুষ শান্তি চায়। বিশেষ করে যারা খাঁটি মুসলিম তারা নিজেদের শান্তি কামনার পাশাপাশি অন্য সকল মুসলিম ভাইয়ের জন্যও শান্তি চান। তবে সেই শান্তি চাওয়ার তরীকা বা পদ্ধতি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকায় না হয়, তাহ'লে সে শান্তিকে শান্তি বলা যায় না। আমাদের মুসলিম সমাজের অনেক ভাই দাবী করে থাকেন যে, রাসূল (ছাঃ) তো নিষেধ করেননি? আমরা সবাই মিলে আল্লাহ্র নিকট বাড়তি শান্তি চাইব তাতে দোষ কি?

সম্মানিত পাঠক! মহান আল্লাহ্র নিকট ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই মহাসম্মানিত এবং অফুরন্ত শান্তি পাওয়ার অধিকারী। যদিও পবিত্র কালামের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, 'যারা চোখ থাকতেও দেখতে পায় না, কান থাকতেও শোনে না, অন্তর থাকতেও বুঝতে পারে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট' *(আ'রাফ ১৭৯)*। তারা দাবীর বেলায় মুসলিম হ'লেও তাদের গৃহে প্রবেশের রীতি-নীতি ইসলাম সম্মত নয়।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাশাহ্হুদ তো আল্লাহ্র কিতাব হ'তেই গ্রহণ করেছি। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে। তা আল্লাহ্র নিকট হ'তে কল্যাণময় ও পবিত্র'।[২]

কেন মহান আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তিদের গৃহে প্রবেশকালে সালাম দ্বারা অনুমতির আদেশ দিলেন, তা অবশ্যই ভেবে দেখা আবশ্যক। প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছি যে, মানুষ মাত্রই শান্তি ও কল্যাণকামী। পৃথিবীতে মানুষ যে যত শান্তি আর আরাম-আয়েশের মধ্যে বসবাস করুক না কেন, আল্লাহ্র দেওয়া সুখ-শান্তিই হচ্ছে প্রকৃত শান্তি। এজন্য মহান আল্লাহ মুমিনদের গৃহগুলিকে এক একটি শান্তির ভাণ্ডার বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষ তা অনুভব করতে পারি না। তাহ'লে আসুন! আমরা শান্তির নিয়মগুলি শিখে নিয়ে তা অর্জনে সচেষ্ট হই। যেমন- আপনি যখন আপনার গৃহে প্রবেশ করবেন, তখন আল্লাহ্র দেওয়া বিধান মোতাবেক সালাম প্রদান করবেন। এখানে জেনে রাখা ভাল যে, সালাম অর্থ শান্তি বা কল্যাণ। তাহ'লে আপনার সালামে আপনার বাড়ীর সকল সদস্যের কল্যাণ কামনা করলেন। জবাবে আপনার পরিবারের সদস্যগণ, যেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, স্ত্রী-কন্যা, চাকর-চাকরানী সবাই মিলে বলল, আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হউক! এবার বলুন দেখি, আপনি কি পরিমাণ শান্তির অধিকারী হ'লেন?

আপনি কল্যাণের জন্য বা শান্তির আশায় মসজিদের ইমাম, খানকার পীর, ওয়ায-মাহফিলের বক্তার নিকট দো'আ চান, তাদের দো'আ আর আপনার পরিবারের আপনজনদের দো'আর ওযন কি সমান হ'তে পারে? আপনি কি একটিবার চিন্তা করার অবকাশ পেয়েছেন যে, আপন গৃহে প্রবেশে সালামের জবাবে আপনার পিতা-মাতা যখন বলবে, হে আল্লাহ! আমার প্রাণের ধন, নয়নের মণি, বাছাধন সারাদিন রৌদ্রে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের জন্য রূযী-রোযগার নিয়ে বাড়ি ফিরেছে; তারপর গৃহে প্রবেশের পূর্বেই আমাদেরকে সালাম দিয়ে বলছে, আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। জবাবে পিতা-মাতা কি বলতে পারে না, হে বাছাধন! তোমার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হউক? একশ' বার পারে, লক্ষ-কোটি বার পারে। তবে কেন আপনি অন্যের দো'আ আর শান্তি কামনার জন্য ব্যস্ত? কেন আপনি বলছেন যে, মৌলবী ছাহেব দো'আ না করলে তার চাকরী থাকবে না? কেন আপনি গায়ের জোরে বলছেন, কে বলেছে দো'আ করা যাবে না? রাসূল না করুক, আমরা করব, আমরাতো শান্তিই চাই, অন্য কিছুতো চাচ্ছি না? আমি বলব, আপনি নির্বোধ। আপনি শান্তি চাওয়ার পদ্ধতি জানেন না, আপনি শান্তি চাওয়ার স্থান চিনতে ভুল করছেন। একটি বার খোলামন নিয়ে আপনার গৃহের প্রতি তাকান, সেখানে মহান আল্লাহ শান্তির খনি তৈরী করে রেখেছেন। শুধু একবার কেন, দিনে-রাতে পঞ্চাশ বার, একশ' বার আপনি সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করুন।

* *শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*

১. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৫শ খণ্ড, ২০৬ পৃঃ, অনুবাদঃ ডক্টর মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান।*

২. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৫শ খণ্ড, ২০৭ পৃঃ।*

আপনার আদরের ছোট্ট বাচ্চাকে সালামের জওয়াব শিখিয়ে দিন, সেও উত্তরে বলবে, ওয়া আলাইকুমুস সালাম। আব্বু! আপনার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হউক!

তাহ'লে কেন আপনি ভণ্ডপীরের দরগায় গিয়ে বলছেন, বাবা আমার জন্য দো'আ করুন? আপনার গুরুজন পিতা-মাতার চেয়েও কি পীর-ফকীররা বেশী দামী হয়ে গেল? হে বিবেকবান মুসলিম ভাই সকল! একটু জ্ঞান করে ঝগড়া-ঝাটি না করে শান্তির জন্য দো'আ নেওয়ার সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

আপনি যখন স্ত্রীকে সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবেন, তখন আপনার প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী আপনার জন্য দো'আ না করে কি থাকতে পারবে? মনে করুন! আপনার বাড়ীতে দশ বছর কিংবা বিশ বছর যাবৎ বিশ্বাসী চাকর-চাকরাণী কাজ করছে, তারা আপনার একান্ত অনুগত। আপনি গৃহে আগমনকালে আল্লাহ্র নির্দেশমত সালাম দিলেন। তারা বুঝল যে, আমার মনিব আমার উপর শান্তি কামনা করেছে। অতএব তারা খুশি হয়ে একথা আল্লাহ্র দরবারে বলতে পারে, হে দয়াময় আল্লাহ! আমার মনিব দীর্ঘদিন যাবৎ আমাকে তার বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন, আমাকে কাপড়-চোপড়, খাদ্য-পানি, টাকা-কড়ি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তিনি কাজ না দিলে আমাকে পথে পথে ফিরতে হ'ত। অতএব আল্লাহ আপনি তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন!

শুধু কি তাই? আপনি মনিব হয়ে যখন চাকর-চাকরানীকে সালাম দিবেন, তখন তাদের মনে কি সম্মান-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা গভীর হ'তে পারে না? অবশ্যই পারে। আপনি কি একজন মহৎ মানুষে পরিণত হ'তে পারেন না? আপনার মনের মধ্যে কোন কুটিলতা বা অহমিকা নেই, এটা কি আপনার পরিবারের সদস্যগণ ভাবতে পারে না? কেন পারবে না, আপনি তো আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক কাজ করছেন।

আপনি হয়ত ভাবতে পারেন যে, যারা কুরআন ও হাদীছ জানেন, সেসব আলেমদের বাড়ীতেই সালামের প্রচলন নেই, তাহ'লে আমরা কি করব? আমি বলব, আপনি খাঁটি ঈমানদার বান্দা হ'তে পারবেন না। কারণ আপনি সমাজের অন্ধ অনুসারী বৈ কিছু নন। এদেশের অধিকাংশ আলেম কুরআন ও হাদীছ জানেন কিন্তু মানেন না। অতএব তাদের অনুসরণ করলে আপনার জান্নাত লাভ বাধাগ্রস্থ হবে।

সম্মানিত পাঠক! যারা অন্যের নিকট দো'আর আবেদন করেন, আর যারা শবেবরাতের রাতকে কল্যাণ বা পুণ্যের রাত ভেবে দো'আর পিছনে ছুটছেন তারা প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে আজও গোলকধাঁধায় পড়ে আছেন।

এতক্ষণ আমরা নিজ নিজ গৃহের একটি কল্যাণের বিষয় জানলাম। এবার অন্য মুসলিম ভাই-এর গৃহে প্রবেশ করতে গেলে কোন নিয়ম-পদ্ধতিতে প্রবেশ করব এবং কিভাবে তার কল্যাণ কামনা করব এর পদ্ধতি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি ব্যতীত এবং তাদের সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটা তোমাদের জন্য উত্তম *(নূর ২৭)*।

এ প্রসঙ্গে মুকাতিল ইবনু হাইয়ান (রাঃ) বলেন, জাহেলী যুগে সালামের কোন প্রচলন ছিল না। তখন তারা একে অপরের বাড়ীতে প্রবেশকালে সালাম দ্বারা অনুমতি গ্রহণ করত না। তারা সরাসরি অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ করে বলতঃ আমি এসেছি। এর ফলে বাড়ীর লোকদের ভীষণ অসুবিধা হ'ত। আল্লাহ তা'আলা এই কুপ্রথাগুলি দূর করে সুন্দর আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন। আর এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেন, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। এতে বাড়ীতে আগমনকারী ও বাড়ীর লোক উভয়ের জন্যই শান্তি ও কল্যাণ রয়েছে। এগুলি তোমাদের জন্য উপদেশ।[৩]

বর্তমান মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে উক্ত জাহেলিয়াতের কথা মনে পড়ে। সাধারণ মানুষের কথা না হয় একটু দূরেই রাখলাম। কিন্তু যারা আলেমে দ্বীন তাদের মধ্যে কি আল্লাহ্র বিধান পুরোপুরি ক্বায়েম আছে? আমার বিশ্বাস শতকরা পাঁচ জন আলেম খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে যারা শারঈ বিধান পুরোপুরি মেনে চলেন। তাহ'লে কিসের দাবীতে তারা আলেম? সাধারণ মুসলমানগণ তাদের অনুসরণ করলে তারা গোমরাহ হবে না কেন?

রাস্তা-ঘাটে চলাচলের সময়, বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময়, চেয়ারম্যান-মেম্বারকে দেখলে, অফিসের বস বা উস্তাযকে দেখলে অনেকেই সালাম দেন। এখন সেই সালাম বিনিময়টা যদি আন্তরিক ভালবাসার উপর হয়ে থাকে তাহ'লে ভাল। কিন্তু যদি ভয়-ভীতি কিংবা লৌকিকতা বা অন্য কোন কারণে হয় তাহ'লে ছওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হবে।

অফিস-আদালতে বসকে দেখলে যদি সালাম দিতে হয় তবে নিজ বাড়ীতে যেখানে মহান আল্লাহ কল্যাণের খনি বানিয়ে দিলেন, মহান আল্লাহ আদেশ করলেন, রাসূল (ছাঃ) সালাম ব্যতীত বাড়ীতে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন, তবুও আমরা পবিত্র আদর্শের কথা স্মরণ করলাম না। আর লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে আলেমদের নিকট গিয়ে বলছি হুযূর দো'আ করেন না কেন? মুনাজাত করেন না কেন? নিষেধ কোথায়, দেখাতে পারবেন? ইত্যাদি মন্তব্য। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন।

যেসব মুসলিম পরিবারে সালাম দ্বারা গৃহে প্রবেশের নিয়ম-নীতি চালু আছে আমি বলব তাদের পরিবারের মহিলাগণ পর্দার দাবী করতে পারে। আর যেসব পরিবারে চালু নেই তাদের পরিবারের সদস্যগণ যত বড় নামী-দামী আলেম হউক না কেন, তাদের মহিলাগণ বাড়ির বাহিরে

৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৫শ খণ্ড, ১৩৮ পৃঃ।

চলাফেরার সময় যত পর্দার পোষাক পরে ঘোরাফিরা করুক না কেন প্রকৃত অর্থে তাদের কাছে শারঈ পর্দা আশা করা যায় না। আমার এ দাবী যে বাস্তব সত্য তার প্রমাণ তুলে ধরে আমার প্রবন্ধের ইতি টানব ইনশাআল্লাহ। যেসব মহিলাগণ শুধু বাহিরে চলাফেরার জন্য বোরক্বা পরিধান করেন কিন্তু নিজ বাড়ীতে মুহরিম ও গায়ের মুহরিম পুরুষের মাঝে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক পর্দা করেন না, তাকে কি করে পর্দা বলা যায়? যেমন নিজ বাড়ীতে দেবর-ভাবী, শালিকা-দুলাভাই, মামী-ভাগিনা, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই ইত্যাদি। যত গায়রে মুহরিম ব্যক্তি আছেন তাদের সামনে আপনজন ভেবে খোলামেলা চলাফেরা করা হয়, এটা অনুচিত।

সুধী পাঠক! এই মানসিকতার মহিলাদেরকে আপনি কোন আইনে পর্দানশীলা মহিলা বলবেন? আর যেসব পরিবারের মহিলাগণ বাহিরে এবং নিজ বাড়ীতে পর্দার আইন মানতে আগ্রহী তাদের বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে একমাত্র সালাম দিয়ে প্রবেশ করলেই পর্দানশীলা নারীগণ পর্দা রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। যেমন- একজন গায়রে মুহরিম পুরুষ বা বেগানা পুরুষ যদি বিনা সালামে বাড়ীতে প্রবেশ করে, তাহ'লে ঐ বাড়ীর পর্দানশীলা মহিলা কিভাবে বুঝতে পারবে যে, আমাকে পর্দার আড়ালে যেতে হবে বা পর্দার পোষাক পরতে হবে? আর ঐ বাড়ীতে সালাম প্রথা চালু থাকলে যে কোন লোক আসলে বাড়ীর মহিলাগণ সালাম শুনে চিনে নিতে পারবে যে, আগন্তুক ব্যক্তি মুহরিম না কি গায়রে মুহরিম। অতএব প্রয়োজনে সে পর্দার ব্যবস্থা নিবে। কিন্তু যদি সালাম না দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে তবে কি করে ঐ মহিলা পর্দা রক্ষা করবে? এখন আপনি যদি বলেন যে, বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে গলা খেকড় দিয়ে বা যেকোন সংকেত ধ্বনি দিলে মহিলাগণ আড়ালে যেতে পারবে। এ প্রসঙ্গে সত্য কথা হচ্ছে, বাড়ির মহিলাগণ সর্তক হ'লেও আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা বহির্ভূত কাজ করলেন। যেহেতু আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বাড়ীতে প্রবেশের নিয়ম বা অনুমতির বিধান হ'ল সালাম, যা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও গলা খেকড় প্রসঙ্গে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক নয়।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, সালাম দ্বারা অনুমতি প্রার্থনার সময়সীমা কতদূর? এ সম্পর্কে কাতাদা (রাঃ) বলেন, তিনবার অনুমতি প্রার্থনা এজন্য নির্ধারণ হয়েছে যে, প্রথমবার বাড়ীর লোকেরা জানতে পারবে যে, এ ব্যক্তি অমুক, কাজেই তারা নিজেদের সামলিয়ে নিবে ও সতর্ক হয়ে যাবে। আর তৃতীয় বারে ইচ্ছা হ'লে তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিবে, না হ'লে ফিরে যেতে বলবে।[৪]

অন্য এক ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, একদা আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর বাড়ীতে তিন তিনবার অনুমতির প্রার্থনা করেন। যখন কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না, তখন তিনি ফিরে আসলেন।[৫]

এখানে আরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বাড়ীতে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনাকারীকে দরজার সামনে দাঁড়ানো চলবে না; বরং তাকে ডানে কিংবা বামে একটু সরে দাঁড়াতে হবে। কেননা সুনানে আবীদাঊদে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) যখন কারো বাড়ীতে যেতেন তখন তিনি তার বাড়ীর দরজার ঠিক সামনে দাঁড়াতেন না; বরং একটু এদিক-সেদিক সরে দাঁড়াতেন। আর উচ্চৈঃস্বরে সালাম বলতেন। কারণ তখন দরজার উপর পর্দা লটকানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। বুখারী ও মুসলিমের অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, কেউ যদি তোমার বাড়ীতে তোমার অনুমতি ছাড়াই উঁকি মারতে শুরু করে এবং তুমি তাকে কংকর (পাথর) মেরে দাও আর এর ফলে তার চক্ষু বিদীর্ণ হয়ে যায়, তাতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।[৬]

রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ঐরূপ কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যারা অন্যের বাড়ীতে প্রবেশকালে সালাম দ্বারা অনুমতি গ্রহণ করে না কিংবা নিজের আত্মীয়, পাড়ার লোক, ইত্যাদি দোহাই দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিধান পাশ কেটে যায়, তারা আদৌ মুসলিম কি-না তা ভেবে দেখার বিষয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক মুসলিম পরিবারের গৃহে প্রবেশাধিকার, দো'আ ও পর্দা রক্ষার নিয়ম-নীতি মেনে চলার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।
৫. ইবনে কাছীর, ঐ, ১৩৮ পৃঃ।
৬. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৪।

কাউছার এন্টারপ্রাইজ

এখানে থাই এ্যালোমিনিয়াম, কাঠের বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার ও পেইন্ট -এর কাজ করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ মোস্তাফের

যোগাযোগঃ

নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, ী।

ফোন (অনুঃ) (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

*আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

(১৫ তম কিস্তি)

(৯৬) عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ قَالَ صَلَّيْتُ هذه الصَّلاَةَ أَوْ مِثْلَ هذه الصَّلاَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ وَ كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ يَقُوْمَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ كَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى مِنَ الصَّلاَةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِيْ رِمْثَةَ يَعْنِيْ نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِيْ أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى مِنَ الصَّلاَةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلَكْ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلاَتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ –

(৯৬) আযরাক ইবনু ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, একদা আমাদের ইমাম ছালাত আদায় করালেন, যার উপনাম আবু রিমছাহ। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এরূপ ছালাত আদায় করেছি। আবুবকর, ওমর (রাঃ) প্রথম লাইনে তাঁর ডান দিকে থাকতেন। আর একজন লোক ছিল যে ছালাতের প্রথম তাকবীরে উপস্থিত হ'ত। নবী করীম (ছাঃ) ছালাত আদায় করে তাঁর ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন, আমরা তাঁর দু'গালের শুভ্র অংশ দেখতে পেতাম। অতঃপর তিনি আমার মত করে ঘুরে বসতেন। রাসূল (ছাঃ)-এর সালাম ফিরানো মাত্রই ঐ প্রথম তাকবীর পাওয়া ব্যক্তি পরবর্তী ছালাতের জন্য দাঁড়াল। তখন ওমর (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে তার কাধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বসালেন এবং বললেন, বস, আহলে কিতাবগণ (ইহুদী, নাছারা) দু'ছালাতের মধ্যে ব্যবধান না করায় ধ্বংস হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে খাত্ত্বাবের ছেলে! আল্লাহ তোমার দ্বারা ঠিক কাজ করিয়েছেন' (আবুদাঊদ)। হাদীছ যঈফ। অত্র হাদীছে আশ'আছ ইবনু শা'বা এবং ইবনু মিনহাল নামক দু'জন রাবী দুর্বল।[১]

(৯৭) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَ أَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَ لاَ تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ وَ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ –

(৯৭) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হ'তেন তখন অত্র দো'আটি পাঠ করতেন- 'তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার নিকট আমার কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট রহমত প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। তুমি আমাকে হেদায়াত দান করার পরে আমার অন্তরকে বক্র করো না। আমার উপর তোমার রহমত বর্ষণ কর। তুমি অধিক রহমত দানকারী' (আবুদাঊদ)। অত্র হাদীছে আবদুল্লাহ ইবনু ওয়ালীদ দুর্বল রাবী।[২]

(৯৮) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تُؤَخِّرُوا الصَّلاَةَ لِطَعَامٍ وَ لاَ لِغَيْرِهِ –

(৯৮) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা খাদ্যের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে ছালাত দেরী করো না' (শারহুস সুন্নাহ)। এই হাদীছে মুহাম্মাদ ইবনু মায়মূন যাফরানী দুর্বল রাবী।[৩] তাছাড়া হাদীছটি মুনকার। কেননা ছহীহ হাদীছে রয়েছে খাদ্যের জন্য এবং পেশাব-পায়খানার জন্য ছালাত বিলম্বে আদায় করা যায়।[৪]

* সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৭২, টীকা ৫।
২. তাহক্বীক্ব মিশকাত ৩৮২ পৃঃ, টীকা নং ২।
৩. মিশকাত হা/১০৭১, ১/৩৩৬ পৃঃ, টীকা নং ৩।
৪. মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৭।

আকর্ষণ! আকর্ষণ!

প্রতিবারের মত এবারেও তাবলীগী ইজতেমায় কুমারখালীর প্রসিদ্ধ নাজমুল টেক্সটাইলের বেডসিট, লুঙ্গি ও তোয়ালে পাওয়া যাবে।

প্রোঃ মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, কুষ্টিয়া।

ছাহাবা চরিত

কা'ব বিন যুহাইর (রাঃ)

-নূরুল ইসলাম

উপক্রমণিকাঃ

এক বংশে ১১ জন কবি। এটা কি বিস্ময়কর নয়? অবশ্যই, তবে অসম্ভব নয় নিশ্চয়ই। পৃথিবীর যে বংশে এর নযীর পাওয়া যাবে সে বংশ কি গৌরবের অধিকারী নয়? নিশ্চয়ই। এ গৌরবময় বংশেরই সৌভাগ্যবান সন্তান, আরব বাগের ফুটন্ত গোলাপ ও আরবী সাহিত্যের অমর প্রতিভা কা'ব বিন যুহাইর (রাঃ)। জন্মসূত্রে কাব্য প্রতিভা যার ধমনীতে প্রবাহিত, জন্মের পরই আরবী কাব্যের বিস্তৃত জগৎ যাকে ঈষৎ হাত নেড়ে ডাকছে তার সবুজ-শ্যামল বনভূমিতে শুভাগমন করতে, তিনি কি পারেন সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ভীতু সারমেয়ের মত লেজ গুটিয়ে পালাতে? না, তা হ'তে পারে না। তিনি সাড়া দিলেন সে ডাকে। ফলে হয়ে উঠলেন আরবের সেরা কবি। ওজস্বিনী কাব্যকলার দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কুপোকাত করে দিতে লাগলেন। কিন্তু কালের গতি একদিন অন্য দিকে ঘুরে গেল। ইসলামের ঘোর শত্রু কা'ব (রাঃ) পরিগণিত হ'লেন ইসলামের চরম ভক্ত ও অনুরক্তে। রচনা করলেন ইতিহাসবিখ্যাত কাব্যকথা 'বানাত সু'আদ'। ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী হিসাবে।

পরিচিতিঃ

নাম কা'ব, পিতার নাম যুহাইর, মাতার নাম কাবশাহ বিনতু আম্মার। মাতা কাবশাহ ছিলেন বানু সুহাইম গাতফান গোত্রের মেয়ে।[১] কা'ব (রাঃ) ছিলেন মুযায়না বংশোদ্ভূত।[২] তিনি তাঁর এক কবিতায় মুযায়না গোত্রের সাথে নিজের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন-

هم الأصل لى حيث كنت وإننى + من المزنيين المصفين بالكرم-

'তারা (মুযায়না গোত্রের লোকেরা) আমার বংশধর। আর মুযায়না গোত্র হচ্ছে বিশুদ্ধতায় অনুপম'।[৩]

তাঁর বংশ পরম্পরা হচ্ছে- কা'ব বিন যুহাইর বিন আবী সুলমা রাবী'আহ বিন রিয়াহ বিন ক্বারয বিন হারিছ বিন মাযিন বিন খালাদাহ বিন ছা'লাবাহ বিন ছাওর বিন লাতিম বিন ওছমান বিন মুযায়না।[৪]

কা'ব (রাঃ) যথার্থই কবি পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা যুহাইর ছিলেন আরবী কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তক' (السبع المعلقات)-এর তৃতীয় কবি।[৫] যুহাইরের পিতা (কা'বের পিতামহ) আবু সুলমা রাবী'আহ আল-মুযানী এবং তাঁর মামাও ছিলেন নামজাদা কবি।[৬] যুহাইরের দু'বোন সালমা ও খানসা ছিলেন সে যুগের প্রথিতযশা মহিলা কবি।[৭] পরবর্তীতে কা'ব (রাঃ)-এর দু'পুত্র উকবা এবং আওয়ামও খ্যাতনামা কবি হয়েছিলেন।[৮]

মোদ্দাকথা কবি কা'ব (রাঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে মোট ১১ জন কবি ছিলেন।[৯] এ কারণে আজও এই বংশের নাম স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রয়েছে আরবী সাহিত্যের পাতায়।

জন্ম ও বাল্যকালঃ

কা'ব (রাঃ)-এর জন্ম সম্পর্কে অবগতির জন্য তাঁর পিতার বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁর পিতা যুহাইরের জীবনের অধিকাংশ তথ্য পর্দা ঘেরা রয়েছে। বনু মুররা গোত্রে তার প্রতিপালন এবং বড় হওয়ার কথা জানা যায় ঠিকই, কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের ব্যাপারে ইতিহাস ও সাহিত্যগ্রন্থ সমূহে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে তার কাব্যচর্চা, নেতৃত্ব এবং বিত্তশালীতা সম্পর্কে বহু তথ্য সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনু সালাম বর্ণনা করেছেন যে, যুহাইরের অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। তিনি ছিলেন এক হাযার উটের মালিক। যুহাইরের মামা বাশামার যে অর্থ-সম্পদ ছিল তা তিনি মৃত্যুকালে পরিবারের সদস্যদের মাঝে বন্টন করে দেন। কারণ তার কোন সন্তান ছিল না। যুহাইরও সেই সম্পদের অংশ পেয়েছিলেন।

যুহাইর দু'বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তার এক স্ত্রীর নাম ছিল উম্মু আওফা। এ স্ত্রীর গর্ভজাত সকল সন্তানই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরবর্তীতে যুহাইর তাকে তালাক দেন। উম্মু আওফার পর যুহাইর কাবশা বিনতু আম্মারকে বিয়ে করেন। এ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হচ্ছে কা'ব (রাঃ)।[১০]

১. *ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ১।*
২. *ডঃ শাওকী যাইয়েফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, ২য় খণ্ড, আল-আছরুল ইসলামী (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৩ তম সংস্করণঃ ১৯৯২ খৃঃ), পৃঃ ৮৩।*
৩. *ডঃ মুকতাদা হাসান আযহারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (রাজশাহীঃ মুহাম্মাদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৮৫ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১।*
৪. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩০২।*
৫. *R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (London: Cambridge University press, 1969), p. 128.*
৬. *সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ, পৃঃ ৩।*
৭. *গোলাম সামাদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খৃঃ), পৃঃ ১৬।*
৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ে খায়রিল ইবাদ, তাহকীকঃ শু'আইব আরনাঊত ও আব্দুল কাদের আরনাঊত (বৈরূতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সংস্করণঃ ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৬।*
৯. *হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী (প্রকাশনার স্থানের নাম অনুল্লেখিত, মাতবা'আতুল বুলিসিয়াহ, তাবি), পৃঃ ২২৪।*
১০. *ডঃ মুকতাদা হাসান আযহারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ২১২-২১৩।*

কা'ব (রাঃ)-এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সময় জানা যায় না। তবে ৫৭৫ হ'তে ৫৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্ম বলে অনুমান করা হয়।[১১]

পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাবে তিনি ছোট বেলা থেকেই কবিতা রচনা শুরু করেন। কিন্তু মান অনুযায়ী না হবার কারণে বংশের গৌরব বিনষ্ট ও কলুষিত হবার ভয়ে পিতা তাঁকে কাব্যচর্চা করতে নিষেধ করেন।[১২] কিন্তু তিনি নাছোড় বান্দার ন্যায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। পিতা তাঁর আগ্রহ দেখে একদিন মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন এবং নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন তার কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত ও আশাবাদী হ'লেন, তখন তাঁকে কাব্য চর্চার খোলা অনুমতি দিলেন।[১৩] কাব্যিক আবহে থেকে তিনি অতি অল্প বয়সেই পুরো দস্তুর কবি হয়ে যান। জাহেলী যুগেই তিনি কবি হিসাবে হুতাইআর চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক ও গবেষক আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত বলেন, 'তাঁর কবিতায় যদি দুর্বোধ্য শব্দ, বাক্য গঠনের জটিলতা এবং বাক্য অতিশয় দীর্ঘ না হ'ত, যে সব দোষ থেকে তাঁর পিতার কবিতা মুক্ত ছিল- তাহ'লে তিনি পিতার সমকক্ষ কবি হয়ে যেতেন'।[১৪]

খালফুল আহমার বলেন, لولا قصائد لزهير مافضلته على إبنه كعب– 'যুহাইয়ের মু'আল্লাকা না থাকলে কখনই আমি তাঁকে তাঁর পুত্র কা'ব-এর উপর প্রাধান্য দিতাম না'।[১৫] কবি হিসাবে তিনি যে উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খ্যাতনামা কবি হুতাইআ নিজেকে প্রসিদ্ধ করার জন্য কা'ব (রাঃ)-কে তার কাব্যে স্বীয় নামের উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করেন। কা'ব (রাঃ) তাঁর অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ কবিতাটি রচনা করেন-

فمن للقوافى شانَهامن يحوكها + إذا ماثوى كعب وفوز جرول–

'কা'ব ও জিরওয়াল (হুতাইআ)-এর অন্তর্ধানের পর আর এমন কে আছে যে কাফিয়ার (মিত্রাক্ষর ছন্দের) চাদর বয়ন করবে অর্থাৎ কবিতা সংরক্ষণ করবে'?[১৬]

বাল্যকালেই যে তাঁর কাব্য-প্রতিভা অনেক পরিপক্কতা লাভ করেছিল তার প্রমাণস্বরূপ নিম্নের ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য। ইমাম শা'বী থেকে বর্ণিত আছে, খ্যাতনামা কবি নাবিগা আয-যুবইয়ানী একবার হীরা-নৃপতি নু'মান ইবনুল মুনযির সম্পর্কে নিম্নোক্ত চরণ দু'টি রচনা করেন-

تراك الأرض إما مت حقا + وتحيى ماحييت بها ثقيلا–

'পৃথিবী তোমাকে দেখছে যে, হয়তো তুমি সত্যের উপর মৃত্যুবরণ করবে অথবা পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাক, ভারী বোঝা হয়ে জীবিত থাকবে'।

এ কবিতা শুনে নু'মান বললেন, এর পরবর্তী আর একটি চরণ রচনা করে এর ব্যাখ্যা না দিলে এটাতো ব্যঙ্গ কবিতার মতই মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করেও এর ব্যাখ্যাস্বরূপ পরবর্তী চরণ রচনা করা নাবিগার পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। তখন নু'মান তাকে বললেন,

قد أجلتك ثلاثا فإن قلت فلك مئة من الإبل العصافير وإلا فضربة بالسيف–

'তোমাকে আমি তিন দিন সময় দিলাম। যদি এর মধ্যে রচনা করতে পার, তাহ'লে তোমাকে একশত উট প্রদান করব। আর না পারলে তরবারী দিয়ে গর্দান উড়িয়ে দিব'। নাবিগা এতে দারুণভাবে ভয় পেয়ে গেলেন। ভীতিবিহ্বল চিত্তে তিনি যুহাইর বিন আবী সুলমার নিকট গিয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। যুহাইর বললেন, চলুন না নির্জন মরুভূমিতে গিয়ে দু'জনে চেষ্টা করে দেখি।

কা'ব (রাঃ)ও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। পিতা যুহাইর তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু নাবিগার অনুরোধে তাঁকে সাথে নিয়ে চললেন। তাদের উভয়ের মাথায় কিছুই আসছিল না। তখন কা'ব (রাঃ) বললেন, চাচা! এটা বলে দিন না-

وذلك إن فللت الغى عنها + فتمنع جانبيها أن تميلا–

'আর তা হ'ল যদি তুমি পৃথিবী থেকে মূর্খতা দূর করে দিতে পার, তবে উভয় প্রান্ত হেলে যাওয়া থেকে তুমি ফিরিয়ে রাখতে পারবে'।

নাবিগা এ কবিতা শুনে দারুণ খুশী হ'লেন এবং পরদিন নু'মানের দরবারে গিয়ে আবৃত্তি করে শুনালেন। নু'মান খুশী হয়ে তাকে প্রতিশ্রুত একশ' উট প্রদান করলেন। নাবিগা সেগুলি কা'ব (রাঃ)-কে দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

ইবনুল কালবী অবশ্য ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নাবিগা একদা যুহাইরের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। যুহাইর তাকে সাদরে আপ্যায়ন করলেন। নাবিগা তখন প্রথমোক্ত চরণটি আবৃত্তি করলেন। অতঃপর এ চরণটি আবৃত্তি করলেন- نزلت بمستقر العز منها এবং যুহাইরকে পরবর্তী চরণটি রচনা করে দিতে বললেন। তারা উভয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। কেউ তা রচনা করতে পারছিলেন না। কা'ব তখন সমবয়সী বালকদের সাথে মাটি

---

১১. *জি.এম মেহেরুল্লাহ, আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য (ঢাকাঃ আল-নাহদা প্রকাশনী, ১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ১১।*

১২ *হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ২২৪।*

১৩. *আব্দুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খৃঃ), পৃঃ ৬৩। গৃহীতঃ ডঃ ত্বাহা হুসাইন, ফিশ শি'রিল জাহিলী, পৃঃ ৩০৬-৩০৯।*

১৪. *আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ খৃঃ), পৃঃ ১০৮।*

১৫. *আল-ইছাবাহ ৫/৩০২ পৃঃ।*

১৬. *ডঃ শাওকী যাইয়েফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী ২/৮৪ পৃঃ।*

নিয়ে খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। উভয়কে চিন্তায় মাথা নোয়ানো দেখে কাছে এসে বললেন, আব্বা! আপনাকে এত চিন্তিত দেখছি কেন? যুহাইর তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু নাবিগা তাকে টেনে উরুর উপর বসিয়ে চরণটি বললেন। বালক কা'ব তখন সাথে সাথে বলে উঠলেন, এ চরণটি বলুন না কেন-

فتمنع جانبيها أن تميلا-

পিতা তখন তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, বেটা সাবাস।[১৭]

যুহাইরের স্বপ্ন ও পুত্রদ্বয়কে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অছিয়তঃ

যুহাইর সমসাময়িক ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে অত্যধিক দেখা-সাক্ষাত করতেন, তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং শুনতেন। যে বিষয়ে তাদের সাথে গোলমাল থাকত তা নিয়ে তিনি চিন্তা-ভাবনা করতেন। এসব আলাপন ও চিন্তা-ভাবনা যুহাইরের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এগুলিই তাঁর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন করত। এমতাবস্থায় এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তাকে আকাশপানে ক্রমশঃ উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর একটু গেলেই তিনি আকাশে গিয়ে পৌঁছবেন। যখন তাঁর এ অনুভূতি জাগল, তখন তিনি স্বহস্তে আকাশ স্পর্শ করতে চাইলেন। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল এবং পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হ'ল। যখন তিনি স্বপ্নালোক থেকে বাস্তবলোকে ফিরে এলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, নিঃসন্দেহে এই স্বপ্ন কোন কিছুর প্রতিচ্ছবি। সময়ই তা প্রমাণ করবে। কিন্তু এটা তার কাছে দুঃস্বপ্নই মনে হ'ল।[১৮]

কেউ কেউ বলেন, তাঁর স্বপ্নটি ছিল এরূপ- নিস্তব্ধ নিঝুম রাত। নিথর প্রকৃতি। চারদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে শুধু দূর থেকে ভেসে আসা উটের ডাক, অশ্বের হ্রেষা রব আর মরুদ্যান থেকে বয়ে আসা সেই দূরাগত বাতাসের শন শন শব্দ। রাতের কালো বুকে স্বকরুণ একটানা একঘেয়ে সুরের সৃষ্টি। সত্যিই কি অদ্ভুত এ রাতের লীলাখেলা।

দীর্ঘ অফুরন্ত ও অন্তহীন এ রাত। কোথাও যেন এর শেষ নেই, ছেদ নেই। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। দিনের আলোকরশ্মিকে ম্লান করে দিয়ে চারদিকে তিমিরজাল ছড়িয়ে সে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। দুর্জয় সত্তা, অসীম অজেয় শক্তি যেন সে প্রয়োগ করেছে বিজিত দিনের উপর।

হঠাৎ করে সেই অমানিশার ললাটে ফুটে উঠে দু'একটি সুন্দর উজ্জ্বল ছোট ছোট তারকা। আর সেই নীলাকাশের ছোট তারকা থেকে নীচে নেমে আসছে একটি সুন্দর রজ্জু এই ধূলির ধরণীতে। তিনি হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলেন শূন্য মার্গ থেকে ঝুলন্ত সেই রজ্জুকে। কিন্তু পারলেন না ধরতে, রজ্জু তার নাগালের বাইরে চলে গেল। তিনি বিফল ও নিরাশ হ'লেন। আর এখানেই তার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। পরে তিনি সেই স্বপ্নের তাৎপর্য এভাবে নির্ণয় করলেন যে, তার যুগেই একজন সত্যনবী প্রেরিত হবেন; কিন্তু সেই মহানবীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ লাভ ঘটবে না। সেই স্বপ্নদৃষ্ট ঝুলন্ত রজ্জুটি ছিল আখেরী নবীর প্রতীক, আর তাঁকে হাতের মুঠোয় ধরতে পারাটা ছিল ঈমানের প্রতীক। অবধারিত মৃত্যুর আগে তিনি স্বীয় পুত্র কা'ব ও বুজাইরকে অছিয়ত করলেন আসছে মহানবীর উপর ঈমান আনতে। আর বললেন, 'যে ব্যক্তি তাঁকে পাবে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা হবে তার অপরিহার্য কর্তব্য'।

সুতরাং মহানবী (ছাঃ)-এর কাছে যে সমস্ত আসমানী খবরাখবর এবং ঐশী বাণী আসবে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও হবে উভয় পুত্রের প্রতি অবশ্য কর্তব্য।[১৯]

দুর্ভাগ্য যে, যুহাইর রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।[২০]

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

১৭. *আল-ইছাবাহ ৫/৩০২-৩০৩।*
১৮. *ডঃ ত্বাহা হুসাইন, হাদীছুল আরবি'আ (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১২তম সংস্করণ, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৬।*
১৯. *সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ, পৃঃ ৫-৬।*
২০. *আল-ইছাবাহ ৫/৩০৩ পৃঃ।*

দো'আর আবেদন

মাসিক আত-তাহরীক -এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন-এর শ্বশুর, কোরপাই সিনিয়র মাদরাসার মুহাদ্দিছ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী (সঊদী মাব'ঊছ) পরপর দুইবার স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে ঢাকা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের মেডিসিন, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ যহুরুল আলম খানের চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে। তিনি সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

উল্লেখ্য, গত ১১ জানুয়ারী কুমিল্লা যেলার বুড়িচং থানাধীন জগতপুর মাঝিপাড়া ফুরক্বানিয়া মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণ দান রত অবস্থায় তাঁর প্রথমবার স্ট্রোক হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব চাঁদপুর যেলার বাখরপুর ইসলামী সম্মেলন থেকে ফেরার পথে গত ৯ ফেব্রুয়ারী ভোর ৬-১৫ মিনিটে স্বীয় সফরসঙ্গীদের নিয়ে তাঁর কোরপাই বাজার সংলগ্ন 'ছালাফী ভবনে' তাঁকে দেখতে যান। এ সময়ে তাঁর বাকশক্তি ছিল না। আমীরে জামা'আত তাঁর সুস্থতার জন্য খাছ করে দো'আ করেন।

মনীষী চরিত

ইমাম মুসলিম (রহঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

হাদীছ সংকলনে উলামায়ে ইসলাম সর্বশক্তি নিয়োগ করে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তাঁরা হাদীছ যাচাই-বাছাই, সংরক্ষণ এবং সনদ ও মতনভিত্তিক অধ্যয়নের এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করে গেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকারের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে তাঁরা খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংকলন ও সংরক্ষণে তাঁরা সহ্য করেছেন অপরিসীম কষ্ট, মোকাবিলা করেছেন নানা প্রতিকূলতা, ব্যয় করেছেন শক্তি, খরচ করেছেন সঞ্চিত সব অর্থ-সম্পদ। ঐ সকল উলামায়ে দ্বীনের মধ্যে ইমাম মুসলিম ছিলেন প্রথম সারিতে।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পরে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে যিনি হাদীছে নববী সংকলন ও সংরক্ষণে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি হ'লেন ইমাম মুসলিম (রহঃ)। এখানে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার প্রয়াস পাব।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর প্রকৃত নাম মুসলিম, উপনাম আবুল হুসাইন, উপাধি আসাকিরুদ্দীন। পিতার নাম আল-হাজ্জাজ।[১] পূর্ণ বংশক্রম হচ্ছে, আবুল হুসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারদ ইবনে কুশায[২] আল-কুশাইরী[৩] আন-নিশাপুরী।[৪]

জন্ম ও শৈশবঃ

ইমাম মুসলিম ২০২ হিজরী[৫] মোতাবেক ৮১৭ খৃষ্টাব্দ[৬] মতান্তরে ২০৬ হিঃ/ ৮২১ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] অধিকাংশ জীবনী লেখক তাঁর মৃত্যুকাল ২৬১ হিজরী এবং বয়স ৫৫ বৎসর উল্লেখ করেছেন। এই হিসাবে তাঁর জন্মকাল ২০৬ হিজরী হওয়াই সঠিক ও অধিক যুক্তিযুক্ত।[৮] ইমাম মুসলিমের শৈশবকাল সম্পর্কে বেশী কিছু জানা যায় না। তবে শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি হাদীছ অধ্যয়ন শুরু করেন।[৯]

শিক্ষাজীবনঃ

ইমাম মুসলিম শৈশবে পিতা-মাতার স্নেহ-মমতায় প্রতিপালিত হন। তাঁদের নিকটেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। শৈশবেই তিনি অসাধারণ মেধাবী, চরিত্রবান ও বিনম্র স্বভাবের বালক হিসাবে সহপাঠী ও বাল্য সাথীদের মাঝে সুপরিচিত ছিলেন। বাল্যকালেই নিশাপুরের এক বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়ে হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। সাথে সাথে তাফসীর, ইতিহাস ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়েও অধ্যয়ন করতে থাকেন। এই বিদ্যাপীঠেই তিনি সর্বপ্রথম ২১৮ হিঃ/৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হাদীছের দরসে উপস্থিত হয়ে হাদীছ শ্রবণ করতে আরম্ভ করেন। তখন ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইমাম আয-যাহলী। তাঁর নিকট থেকে ইমাম মুসলিম মনোযোগ সহকারে হাদীছ শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণের সাথে সাথেই তিনি শ্রুত সমস্ত হাদীছ লিখে রাখতেন। লেখা শেষ হ'লে তিনি সহপাঠীদের বৈঠকে হাদীছ সমূহ পুনরালোচনা করতেন। ফলে অতি অল্প সময়ে হাদীছ শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য লাভে সক্ষম হন।[১০]

ইমাম যাহলীর মজলিস ত্যাগঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন নিশাপুরে উপস্থিত হন, তখন ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইলমে

---

* এম, এ, শেষ বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ), বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, উর্দূ অনুবাদঃ হযরত মাওলানা আবদুস সামী দেওবন্দী (করাচীঃ এস,এম, সাঈদ কোম্পানী, তা.বি.), পৃঃ ২৭৮।

২. ড. হামদ ইবনু নাছির আদ-দুখাইল, মিন আলামিন হাযারাতিল ইসলামিয়্যাহ, (রিয়াদঃ দারুস সুবল, ১ম প্রকাশঃ ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ৫১; সাইয়েদ ছিদ্দীক্ব হাসান আল-কানুজী, আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, (বেরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণঃ ১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ২৪৭; ইবনু ইমাদ হাম্বলী 'কুশায' (كوشاذ) এর স্থলে 'কুরশান' (كرشان) উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ আবদুল হাই ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারে মান যাহাবা, (বেরুতঃ দারুল ফিকর, ১ম মুদ্রণঃ ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪।

৩. আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র বানী কুশাইরের দিকে নিসবত করে তাঁকে কুশাইরী বলা হয়। দ্রঃ আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২৪৭; মুল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ, (দিল্লীঃ কুতুবখানা ইশা'আতুল ইসলাম, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭; ABDUL HAMID SIDDIQI বলেন, The Qushayr tribe of the Arabs an off shoot of the great clan of Rabia. See: SAHIH MUSLIM, Rendered into English by Abdul Hamid Siddiqi, (New Delhi: Kitab Bhavan, 7th Ed. 1987), v-1, p-v.

৪. নিশাপুর খুরাসানের অন্তর্গত অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত ও বৃহৎ একটি শহর। এই শহরের দিকে সম্বন্ধিত করে তাঁকে নিশাপুরী বলা হয়। দ্রঃ বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৭৮; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২৪৭।

৫. ইবনু খাল্লিকান ও অফায়াতুল আইয়ান, (বেরুতঃ দারু ছাদির, তা.বি.), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫; কারো মতে তিনি ২০৪ হিঃ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ মুহাম্মাদ আবু যাহু, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, (বেরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৪হিঃ/১৯৮৩ খৃঃ), পৃঃ ৩৫৬।

৬. ফুয়াদ সাযগীন, তারিখুত তুরাছিল আরাবী, (সউদী আরবঃ ওয়াযারাতুত তা'লীমিল আলী, ১৪০৩ হিঃ/১৯৮৩), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৩।

৭. মিন আলামিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ৫২; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২৪৭।

৮. ইবনু খাল্লিকান হাকিম আবু আবদিল্লাহ ইবনুল বাইয়্যা' 'নিশাপুরীর বক্তব্য এভাবে নক্বল করেছেন, بان مسلم بن الحجاج توفى بنيسابور لخمس بقين من شهر رجب الفرد سنة احدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين فتكون ولادته فى سنة ست ومائتين- দ্রঃ ওফায়াতুল আইয়ান, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫।

৯. সামসুদ্দীন, ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশঃ ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ৮৮৬।

১০. ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, উলূমুল হাদীছ, (রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১ম প্রকাশঃ ১৪২১/২০০০ খৃঃ), পৃঃ ২৮৪-২৮৫।

হাদীছে তাঁর অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার হ'তে তিনি (মুসলিম) জ্ঞান আহরণ করতে থাকেন।[১১] এদিকে ইমাম বুখারী নিশাপুরে এসে হাদীছের দরস দিতে শুরু করলে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের শিক্ষানিকেতন শিক্ষার্থী শূন্য হয়ে পড়ে।[১২] কারণ শিক্ষার্থীরা ইমাম বুখারীর দরসে বসতে শুরু করেন। এমনকি বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ইমাম যাহলীও নিয়মিত ইমাম বুখারীর দরসে উপস্থিত হয়ে হাদীছ শ্রবণ করেন।[১৩] অন্যান্য মুহাদ্দিছের শিক্ষানিকেতন শিক্ষার্থী শূন্য হওয়ায় হিংসুকরা ইমাম বুখারীর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে।[১৪] ইতিমধ্যে خلق قرآن (কুরআন সৃষ্ট কি-না) সম্পর্কিত মাসআলায় ইমাম বুখারী ও ইমাম যাহলীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।[১৫] ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীর পক্ষাবলম্বন করেন। যাহলী ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করেন এবং লোকজনকে বুখারীর নিকটে যেতে নিষেধ করেন। যাতে ইমাম বুখারী নিশাপুর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। মুসলিম (রহঃ) ব্যতীত অধিকাংশ লোক তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু ইমাম মুসলিম নিয়মিত ইমাম বুখারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন।[১৬]

একদিন ইমাম মুসলিম যাহলীর দরসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত হয়ে হাদীছ শুনছিলেন। ইমাম যাহলী তাঁর দরসের শেষ পর্যায়ে সহসা ঘোষণা করেন, لا من قال باللفظ فلا يحل له ان يحضر مجلسنا– 'যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দ সৃষ্ট নয় বলে, আমাদের মজলিসে উপস্থিত হওয়া তার জন্য সমীচীন নয়।[১৭] এ কথা শ্রবণের সাথে সাথে ইমাম মুসলিম স্বীয় চাদরটি তাঁর পাগড়ির উপর দিয়ে উঠিয়ে দিয়ে (মুখ ঢেকে) মজলিস ত্যাগ করেন। বাড়ী ফিরে এসে যাহলীর নিকট থেকে শ্রুত ও সংগৃহীত সমস্ত পাণ্ডুলিপি উটের পিঠে চড়িয়ে ফেরৎ পাঠান।[১৮]

দেশ ভ্রমণঃ

মুসলিম ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ইমাম এবং হাদীছের হাফিয ও দক্ষ সংরক্ষক। হাদীছ শাস্ত্রে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী[১৯] ব্যাপক সফর করেছেন।[২০] বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের যেসব শহর ইলমে হাদীছ শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেসব শহর ছিল তাঁর দীর্ঘ সফরের আওতায়।[২১] তিনি আরবের মক্কা, মদীনা[২২], ইরাকের বাগদাদ,[২৩] কূফা, বছরা,[২৪] ছাড়াও খোরাসান, রায়,[২৫] মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি শহর ও দেশে ভ্রমণ করেছেন[২৬] এবং এসব স্থানের বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন।[২৭]

শিক্ষকমণ্ডলীঃ

ইমাম মুসলিম অনেক মুহাদ্দিছীনের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ ও শিক্ষার্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে কতিপয় হ'লেনঃ ইবরাহীম ইবনে খালেদ আল-ইয়াশকুরী, ইবরাহীম ইবনে দ্বীনার আত-তাম্মার, ইবরাহীম ইবনে যিয়াদ মাবালান ইবনে সাঈদ আল-জাওহারী, ইবরাহীম ইবনে আর'আরাহ, ইবরাহীম ইবনে মূসা, আহমাদ ইবনে জা'ফর, আহমাদ ইবনে জনাব, আহমাদ ইবনে জাওয়াস, আহমাদ ইবনুল হাসান ইবনে খিরাশ, আহমাদ ইবনে সাঈদ আর-রিবাত্বী, আহমাদ ইবনে সাঈদ আদ-দারেমী, আহমাদ ইবনে সিনান, আহমাদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-কুরদী, আহমাদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে ইউনুস, আহমাদ ইবনে আবদির রহমান ইবনে ওয়াহহাব, আহমাদ ইবনে আবদাহ, আহমাদ ইবনে উছমান আল-আওদী, আবু জাওবা আহমাদ ইবনে উছমান আন-নাওফিলী, আহমাদ ইবনে ওমর আল-ওয়াফীঈ, আহমাদ ইবনে ঈসা আত-তুসতারিরী, আহমাদ ইবনুল মুনযিরিল কাযযায, আহমাদ ইবনে মুনী, আহমাদ ইবনে ইউসুফ আস-সুনানী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, ইসহাক ইবনে ওমর ইবনে সালীত, ইসহাক ইবনে মানছূর, ইসহাক ইবনে মূসা, ইসমাঈল ইবনে সালীম আছ-ছায়িগ।[২৮] তিনি ২২০ জন শিক্ষকের নিকট থেকে শ্রুত হাদীছ ছহীহ মুসলিমে সন্নিবেশিত করেছেন।[২৯]

নিম্নোক্ত শিক্ষক মন্ডলীর হাদীছ ইমাম মুসলিম ছহীহ মুসলিমে উল্লেখ করেননি। তারা হ'লেন আলী ইবন আল-জা'আদ, আযযুহালী। ইমাম হাকিম (রাঃ) আবু গাসসান মালিক আন-নাহদীকে ইমাম মুসলিমের শিক্ষকের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৩০]

---

১১. *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৫৪; SAHIH MUSLIM, v-1, p-vi*

১২. *হযরত মাওলানা হানীফ গাংগোহী, যাফরুল মুহাক্কিলীন বিআহওয়ালিল মুহাদ্দিছীন, (দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, তা.বি.), পৃঃ ১৪০।*

১৩. *SAHIH MUSLIM, v-1, p-vi*

১৪. *যাফরুল মুহাক্কিলীন, ১৪০।*

১৫. *হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৬ হিঃ), ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৭২।*

১৬. *মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলামিইয়াহ, ১ম প্রকাশঃ ১৪১০/১৯৯০), মুকাদ্দামা, পৃঃ ১৯৭; শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪; ওফায়াত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৪।*

১৭. *সিয়ার, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৭২; শাযারা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪; ওফায়াত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৪।*

১৮. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪-৯৫; শাযারা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪।*

১৯. *মিন আলামিল হাযারাতিল ইসলামিইয়াহ, পৃঃ ৫২; আবদুল হামীদ ছিদ্দীকী বলেন, Imam Muslim travelled widely to collect traditions in Arabia, Egypt, Syria and Iraq, where he attended the lectures of some of the prominent tradilionists of his time. See: SAHIH MUSLIM, v-1, p-vi*

২০. *হাফিয জামালুদ্দীন ইউসুফ আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭১।*

২১. *সিয়ার, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৬১।*

২২. *প্রাগুক্ত।*

২৩. *তাহযীবুল কামাল, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৭৩; সিয়ার, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৬২-৬৩।*

২৪. *SAHIH MUSLIM, v-1, p-vi*

২৫. *যাফরুল মুহাক্কিলীন, পৃঃ ১৪১।*

২৬. *আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৭১-৭২; আল-আলাম, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২২১-২২।*

২৭. *প্রাগুক্ত; সিয়ার, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৭৯।*

২৮. *আল-মুন্তাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৭১; মিন আলামিল হাযারাতিল ইসলামিয়াহ, পৃঃ ৫৪।*

২৯. *মুকাদ্দামাহ তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৮।*

৩০. *মিন আলামিল হাযারাতিল ইসলামিয়াহ, পৃঃ ৫৪।*

ছাত্রবৃন্দঃ

অতি অল্প কালের মধ্যেই ইমাম মুসলিম ইলমে হাদীছে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দিগ্বিদিকে তাঁর খ্যাতি ও যশ ছড়িয়ে পড়লে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু ও বিদ্যানুরাগীরা তার নিকট হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করতে আসেন। সমসাময়িক বরেণ্য বিদ্বানগণও তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করতে আসেন। ইমাম মুসলিমের কতিপয় ছাত্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হ'লঃ

মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (১টি হাদীছ শ্রবণ করেছেন), ইবরাহীম ইবন ইসহাক আছ-ছায়রাফী, ইবরাহীম ইবন আবি তালিব, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন হামযাহ, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুফিয়ান আল-ফকীহ, আবু হামিদ আহমাদ ইবন হামদুন ইবন রুস্তম আল-আমাশী, আবুল ফযল আহমাদ ইবন সালামাহ আল-হাফিয, আবু হামিদ আহমাদ ইবন আলী ইবনিল হাসান ইবন হাসনুবিয়্যাহ আল-মুক্বরিউ, আবু আমর আহমাদ ইবন নাছর আল-খাফফাফ আল-হাফিয, আবু আমর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল-হাসান ইবন আশ-শারক্বী, আবু সাঈদ হাতিম ইবন আহমাদ ইবন মাহমুদ আল-কিন্দী আল-বুখারী, আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ আল-কাব্বানী, আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবন দাউদ আল-খাফফাফ, আবু আওয়ানাহ আল-ইযফিরাইনী।[৩১]

ইমাম মুসলিম প্রণীত গ্রন্থাবলীঃ

ইমাম মুসলিম অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[৩২] তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১২০ খানা।[৩৩] জামে ছহীহ ব্যতীত তার উল্লেখযোগ্য কয়েকখানা কিতাব হচ্ছেঃ

১. আল-মুসনাদুল কাবীর আল-আসামাইর রিজাল ২. কিতাবুল জামি আল-কাবীর আলাল আবওয়াব ৩. কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা ৪. কিতাবুত তাময়ীয ৫. কিতাবুল ইলাল ৬. কিতাবুল উহদান ৭. কিতাবু হাদীছে আমর ইবনে শু'আইব ৮. কিতাবু মাশাইখে মালিক ৯. কিতাবু মাশাইখিছ ছাওরী ১০. কিতাবু মান লাইসা লাহু ইল্লা রাবী ওয়াহেদ ১১. কিতাবু যিকরি আওহামিল মুহাদ্দিছীন ১২. কিতাব তাবাকাতিত তাবিঈন ১৩. কিতাবুল মুখাযরামীন[৩৪] ১৪. কিতাবুল আফরাদ ১৫. কিতাবুল আক্বরান ১৬. কিতাবু মাশাইখ শু'বাহ ১৭. কিতাবু আওলাদিছ ছাহাবাহ ১৮. কিতাবু আফরাদিশ শামীইন[৩৫] ১৯. কিতাবুল ইনতিফা বিআহাবিবিস সিবা[৩৬] ২০. কিতাবুল জানাইযি ইস্তিত্বরাদা[৩৭] ২১. মুসনাদু হাদীছি মালিক ২২. রিজালু উরওয়াহ ইবনিয যুবাইর[৩৮] ২৩. কিতাবু সাওয়ালাতিহী আহমাদ ইবন হাম্বল[৩৯] ২৪. কিতাবু তাফযীলিস সুনান ২৫. কিতাবুল মা'রেফাহ[৪০] ২৬. কিতাবু রুওয়াতিল ই'তিবার[৪১]

চরিত্র ও তাকওয়াঃ

ইমাম মুসলিমের পিতা-মাতা ধর্মভীরু ছিলেন। তাই ইমাম মুসলিম এক ধর্মীয় পরিবেশে বড় হয়েছেন। এতে তাঁর মনে এক অমোচনীয় ছাপ পড়ে। যার ফলে তাঁর সারাজীবন অতিবাহিত হয়েছে একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি হিসাবে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন অতিউচ্চ চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন এক সাধক। তাঁর চমৎকার নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, গীবত বা দোষ চর্চায় কখনও তিনি লিপ্ত হননি,[৪২] তিনি কাউকে কোনদিন প্রহার করেননি, কাউকে কোন দিন অশোভন বা খারাপ কথাও বলেননি[৪৩] এবং কখনও কাউকে গালিও দেননি।[৪৪]

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

৩১. *আল-মুন্তাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৭১; সিয়ার, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৭৯।*
৩২. *আল-মুন্তাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৭২।*
৩৩. *যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৪১।*
৩৪. *SAHIH MUSLIM, v-1, p-vi*
৩৫. যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৪০।

৩৬. শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, مسلم کے عجائبات میں سے ایک یہ ھے کہ آپ نے عمر بھرمیں کسی کی غیبت نہی کی، نہ کسی کو مارا اورنہ کسی کوگالی دی-
দ্রঃ বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন (উর্দূ অনুঃ), পৃঃ ২৮০।
৩৭. যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৪০-৪১।
৩৮. SAHIH MUSLIM, v-1, p-vi
৩৯. ইবনু কাছীর, জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান (বৈরুতঃ দারুল ফিকর), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯।
৪০. ড. শায়খ মুস্তফা আস-সিবায়ী, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফীত তাশরীয়িল ইসলামী, (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ প্রকাশঃ ১৪০৫ হিঃ), পৃঃ ৪৪৮।
৪১. আল-মুন্তাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৮১।
৪২. মিন আলামিল হাযারাতিল ইসলামিইয়্যাহ, পৃঃ ৫২।
৪৩. আল-মুন্তাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৮১।
৪৪. জামিউল মাসানিদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯; ইমাম নববী, ছহীহ মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪০১ হিঃ/১৯৮১), ১ম খণ্ড, মুকাদ্দামাহ, পৃঃ (ب)।

বন্ধ্যা চিকিৎসার সুখবর

যে সমস্ত মহিলার গর্ভে কোন সন্তান হয় না এবং সন্তান নেওয়ার আশায় বিভিন্ন রকম চিকিৎসা করেছেন কিন্তু কোন ফল পাননি, তাঁদের হতাশার কারণ নেই। এখানে নিঃসন্তান বন্ধ্যাদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। সন্তানহীন হতাশাগ্রস্থা বহু মহিলা এখানে মাত্র কয়েক মাসের চিকিৎসাতেই সন্তান লাভ করছেন। সন্তানহীনারা আসুন, সুফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা) রেজিঃ নং ৫২৮৬
নিঃসন্তান বন্ধ্যা সমস্যার গবেষক ও চিকিৎসক।
কলেজ বাজার, বিরামপুর, পোষ্ট ও থানাঃ বিরামপুর,
যেলাঃ দিনাজপুর।

বিঃ দ্রঃ ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়।

নবীনদের পাতা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা

*এইচ, এম, মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন**

ভূমিকাঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ১০৭)*। হযরত আদম (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষের আগমন ঘটেছে এবং ঘটছে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মর্যাদাবান এবং জ্ঞানী হ'লেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। একথা সমগ্র মুসলিম জাতির কাছে স্বীকৃত। এমনকি মুসলমানদের জাতশত্রু ইহুদী-খৃষ্টানরাও এটা স্বীকার করেছে।** একজন মানুষের মুসলিম হওয়ার জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল নবী করীম (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা পোষণ করা ও তাঁর পদাংক অনুসরণ করা। ভক্তির আতিশয্যে অনেক মুসলমান (বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের একটি দল) তাঁর সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে, যা কুফুরীর শামিল। তাওহীদবাদী মুসলিম হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে কিরূপ আক্বীদা হওয়া উচিৎ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তারই একটি চিত্র অংকিত হয়েছে।

নবী-রাসূলগণ মানুষ ছিলেনঃ

আল্লাহ বলেন, 'আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁরা সবাই লোকালয়ের মধ্য থেকে একেক জন পুরুষ মানুষ ছিলেন। আমি তাদের কাছে অহি প্রেরণ করতাম' *(ইউসুফ ১০৯)*। 'তাদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি' *(রা'দ ৩৮)*। 'তাঁরা সবাই খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করতেন' *(ফুরক্বান ২০)*। ঈসা (আঃ) সুস্পষ্টভাবে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'আমি আল্লাহ্র বান্দা। আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করে প্রেরণ করেছেন' *(মারইয়াম ৩০)*।

আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে যখনই কোন নবী তাঁর স্বজাতির কাছে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তখনই তারা আশ্চর্যবোধ করেছে। তাদের সম্পর্কে কুরআনের বাণী, 'মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি অহি প্রেরণ করেছি তাদেরই মধ্য থেকে একজন (পুরুষ ব্যক্তি)-এর কাছে'? *(ইউনুস ২)*। তাই নবী ও রাসূলদেরকে তাদের স্বজাতিরা বলত, 'তোমরা তো আমাদের মতই একজন মানুষ' *(ইবরাহীম ১০)*। রাসূলগণ তাদের উত্তরে বলতেন, 'হ্যাঁ' আমরা তোমাদের মতই মানুষ' *(ইবরাহীম ১১)*।

পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলগণ মানুষ ছিলেন। তাঁদের মত শেষ নবীও মানুষ ছিলেন। তিনি মানুষের ঔরষে মানুষের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। মানুষের দুধ পান করে মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং মানুষের সাথেই তাঁর দাম্পত্য জীবন কেটেছে। তিনি সন্তান-সন্ততির জনক ছিলেন। আমাদের মতই তাঁর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আহার-নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও রোগ-শোক সবই ছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ '(হে মুহাম্মাদ), তুমি বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে (তোমাদের সঙ্গে আমার তফাৎ হচ্ছে) আমার নিকট 'অহি' আসে' *(কাহফ ১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'বলুন, আমার রব পবিত্র। আমি কেবলমাত্র একজন মানুষ ও আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত একজন রাসূল' *(বনী ইসরাঈল ৯৩)*।

বস্তুতঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ) শেষ নবী ও মানুষ ছিলেন। বিধায় তাঁকে রাসূল হিসাবে মেনে নিতে তাদের (কাফেরদের) বড় বাধা ছিল। তারা একজন মানুষকে নবী হিসাবে মানতে যে আপত্তি করত তা আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন এভাবে- 'তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে, হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হ'ল না, যিনি তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকতেন? তিনি ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হ'লেন না কেন? অথবা তাঁর একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন? যালিমরা বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ' *(ফুরক্বান ৭ ও ৮)*।

নবী-রাসূলগণ গায়েব জানতেন নাঃ

'গায়েব' আরবী শব্দ। এর অর্থ হ'ল অনুপস্থিত, অদৃশ্য, লুক্কায়িত, গুপ্তরহস্য, গোপন তত্ত্ব প্রভৃতি।[১] পরিভাষায় বিশ্বের যাবতীয় প্রাণী-জীব এবং যাবতীয় বস্তুর বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীতের সঠিক জ্ঞানকে ইলমে গায়েব বলে।[২] আর যে সত্ত্বা এত অধিক জ্ঞান রাখেন তাঁকেই বলা হয় (عَالِمُ الْغَيْبِ) 'আলেমুল গায়েব'। এরূপ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র জন্য চির অবধারিত। আল্লাহ বলেন,

قُلْ لاَّيَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ-

'(হে মুহাম্মাদ) তুমি বলে দাও! আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে কেউই গায়েবের খবর জানে না' *(নামল ৬৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

---

* ৩য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

** মাইকেল এইচ, হার্টের দি হান্ড্রেড বই তার প্রমাণ -লেখক।

১. আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় সংস্কার, জানুঃ ২০০০।

২. মাসিক 'আত-তাহরীক' জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০, ৪২ পৃষ্ঠা।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ

'অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই (আল্লাহ্র) অধীনে। এ বিষয়ে তাঁর ছাড়া আর কারো জ্ঞান নেই' *(আন'আম ৫৯)*।

'নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে তাঁর অগোচরে নয় অনুপরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ-সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে বর্ণিত আছে' *(সাবা ৩)*। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব বিষয়ে অবগত *(সাজদাহ ৬; আন'আম ৭৩; হাশর ২২)*।

কোন বিষয় বা বস্তুকে এককভাবে একক সত্ত্বা বা ব্যক্তির অধীনে বুঝাতে প্রথমে লা (لا) অথবা মা (ما) এবং পরে ইল্লা (إلا) অব্যয় ব্যবহার করতে হয়। যেমন পবিত্র কালেমা তাইয়েবা (لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللّـهُ) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু'-এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই। আরবী ব্যাকরণের এ নীতিতে আমরা উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে দেখতে পাই যে, গায়েবের বিষয়টি এককভাবে আল্লাহ্র অধীনে বুঝাতে প্রথমে লা (لا) এবং পরে ইল্লা (إلا) ব্যবহার করা হয়েছে।

নূহ (আঃ)-এর কওমের ধারণা ছিল যে, যারা সত্যিকার নবী হবেন তারা নিশ্চয়ই গায়েবের খবর জানবেন। তাই নূহ (আঃ) তাদের বললেন, 'আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি গায়েবী খবর জানি এবং একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা' *(হূদ ৩১)*।

নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য 'গায়েবের ইলম' অপরিহার্য নয়।[৩]

এজন্য কোন নবী গায়েব জানতেন বলে কোন আয়াত পবিত্র কুরআনে এবং ছহীহ হাদীছে পরিলক্ষিত হয় না। আম্বিয়ায়ে কেরাম যদি গায়েব জানতেন তাহ'লে আদম (আঃ) শয়তানের ধোঁকায় পড়ে 'গাছের ফল' খেয়ে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হ'তেন না, ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ)-কে তার হিংসুটে ভাইদের সাথে মেষ চরাতে পাঠাতেন না, অন্ধ কূপের মধ্যে থেকে তাঁর আর্তনাদ শুনতে পেতেন এবং ১২ বছর যাবৎ পুত্রের শোকে তিনি চক্ষু দু'টি অন্ধ করতেন না। ইউনুস (আঃ)-কে মাছের আহার হ'তে হবে এটা জানতে পারলে তিনি ঐ নদী পার হ'তেন না। সাবার রাণী ছিলেন বিলকীস, আর হুদহুদ পাখি তার খবর আনতে গিয়েছে একথা সুলায়মান (আঃ) জানতেন না বিধায় তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন,

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ –

'আমি অবশ্যই তাকে (হুদহুদকে) কঠোর শাস্তি দিব কিংবা হত্যা করব *(নামল ২১)*।

মূসা (আঃ) গায়েব জানলে হাতের লাঠি সাপ হয়ে যাবার পর ভয় করতেন না এবং খিযির (আঃ)-এর কাছে তিনবার ধমক খেতেন না। ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে মেহমান রূপে আগত কয়েকজন ফেরেশতার জন্য আহারের ব্যবস্থা করলে তারা তা খাচ্ছিলেন না দেখে তিনি ভীত হ'তেন না যদি তিনি গায়েব জানতেন।

কাফেররা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে দাবী করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রাসূল হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যক্ত করুন, যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলি অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলি বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকে করে নিতে পারি। তাদের প্রতিবাদে আয়াত নাযিল হ'ল-

قُلْ لاَّ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحى إِلَىَّ–

'হে নবী তুমি বল, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে। আর আমি তো গায়েব সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখি না। আমি তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি (মানুষ নই) ফেরেশতা। বস্তুতঃ আল্লাহ আমার উপর যে অহি প্রেরণ করেন আমি তারই অনুসরণ করি' *(আন'আম ৫০)*। 'আমি যদি গায়েব জানতাম তাহ'লে বহুবিধ কল্যাণ ও মঙ্গল অর্জন করতে পারতাম। কস্মিনকালেও আমাকে কোন অমঙ্গল এবং কষ্টদায়ক কোন বিপদ স্পর্শ করতে পারত না' *(আ'রাফ ১৮৮)*।

প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি গায়েব জানতেন তাহ'লে জনৈক ইহুদী কর্তৃক যাদুগ্রস্ত হয়ে তিনি ৬ মাস যাবৎ অসুস্থতায় ভুগতেন না। এক ইহুদী মহিলার আমন্ত্রণে বিষমিশ্রিত গোশত তিনি খেতেন না। তায়েফে গমন করে কাফেরদের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত হ'তেন না। স্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে পড়ে মধুকে নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করতেন না এবং পরে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ধমকও খেতেন না। ৬ষ্ঠ হিজরীতে বনী মুস্তালিক নামান্তরে 'মুরায়ছী' যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে আয়েশা (রাঃ)-কে পথিমধ্যে ফেলে আসতেন না এবং পরবর্তীতে তাঁর প্রতি অপবাদের ঝড় উঠলে তিনি মাসাধিককাল মূহ্যমানও থাকতেন না। এমনিভাবে হাযারো ঘটনা প্রমাণ করে মহানবী (ছাঃ) গায়েব জানতেন না।

সংশয় নিরসনঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَدًا–

৩. *তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান পৃঃ ৬২৮।*

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

'তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না' *(জ্বিন ২৬)*।

পূর্বের আলোচনা এবং অত্র আয়াতের আলোকে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কোন গায়েব বা অদৃশ্যের খবর রাখেন না। সুতরাং তিনি রাসূল হ'লেন কিরূপে? কবরের আযাব, হাশরের মর্মান্তিক অবস্থা, চির সুখময় জান্নাতের বর্ণনা ও চির দুঃখময় জাহান্নামের করুণ কাহিনী ইত্যাদি হাযারো ইন্দ্রীয় বহির্ভূত বিষয় তিনি কিভাবে আমাদেরকে অভিহিত করলেন?

এ প্রশ্নের জবাব পরবর্তী আয়াতে, إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُوْلٍ দ্বারা দেওয়া হয়েছে। 'তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত' অর্থাৎ রাসূল গায়েব জানে না একথার অর্থ এই নয় যে, কোন গায়েবই জানেন না; বরং রিসালাতের জন্য যতটুকু গায়েব জানার প্রয়োজন ততটুকু আল্লাহ তা'আলা অহির মাধ্যমে জানিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তখন তাঁর চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে' *(জ্বিন ২৭)*। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একে أنباء الغيب শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন- ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ। 'এ হ'ল গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি' *(আলে ইমরান ৪৪)*।

উল্লেখ্য, কোন কোন অজ্ঞ লোক 'গায়েব' ও 'গায়েবের খবরের' মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। তারা পয়গম্বরগণকে বিশেষতঃ শেষ নবীকে সর্বপ্রকার 'আলেমুল গায়েব' (অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী) বলে প্রমাণ করার প্রয়াস চালায় এবং তাঁকে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ আলেমুল গায়েব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞানী মনে করে। এটা সুস্পষ্ট শিরক এবং রাসূলকে আল্লাহ তা'আলার আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ কিছু নয় (নাঊযুবিল্লাহ)। যদি কোন ব্যক্তি তার বন্ধুকে কোন গোপন তথ্য বলে দেয় এতে দুনিয়ার কেউ ঐ বন্ধুকে যেমন আলেমুল গায়েব আখ্যা দিতে পারে না। তেমনিভাবে নবীগণকে অহি-র মাধ্যমে হাযারো গায়বের বিষয় বলে দেওয়ার কারণে তাঁরা আলেমুল গায়েব হয়ে যাবেন না। অতএব বিষয়টি উত্তম রূপে বুঝে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ইলেকট্রোনিক্স

- এখানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এ্যামপ্লিফায়ার সহ মাইক ও বক্স এবং পি.এ.বক্সসহ পি.এ সেট ভাড়া পাওয়া যায়।
- এ্যামপ্লিফায়ার
- মাইক
- রেডিও
- টিভি
- চার্জার ফ্যান
- পাম্প ... ও টেপ রেক... মেরামত করা হয়।

মুহাম্মাদ আসলামুদ্দৌলা খাঁন

যোগাযোগ

মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭০৪৪৪; মোবাইলঃ ০১৭৯৬২০৯২

তাবলীগী ইজতেমা ২০০২ সফল হউক!

সাইমুম আর্ট পাবলিসিটি

সাইন বোর্ড, ব্যানার, প্লাষ্টিক সাইন, পলিকার্বন বোর্ড, হোডিং বোর্ড, পোষ্টার ডিজাইন, স্ক্রীন প্রিন্ট এবং পাথরের খোদাই ইত্যাদি দক্ষতার সাথে তৈরী করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ

যোগাযোগ

গোরহাঙ্গা, ষ্টেশন রোড, রাজশাহী-৬১০০।
ফোনঃ ৭৭২৫৬২

চিকিৎসা জগত

ব্লাড ক্যান্সারের নতুন চিকিৎসা

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্তদের জন্য সুখবর। অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন বা ক্যামোথেরাপির মত ব্যয়বহুল জটিল প্রক্রিয়ার বিকল্প হিসাবে যুক্তরাজ্যের বাজারে আসছে ব্লাড ক্যান্সার নিরাময়ী পিল 'গ্লিভেক'। চিকিৎসকরা বলছেন, এ পিলের কার্যকারিতা আশা-জাগানো। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল বেশ সন্তোষজনক। 'ক্রনিক মায়লয়েড লিউকেমিয়া' (সিএমএল)-এ আক্রান্তদের চিকিৎসায় এ পিল ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সারাবিশ্বে সাড়ে ৭ হাযার রোগীর উপর পরিচালিত ট্রায়ালে দেখা গেছে, ১ বছরের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ রোগী ফিরে পেয়েছেন সুস্থ স্বাভাবিক জীবন। ৫০ ভাগের বেশী রোগীর ক্ষেত্রে 'সিএমএল'র জন্য দায়ী জিন অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এ পিলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম। ক্যামোথেরাপির পর রোগীর যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়, গ্লিভেক সেবনে তেমন মারাত্মক কিছুই পাওয়া যায়নি। এর মূল কারণ হ'ল গ্লিভেক কেবল অসুস্থ কোষের বিরুদ্ধেই কার্যকর, সুস্থ কোষের সে কোনই ক্ষতি করে না। স্কটল্যাণ্ডে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনাকারী চিকিৎসকরা গ্লিভেকের কার্যকারিতায় দারুণ উৎফুল্ল। তাঁরা বলেছেন, এর আগে আর কোন ওষুধে এত ভাল ফল পাওয়া যায়নি। চলতি বছর গ্লাসগো রয়াল ইনফার্মেতে ৭৭ জন রোগীকে গ্লিভেক খেতে দেওয়া হয়। তাদের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার হার ছিল খুবই কম। চিকিৎসকরা আশা প্রকাশ করে বলেছেন, এ পিল অন্যান্য ক্যান্সারের বিরুদ্ধেও কার্যকর হ'তে পারে।

লণ্ডনের হ্যামারস্মিথ হাসপাতালের অধ্যাপক জন গোল্ডম্যান বলেছেন, গ্লিভেক সিএমএল'র চিকিৎসা পদ্ধতি পাল্টে দিয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসায় অসুস্থ কোষের পাশাপাশি সুস্থ কোষও মারা পড়ে। কিন্তু গ্লিভেকের ক্ষেত্রে সে ঝুঁকি নেই। রোগাক্রান্ত কোষই তার মূল টার্গেট। ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও হয় কম। এটাই প্রথম কোন চিকিৎসা, যা কিনা কেবল অসুস্থ কোষকেই ধ্বংস করে এবং চিকিৎসার ফলাফলও চমৎকার।

গ্লিভেক সেবনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন লণ্ডনের স্যান্ডি ক্রেইন। প্রতিদিন রাতে খাবার পর তিনি খেয়েছেন ছয়টি করে পিল। এ চিকিৎসার আগে তার চিকিৎসক বলেছিলেন, অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন না করলে এক বছরের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটবে। জীবনের শেষ চিকিৎসা হিসাবে তিনি গ্লিভেকের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অংশ নেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা কমতে কমতে চলে আসে স্বাভাবিক মাত্রায়। আনন্দে বিহ্বল ক্রেইন বললেন, 'আমি এখন দারুণ খুশি। বাদবাকি আট দশটা মানুষের মতই স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে পারছি। আমার পিছু পিছু হাঁটছিল মৃত্যু। এ ওষুধ সেবনে আমি এখন সুস্থ। গেল এক বছরে এত ভাল আমি থাকিনি'।

চারটি কমন ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকেমিয়ার মধ্যে সিএমএল অন্যতম। ইংল্যাণ্ডে প্রতিবছর ৮০০ লোক এতে আক্রান্ত হয়। এতদিন অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন ব্যতীত সুস্থ হওয়া ছিল অসম্ভব। তাও কেবল ২০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে সম্ভব হ'ত। ক্যামোথেরাপি দিয়েও চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। সিএমএল যে কোন বয়সেই হ'তে পারে। তবে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয় ৪০-৬০ বছর বয়সীরা। এর রয়েছে ৩টি পর্যায়, ক্রনিক পর্যায় ৪ বছর পর্যন্ত, একসিলারেটেড পর্যায় ৯ মাস পর্যন্ত, ফাইনাল পর্যায় ৬ মাস পর্যন্ত। ৯ এবং ২২ স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের জেনেটিক মেটেরিয়াল একে অন্যের সঙ্গে রদবদল করে তৈরী হয় দ্যা ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম। এতে থাকা সম্মিলিত জিন যে প্রোটিন তৈরী করে তা শ্বেত রক্তকণিকা তৈরীতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কমে আসে কোষের মৃত্যুর হার। গ্লিভেক এই প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অতিরিক্ত শ্বেত রক্তকণিকা তৈরীতে বাধা দেয়। আগামী বছর এ পিল বাজারে সহজলভ্য হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ক্লিনিক্যাল এক্সসিলেন্স সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেবে।

কচু শাকের পুষ্টি গুণ

আমাদের দেশের সর্বত্রই কচু শাক পাওয়া যায়। দু'ধরনের কচু শাক সাধারণত দেখা যায়। কালো কচু শাক এবং সবুজ কচু শাক। কালো কচু শাক আবার সবুজ কচু শাক থেকে অধিকতর পুষ্টিমান সম্পন্ন। আমরা অনেকেই মাঝে মধ্যে কালো কচু শাক খেয়ে থাকি। আবার অনেকেই এর ধারে কাছেও যাই না। কারণ কালো কচু শাকের গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। কচু শাক অতি সহজেই আমাদের দেশে যত্রতত্র জন্মে থাকে। আমরা অনেকেই এগুলিকে আগাছা হিসাবে কেটে ফেলে দেই। বাজারে কচু শাকের দামও কম। নিম্নে কালো কচু শাকের গুণাগুণের একটা বিবরণ দেওয়া গেল (১০০ গ্রাম আহার উপযোগী অংশে)ঃ

❐ ৩৮.৭৫ মিঃ গ্রাম লৌহ আছে, যা অন্যান্য শাক থেকে অনেক বেশী। শুধু তাই নয় অন্যান্য সব্জি বা খাবারের চেয়েও বেশী। এখানে উল্লেখ্য যে, একজন বয়স্ক মানুষের প্রাত্যহিক লৌহের চাহিদা ২০-২৫ মিঃ গ্রাঃ। লৌহ জাতীয় উপাদান ছাড়া রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠন কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

❐ কালো কচু শাকে আছে ১২,০০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, যা অন্যান্য শাকের তুলনায় যথেষ্ট। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রতিদিনের ক্যারোটিন চাহিদা ৩০০০ মাঃ গ্রাঃ এবং শিশুদের চাহিদা ১২০০-২৪০০ মাঃ গ্রাম। ক্যারোটিন দেহের ক্ষুদ্রান্ত্রে ভিটামিন 'এ'-তে পরিণত হয়। ভিটামিন 'এ' মানুষের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। তাছাড়া এই ভিটামিন অস্থি বৃদ্ধি, গ্রন্থি সমূহের কার্যকারিতা, আবরণিক কলা যেমন- ত্বক, অন্ত্র, শ্বাসনালী, মূত্রনালীর আবরণসমূহের গঠন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

❐ কালো কচু শাকে ক্যালসিয়াম রয়েছে ৪৬০ মিঃ গ্রাম। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের এবং শিশুর দৈনিক ক্যালসিয়ামের চাহিদা ৪০০-৫০০ মিঃ গ্রাম। ক্যালসিয়াম অস্থি ও দন্তের গঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ইহা মাংসপেশী এবং হৃৎপিণ্ডের সুষ্ঠ কর্মক্ষমতার জন্য অপরিহার্য। মাতৃদুগ্ধ উৎপাদনেও ক্যালসিয়ামের ভূমিকা অনেক।

❐ ভিটামিন 'সি' আছে ৬৩ মিঃ গ্রামঃ। আমাদের দেহের প্রাত্যহিক ভিটামিন 'সি'-এর চাহিদা ৪০ মিঃ গ্রামঃ। ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ হয়। দাঁতের গোড়া হ'তে রক্ত পড়ে, ক্ষত ভাল হ'তে দেরি হয়। রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়, চামড়ার নীচে বা অস্থি সন্ধিতে রক্তক্ষরণ হ'তে পারে।

❐ ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী কালো কচু শাকে আমরা পাচ্ছি ৭৭ কিঃ ক্যালরী শক্তি, যা অন্য কোন শাকে পাওয়া যায় না। এ শাকে রয়েছে ৬.৮ গ্রাঃ আমিষ, ২ গ্রাঃ চর্বি এবং ৮.১ গ্রাঃ শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান।

উপসংহারে বলা যায়, কালো কচু শাকে রয়েছে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় কয়েকটি উপাদান- লৌহ, ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'সি' এবং যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশক্তি। অতএব আমাদের প্রত্যহ কিছু না কিছু পরিমাণে কালো কচু শাক খাওয়া একান্তই প্রয়োজন।

॥ সংকলিত ॥

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

পারভীনের পর্দা

*মুহাম্মাদ আব্দুল মাজেদ**

পারভীন অন্যান্য দিনের মত আজও খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছে। ওযূ সেরে ফজরের ছালাত আদায় করে কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করেছে। এরপর সে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। তখনও আকাশ পুরো ফর্সা হয়নি। চারিদিক থেকে পাখির কলরব ভেসে আসছে। সকালের শীতল হাওয়ায় পারভীনের মনের ব্যথা অনেকটা প্রশমিত হয়ে আসে। সে তাকায় দূর আকাশের দিকে, আর ভাবে এই নোংরা পৃথিবীর কথা, যেখানে নিজের ভাল কাজ করার অধিকারটুকুও নেই। কী এমন অন্যায় সে করেছে, তা সে ভেবে পায়না। সেতো শুধু বোরক্বা পরে কলেজে যায়। কোন ছেলের সাথে কথা বলে না, ক্লাশ ছেড়ে কোথাও যায় না। আচ্ছা এগুলোই কি তার দোষ? তাহ'লে শাহীনা, কণা, গোলাপী ওরা যেভাবে উচ্ছৃংখলভাবে চলাফেরা করে সেটাই কি ভাল? না, তা হবে কেন? আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরা নূরের চার রুকূতে বলেছেন, 'হে নবী! আপনি ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার'। আলোচ্য আয়াতে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তা মেনে চলা প্রত্যেক নারীর জন্য ফরয।

প্রতিদিনের মত গতকালও পারভীন যথারীতি কলেজে গিয়েছিল। সে স্কুল জীবন থেকেই বোরক্বা পরত। শাহীনা, কণা, গোলাপী সবাই পারভীনের খুব কাছের বান্ধবী। স্কুল থেকে ওরা খুব অন্তরঙ্গ। কলেজে উঠেও সেই অন্তরঙ্গতা মলিন হয়নি। এদের মধ্যে একমাত্র পারভীনই বোরক্বা পরে। অন্যদের মধ্যে শাহীনা, গোলাপী ততটা উচ্ছৃংখল নয়, যদিও বোরক্বা পরে না। কিন্তু কণা খুব উচ্ছৃংখলভাবে চলাফেরা করে। ও প্রায় সময়ই বোরক্বা পরার জন্য পারভীনকে উল্টাপাল্টা বকে। কলেজে ওঠার পর বোরক্বা নিয়ে প্রায়ই পারভীনের সাথে তার কথা কাটাকাটি হ'ত। ওর এক কথা, বোরক্বা পরলে সামাজিক হওয়া যায় না।

টিফিন পিরিয়ডে সবাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়লে কণা পারভীনকে বলল, চল, আর সঙ সেজে বসে না থেকে একটু বাইরে ঘুরে আসি। বোরক্বা নিয়ে বান্ধবীদের রসিকতা সে অনেক সহ্য করেছে। আজ আর পারল না। বলে উঠল, সঙ আমি সাজি, না তোরা? ঠোঁটে লিপ-স্টিক, কপালে টিপ আর ফিনফিনে জামা পরে তোরাই তো প্রতিদিন সঙ সেজে কলেজে আসিস। একথা শুনে অপমানে কণার চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। সে বলে, কী, এত বড় কথা! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। এই বলে টান দিয়ে পারভীনের মুখের নেকাব খুলে ফেলল কণা। লজ্জায়, অপমানে পারভীনের চোখ-মুখও লাল হয়ে যায়। ও শুধু বলে, কাজটা ভাল করলে না কণা। এরপর বাকী ক্লাশের সময় আর কারো সাথে কথা না বলে বেঞ্চে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে পারভীন। অতঃপর কলেজ ছুটি হলে বাড়ী চলে আসে।

ঘটনাটি বার বার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে পারভীনের। একবার মনে হচ্ছে কণার সাথে সে আর কখনো কথা বলবে না। পরক্ষণেই তার মনে পড়ে তায়েফে সত্যের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে নবীজী (ছাঃ) তায়েফবাসীর হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অকল্যাণ কামনা না করে তিনি কল্যাণ কামনা করেছিলেন। এ কথা মনে করে পারভীন ভাবে, হয়ত দোষ আমারই। কণাকে ওভাবে বলা ঠিক হয়নি। আজকে কণার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

কলেজের সময় হয়ে গেছে। ঝটপট তৈরী হয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল পারভীন। কিন্তু একি? আজ তার কোন বান্ধবীই কলেজে আসেনি। এমন তো কোন দিন হয়না। তাই ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। ভাবল, কলেজ ছুটি হ'লে কণাদের বাসায় যাবে। কণাদের বাসায় পৌঁছে কলিংবেল বাজাতেই ওদের কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দিল। পারভীন জিজ্ঞেস করল, কণা আছে? মেয়েটি জবাব দিল, না। পারভীন আবার বলল, তাহ'লে খালাম্মাকে ডেকে দাও। কাজের মেয়েটি তখন কেঁদে ফেলল। পারভীন অবাক হয়ে বলল, কি হয়েছে খুলে বল। মেয়েটি যা বলল তাতে জানা গেল, গতকাল কলেজ থেকে ফেরার পথে একদল সন্ত্রাসী কণার মুখে এসিড ঢেলে দিয়েছে। কণা এখন হাসপাতালে। একথা শুনে পারভীন ভয়ে কেঁপে উঠল। পর্দাহীনতার পরিণামে যে কত রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতালের দিকে পা বাড়ায় পারভীন। হাসপাতালে পৌঁছে নার্সের কাছ থেকে রুম নম্বর জেনে নিয়ে সেই রুমের দিকে এগিয়ে যায়। রুমের দরজা খুলেই চোখ পড়ে শাহীনা, গোলাপীর দিকে। কাছে গিয়ে দেখে কণার মুখের এক পাশের চামড়া সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। পারভীনকে দেখে কণা কেঁদে ফেলে। পারভীন সান্তনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পায় না। কণা পারভীনকে বলে, পারভীন আমি অন্যায় করেছি। সেরে উঠলে আমিও বোরক্বা পরেই কলেজে যাব। সাথে সাথে শাহীনা আর গোলাপীও বলে ওঠল, শুধু তুই কেন, আমরাও যাব। আনন্দে পারভীনের চোখে পানি এসে যায়। বলে, তোদের নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। আজ তা পূরণ হ'লরে। অতঃপর পারভীন ওদের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! ওদের তুমি হেদায়াত দান কর। ওদের সকলের চোখে আনন্দের ঝিলিক, দুর্লভ কিছু খুঁজে পাওয়ার আনন্দ আর বুকে একটি সোনালী সুন্দর সমাজ গঠনের আকাঙ্খা।

অতএব প্রত্যেক ঈমানদার নারীর উচিৎ হবে পর্দার সাথে চলাফেরা করা এবং সেই সাথে পুরুষদের কাজ হবে মহিলাদেরকে পর্দা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ সকলকে তাওফীক্ব দিন। আমীন!

* আব্দুল্লারপাড়া, পোঃ বারকোনা, গাইবান্ধা।

কবিতা

আমার বুকেতে আমারই কবর

-মোল্লা আবদুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

আমি লিখব না আর কবিতা-কাব্য-ছন্দ
গীতিময় মহাগান,
আমার জীবনে থাকবে না কোন শিল্প-ছবি
মহান শিল্পীর প্রাণ।
অবক্ষয়ের বেসাতি শুধুই ঘুরে
নিত্যই দেখেছি দ্বার থেকে দ্বারে দ্বারে
বিশ্বের সভা বরণ করছে তারে,
দেবে আর নেবে সবি একাকার
নন্দিত উপহারে॥
আমি লিখব না আর কবিতা-কাব্য-ছন্দ
তিমিরাচ্ছন্ন বিষাদিত এই প্রাণে,
মনেতে আমার জেগেছে এ কোন্ দ্বন্দ্ব
মুখরিত নেই যৌবনের জয়গানে,
নিষ্ফল সব আশাগুলো ঘুরে
বঞ্চিত আহ্বানে॥
আমি লিখব না আর ইতিহাস কোন
ফেলে আসা ইতিকথা,
আমার হৃদয়ে জ্বলিছে সদা
তীব্র দাহের ব্যথা।
আমার বুকেতে আমারই কবর খোঁড়া
এই মোর উপহার,
হৃদয়ের মাঝে হৃদয়ের শক্ত আড়া
নেই কোন জবাব তার,
এ কোন্ নেশার দাবদাহে জ্বলে
কাবুল, কান্দাহার?
আমি লিখব সেদিন কবিতা কাব্য
ছন্দ মুখোর গান,
নব জাগরণে উঠবে যেদিন কাশ্মীর ঘিরে
ফিলিস্তীন আর বসনিয়াদের প্রাণ॥

ধ্বংসযজ্ঞ

-শেখ মাহদী হাসান
কারবালা রোড, ওয়াপদা, যশোর।

কাঁপছে পানকৌড়ি ভয়ার্ত ভীষণ
অবাক মূঢ় সভ্যতা, ব্যথিত কিসে?
চলছে আয়োজন, সন্ত্রাসী মিশন
'টুনটুনি' ছটফট নীলাভ বিষে!
বিদায়ী সভ্যতা ছদ্মবেশী পিশাচ
বিশ্বময় তোলপাড় উদ্ধত দম্ভ
শান্তিপ্রিয় জনতা অবশেষে আঁচ
সীমাহীন বিস্ময় বিবেক হতভম্ভ!
প্রকৃত সন্ত্রাসী কিনেছে কি বিশ্ব?
ছায়া সন্ত্রাসী(?) আজীবন ছায়ারূপ,
মরছে নিরপরাধী কাঙ্গাল-নিঃস্ব
মিথ্যার বেসাতি রচিছে অন্ধকূপ।
হত্যা-খুন, বারুদ ধোঁয়া চতুষ্পার্শ্ব
সরল সমাধান 'ক্রুসেড' হুংকার!
মুসলিম নিধন, নির্বিঘ্ন আবাস!
(না-না- কখনই তা হবে না)
জেগেছে মুজাহিদ, ঈমানী ঝংকার।

চল ইজতেমাতে যাই

- মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
সিনিয়র মৌলভী শিক্ষক
বনগ্রাম এইচ, টি, এল দাখিল মাদরাসা
হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

চল ইজতেমাতে যাই! চল ইজতেমাতে যাই!
ছহীহ হাদীছের বিধান মতে জীবন গড়তে চাই।
সারাজীবন শিরক-বিদ'আত করছি মোরা কত
পাপ আর নাফরমানী করছি শত শত।
হিসাব করে দেখছি আর বাঁচার উপায় নাই,
মোরা বাঁচতে এবার চাই
মোরা নাজাত পেতে চাই,
ছহীহ হাদীছের বিধান মতে জীবন গড়তে চাই॥

ছালাত-ছিয়াম যত আমল একটাও হয় নাই
হজ্জ, যাকাত সঠিক পথে আদায় করি নাই,
না বুঝিয়া আমল করে পাপী হয়েছি, মোরা ভুল করেছি,
যদি মুক্তি পেতে চাই
চল সঠিক পথে যাই!
ছহীহ হাদীছের বিধান মতে জীবন গড়তে চাই॥

জাহেলিয়াতী, একগুঁয়েমি আর করব না
বাপ-দাদার কথা মত আর চলব না,
অহি-র বিধান, ছহীহ হাদীছ মানব মোরা ভাই
মোরা তওবা পড়তে চাই,
মোরা শপথ নিতে চাই।
ছহীহ হাদীছের বিধান মতে জীবন গড়তে চাই।
চল ইজতেমাতে যাই! চল নওদাপাড়ায় যাই!

ঈদ আসে ঈদ চলে যায়

- শরীফুল ইসলাম মুহাম্মাদী
জায়গীরগ্রাম, কানসাট
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

ঈদ চলে যায়, আবার আসে ফিরে,
রাস্তার ধারে রোদ পানি ঝরা ভিখারীর ছোট্ট কুটির ঘিরে,
আর ধনকুবেরের আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা পরে,
ফি বছর, যুগ যুগ ধরে, যুগ যুগান্তরে।
দেখা যায় কারো চোখভরা জল, কারো মুখভরা হাসি,
কারো গায়ে চোখ ঝলসানো উলেন পোষাক রাশি রাশি।
কারো বুকে হাত বাঁধা, দাঁতে দাঁতে প্রচণ্ড কম্পন,
চেয়ে থাকে আকাশ পানে, সূর্য কখন করবে মিঠে রোদ বরিষণ!
ফিরনি-পায়েস, কোরমা-পোলাওয়ের গন্ধে ভরা কারো বাড়ি,
এমন দিনেও নিরুপায় হয়ে ভিক্ষা মাঙ্গে নিঃস্ব ভিখারী।
অপুষ্টিতে কাতর শিশুকে নিয়ে ঘুরে মা দ্বারে দ্বারে,
অথচ দেখে না কেউ বারেক ফিরে তার দিকে এই পাষণ্ড পুরে।
এ দিনে কারো গায়ে রেশমী কাপড় কত দামী তার ভূষণ,
আবার কেউ ছিন্ন বস্ত্র পরে কেঁদে ভাসায় দু'নয়ন।
ঈদ আসে, ঈদ চলে যায়!
বলে বার বার মানুষ মানুষের জন্য, মানুষেরই হউক জয়।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. দানিয়ুব।
২. টেমস নদীর।
৩. টেমস।
৪. ভলগা।
৫. দানিয়ুব (অস্ট্রিয়া-ভিয়েনা, হাঙ্গেরী-বুদাপেষ্ট, যুগোশ্লাভিয়া-বেলগ্রেড, রুমানিয়া-বুখারেষ্ট)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. শিরক (নিসা ৪৮)। না (মায়েদাহ ৭২)।
২. নেই (শু'আরা ২১৩)।
৩. না (নামল ৮০)।
৪. জাদু চর্চাকারী শয়তানেরা কাফির (বাক্বারাহ ১০২)।
৫. না (আলে ইমরান ৩৫)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ)

১. পৃথিবীর কোন্ দেশ থেকে রাতে সূর্য দেখা যায়?
২. কোন্ দেশকে সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয়?
৩. পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশ কোন্টি?
৪. আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম নগর কোন্টি?
৫. পৃথিবীর ৫টি বৃহত্তম নগরের নাম কি?

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)ঃ

১. কোন একটি সংখ্যার দ্বিগুণ তার বর্গের অর্ধেক। সংখ্যাটি কত?
২. ৫ ইঞ্চি গভীর, ৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ২ ইঞ্চি প্রস্থ গর্তে কতটুকু মাটি আছে?
৩. কোন্টি বড় তা নির্ণয় করঃ ০, -২৯।
৪. ৫২৩-এর মধ্যে ২ অংকটি যদি দশক হয়, তবে একক ও শতক স্থানীয় অংকদ্বয় কি কি হবে?
৫. পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে?
০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩ ...।

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, 'সোনামণি'।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৫৬) নামাযগ্রাম (রেজিঃ) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) শাখা, বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহীঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মুমিনুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ আবদুল্লাহ
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শাহীন আলী
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মামূন আলী
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রূহুল আমীন (৫ম)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ নবাব আলী (৫ম)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মিনাযুল হোসাইন (৫ম)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রাসেল হোসাইন (৫ম)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন (৪র্থ)।

(২৫৭) নামাযগ্রাম (রেজিঃ) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিকা) শাখা, বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহীঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুসাম্মাৎ ফাতিমা খাতুন
উপদেষ্টা ঃ মুসাম্মাৎ আশরাফুন নেসা
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আতিয়া খাতুন (৫ম)
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ জীবুন নেসা (৫ম)
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নাসরীন খাতুন (৪র্থ)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সুরাইয়া খাতুন (৪র্থ)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ সোনিয়া খাতুন (৪র্থ)।

(২৫৮) ধুরইল শাহাজীপাড়া (বালক) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ দারেস আলী
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ হারেছ আলী
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ তাজুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল মুমিন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মিলন হোসাইন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম।

(২৫৯) ধুরইল শাহাজীপাড়া (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ দারেস আলী
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ হারেছ আলী
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ তাজুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ উম্মে কুলছূম
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ খাদীজা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সুলতানা নারগীস
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আরীফা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ রাসেলা খাতুন।

(২৬০) খয়েরসূতী মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, দোগাছী, পাবনাঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আশরাফ আলী
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
পরিচালক ঃ এমদাদুল হক
সহ-পরিচালক ঃ আবুল কালাম আযাদ

সহ-পরিচালক ঃ সাইফুল্লাহ।
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আরীফুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুনীরুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুরাদুয্যামান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ ইমরান হোসাইন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ নাঈম।

(২৬১) নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, কুমারখালী, কুষ্টিয়াঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুয়ায্যেম হোসাইন
উপদেষ্টা ঃ আবদুল আওয়াল
পরিচালক ঃ ফয়ছাল আহমাদ
সহ-পরিচালক ঃ সুমন আলী
সহ-পরিচালক ঃ সবুজ হোসাইন
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আবদুল বাত্বেন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ শিমুল আলী
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ জাহিদুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মাস'উদ রানা
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মঞ্জুরুর রহমান।

(২৬২) নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, কুমারখালী, কুষ্টিয়াঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুয়ায্যেম হোসাইন
উপদেষ্টা ঃ আবদুল ওয়াহ্হাব
পরিচালিকা ঃ শামীমা খাতুন
সহ-পরিচালিকা ঃ রেহানা খাতুন
সহ-পরিচালিকা ঃ ছালেহা খাতুন।
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ নাছরীন খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ লাবণী খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ নাছরীন আরা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ নাজমা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুনীরা খাতুন।

(২৬৩) শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রাজশাহীঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলী
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুতী'উর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ আহ্সানুল বারী
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আরীফুয্যামান যুবায়ের
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আমানুল্লাহ
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ ওয়ালীউল্লাহ
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আশরাফুল বারী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ রাফী।

(২৬৪) শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাজশাহীঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলী
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুতী'উর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ আহ্সানুল বারী
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ ইরিনা মাহবুব
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মায়মূনা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ খুরশিদা সা'দিয়া মাহফূয
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ তামান্না আখতার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ মানছুরা।

(২৬৫) বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ হাবীবুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ আবদুল খালেক
পরিচালক ঃ আনোয়ার হোসাইন
সহ-পরিচালক ঃ আবু সাঈদ
সহ-পরিচালক ঃ সাইফুল ইসলাম
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মিলন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ছালাহুদ্দীন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুরাদ বাবু
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ জসীমুদ্দীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ সমীন হোসাইন

২০০১-২০০৩ সেশনের 'সোনামণি' যেলা ও মহানগর পরিচালনা পরিষদ-এর তালিকাঃ

যেলা পরিচালনা পরিষদঃ

৫. পাবনাঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবদুস সুবহান
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ইমদাদুল হক
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মারূফ
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল কুদ্দূস
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ খালেদ সাইফুল্লাহ।

৬. কুষ্টিয়া (পূর্ব)ঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ ডঃ মুহাম্মাদ লুকমান হুসাইন
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মুমিন
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ শফীকুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ সাখাওয়াত
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ রূহুল আমীন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ রাসেল আহমাদ।

৭. রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ ফারূক আহমাদ
উপদেষ্টা ঃ ডাঃ মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুস্তফা
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল মুক্বীত
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল মুহাইমিন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম।

রাজশাহী মহানগরী পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নূরুল হুদা (সহকারী শিক্ষক, রিভারভিউ উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী)।
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান (উপাধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী)।
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম

সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ খুরশিদুল আলম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ হাশেম আলী
সহ-পরিচালক ঃ আহমাদ আবদুল্লাহ ছাক্বিব।

সোনামণিদের জন্য সুখবর

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

বাংলাদেশের সকল সোনামণি সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চলতি ২০০২ ইং সন থেকে মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় প্রকাশিত সোনামণি সাধারণ জ্ঞান ও মেধাপরীক্ষাসহ যে কোন বিভাগের সর্বাধিকবার উত্তরদাতা ৩ জন সদস্য-সদস্যা অথবা প্রতিষ্ঠানকে বৎসরে ২ বার (জুন ও ডিসেম্বর) আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় 'সোনামণি' সংগঠনের সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীকে 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর উত্তর সোনামণিদের নিকট হ'তে সংগ্রহপূর্বক সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে নিয়মিত পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল। তবে উত্তরদাতাদেরকে সোনামণি সংগঠনের গঠনতন্ত্রের আলোকে অবশ্যই সোনামণি হ'তে হবে।

❐ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, 'সোনামণি'।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

(১) গত ১৮ জানুয়ারী ২০০২ শুক্রবার বাদ আছর হ'তে ৫০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে ধুরইল শাহাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র শাখার সহ-পরিচালক আবদুল মান্নান।

(২) গত ২০ জানুয়ারী বুধবার, বাদ আছর হ'তে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র প্রায় ৪০০ জন ছাত্রের উপস্থিতিতে সোনামণি আল-মারকায শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নওদাপাড়া, রাজশাহীতে এক বিশেষ সোনামণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণিদের চরিত্র গঠন, সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং দায়িত্বশীলদের যথাযথ দায়িত্ব পালনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। অত্র শাখার নবগঠিত পরিচালনা পরিষদ ও কর্মপরিষদের তালিকা ঘোষণা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি অত্র মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন। মাদরাসার বড় ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ইমামুদ্দীন বিন আবদুল বাশীর (আলিম ১ম বর্ষ)। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাবেক শাখা পরিচালক মুহাম্মাদ হাশেম আলী।

(৩) গত ২১ জানুয়ারী সোমবার, বাদ আছর হ'তে রাজশাহী মহানগরীর হাতেম খাঁন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ১০ জন যুবকসহ ২টি শাখার সোনামণিদের নিয়ে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে সূরা নেসার ৩৬ নং আয়াতের আলোকে চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষা দেন মুহাম্মাদ আবদুল ওয়ারেছ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুস্তাফীযুর রহমান।

(৪) গত ২৫ জানুয়ারী শুক্রবার সকাল ১০ টা হ'তে ধুরইল শাহাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৪টি শাখার সোনামণিদের উপস্থিতিতে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণিদের চরিত্র গঠন, পৃথিবীর বিস্ময়কর তথ্যভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান, সংগঠন কি, কত প্রকার ও এর বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি সোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও ধুরইল ডিএস কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা দুররুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মহানগরী 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, মোহনপুর উপযেলার 'সোনামণি' প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি মোহনপুর উপযেলা পরিচালক আবদুল আযীয। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা হারেছ আলী।

'শপথ'

-মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
গ্রামঃ ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।

এখন থেকে তওবা করলাম
শপথ নিলাম আমি,
ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি
করব না দুষ্টুমী।
হাসি মুখে থাকব মোরা
মুখ করব না ভার,
সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা
বলব না কভু আর।
না বুঝে কত অপরাধ
করছি হে প্রভু,
তওবা করে শপথ নিলাম
করব না আর কভু।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ ব্যাপক দুর্নীতি

বিশ্ব ব্যাংকের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ নিকোলাস এইচ স্টার্ন বলেছেন, দুর্নীতি বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনীতির অন্যতম কারণ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সরকারী অফিস থেকে কাজ আদায়ের জন্য সবচেয়ে বেশী ঘুষ দিতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগী দেশ ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, চীন থেকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে রয়েছে। বিশ্বব্যাংক-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশকে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হ'লে সুশাসনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশ শাসন প্রক্রিয়ায় এমন সংস্কার আনতে হবে যাতে এর সুফল সংশ্লিষ্ট সকলেই পায়। গত ৮ জানুয়ারী বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে হোটেল সোনারগাঁও-য়ে 'বাংলাদেশ বিনিয়োগ পরিবেশ ও সুশাসন' শীর্ষক এক বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীগণ অবসর সুবিধা পাবেন

দেশের প্রায় আড়াই লাখ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য এককালীন অবসর ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ১৯৯৫ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্টে রেখে যাওয়া ২৯ কোটি টাকার তহবিল দিয়ে এই ভাতা প্রদান চালু হবে এবং এর সঙ্গে প্রতি বছর জাতীয় বাজেট থেকে সরকার অন্ততঃ ১৫ কোটি টাকা যোগ করবে। ৩০০ কোটি টাকার তহবিল না হওয়া পর্যন্ত এই অনুদান দেওয়া অব্যাহত থাকবে। খবরে প্রকাশ, ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র তহবিল গঠনের জন্য কল্যাণ ট্রাষ্ট থেকে গত ২৬ ডিসেম্বর ২৯ কোটি টাকা পৃথক করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ৭ জানুয়ারী শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একটি সভায় বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন ৮ জানুয়ারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুরূপ সভায় শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রদানের নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়।

নীতিমালা অনুযায়ী একজন কলেজ ও কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ২ লাখ ৬৭ হাযার ৫০০ টাকা, প্রধান শিক্ষক ১ লাখ ৫৩ হাযার ৭৫০ টাকা, কলেজ শিক্ষক ১ লাখ ৮০ হাযার টাকা ও একজন কর্মচারী ৪৯ হাযার ৩৭৫ টাকা পাবেন। প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী কোন বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী এক নাগাড়ে সুনামের সঙ্গে কমপক্ষে ১০ বছর চাকরি করলে অবসর সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রতি বছর চাকরির জন্য তারা তিন মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন পাবেন। তবে সর্বোচ্চ ২৫ বছরের জন্য এই সুবিধা কার্যকর হবে। অর্থাৎ একজন শিক্ষক ২৫ বছর চাকরি করলে সর্বোচ্চ ৭৫ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন পাবেন।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও মিডিয়াকে ইসলামের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে

-প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডাঃ একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি এবং প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রিক মিডিয়াকে ইসলামের কল্যাণে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন, পশ্চিমা দেশগুলিতে ইসলাম ধর্মকে ভুল বুঝা হচ্ছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে পশ্চিমা দেশগুলি এতবেশী ভুল বুঝেনি। আসলে ইসলামকে তাদের কাছে যেভাবে পৌঁছানো উচিত ছিল, সেভাবে পৌঁছানো হয়নি। এখন যা করার দ্রুতগতিতে করতে হবে, হাতে সময় খুব কম।

গত ৪ জানুয়ারী জুম'আর ছালাত শেষে ধানমণ্ডি শাহী ঈদগাহ জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও বৈষয়িক দিকগুলিকে মানুষের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। এজন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, ধনী ইসলামী দেশগুলি এ কাজে এগিয়ে আসতে পারে। তিনি বলেন, মসজিদকে শুধু ছালাতের স্থান হিসাবে ব্যবহার না করে সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে। মসজিদে ছালাতের নির্ধারিত স্থানের পাশাপাশি একটি আলোচনা কক্ষ, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সংযোগসহ সমৃদ্ধ লাইব্রেরী প্রয়োজন। স্থানীয় ডাক্তারদের সমন্বয়ে ফ্রি চিকিৎসা কেন্দ্র এবং মসজিদ কমিটির উদ্যোগে ধনীদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে কর্মসংস্থান ফাণ্ড তৈরী করা যেতে পারে।

ইন্টিগ্রেটেড এ্যাজমা সোসাইটি গঠিত

দেশের বরেণ্য এ্যাজমা চিকিৎসক, গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে গত ২রা জানুয়ারী ঢাকায় একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ ইকবাল হাসান মাহমূদ। সভায় এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ইউনানী, হারবাল ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসকগণ বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের এ্যাজমা রোগের প্রকোপ নিয়ে আলোচনা করেন। সভার সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ ইকবাল হাসান মাহমূদ জানান, বর্তমানে বাংলাদেশে ৭০ লাখ এ্যাজমা রোগী রয়েছে এবং দিন দিন এর প্রকোপ বেড়েই চলেছে। তাই এ ব্যাপারে সকল শ্রেণীর চিকিৎসককে এগিয়ে আসা দরকার। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, সমন্বিত চিকিৎসা প্রোগ্রামের মাধ্যমেই এ্যাজমা রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর নিমিত্তে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যেখানে বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে জনগণকে ব্যাপক চিকিৎসা সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিতে সংগঠনের প্রস্তাবিত নাম 'ইন্টিগ্রেটেড এ্যাজমা সোসাইটি' রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আওয়ামীলীগ সরকারের ৩ মন্ত্রী ৩ সচিবসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা

সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের ২ মন্ত্রী, ১ প্রতিমন্ত্রী, ৩

সচিবসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত ৮ জানুয়ারী রমনা ও মতিঝিল থানায় মোট ৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো এ মামলাগুলি দায়ের করেছে। রমনা থানায় দায়েরকৃত ২২ নং মামলায় সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রফীকুল ইসলাম, সচিব অরবিন্দু করের বিরুদ্ধে ২৩ কোটি ৬ লাখ ২৫ হাযার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করা হয়েছে। রমনা থানায় ২৩ নং মামলাটি দায়ের করা হয়েছে সাবেক টেলিযোগাযোগ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মাদ নাসিম ও কনসোসিয়েট লিঃ নামের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এইচএস রহমানের বিরুদ্ধে। ২৪ নং মামলাটি দায়ের করা হয়েছে সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রফীকুল ইসলাম, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব জিএম মণ্ডল, সাবেক পিডিবি চেয়াম্যান এবং বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের সদস্য কামরুল ইসলাম ছিদ্দীক্বী, সাবেক যুগ্ম সচিব শামসুল হক, পিডিবি'র সাবেক সদস্য ওবায়দুল মুমিনসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে। এদের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। রমনা থানায় ২৫ নং মামলাটি দায়ের করা হয়েছে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী আমীর হোসেন আমুর বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে সরকারী ২০ কোটি টাকা ক্ষতি ও আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

অপরদিকে মতিঝিল থানায় গত ৮ জানুয়ারী দুর্নীতির মামলা (নং ২৫) হয়েছে সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী রফীকুল ইসলামের বিরুদ্ধে। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের ৬৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন।

দেশে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ ২০.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট

বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ সম্পর্কে এক নতুন সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশে গ্যাস সম্পদের সম্ভাব্য মজুদ ৬৩.৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত হ'তে পারে। বাংলাদেশ সরকারের হাইড্রো-কার্বন ইউনিট নরওয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই সমীক্ষা রিপোর্টটি তৈরী করেছে। গত ১২ জানুয়ারী ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়। এই সমীক্ষায় বাংলাদেশের আবিষ্কৃত উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদ ২০.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট বলে দাবী করা হয়। উল্লেখ্য যে, এর আগে সরকারী সংস্থা 'পেট্রোবাংলা'র হিসাব অনুযায়ী আবিষ্কৃত উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদের পরিমাণ ছিল ১৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

প্রতিবছর আড়াই লক্ষাধিক শিশু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়

আন্তর্জাতিক ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুদের অভিভাবক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব চাইল্ডহুড ক্যান্সার পেরেন্ট অর্গানাইজেশন' (আইসিসিসিপিও)-এর দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিবছর আড়াই লক্ষাধিক শিশু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে মাত্র ২০ ভাগ শিশু প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পায়। অবশিষ্টরা ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সারের শিকার হয়ে প্রায় অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

৫শ' কোটি টাকার সরকারী প্রতিষ্ঠান সুকৌশলে হাতিয়ে নিয়েছে এনজিওরা

সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৫শ' কোটি টাকার সম্পদযুক্ত একটি জাতীয় ভিত্তিক সরকারী প্রতিষ্ঠান সুকৌশলে এনজিও'র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সারাদেশের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের সরকারী বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন' নামে একটি নবগঠিত অখ্যাত এনজিও'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রায় ৫শ' কোটি টাকার সম্পদ ও সরকারের বার্ষিক রাজস্ব বাজেটসহ সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ঐ এনজিও'র কাছে ধাপে ধাপে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর এই কেন্দ্রগুলিতে মারাত্মক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সাড়ে ৬শ' শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ হাযার হাযার প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত। ইতিমধ্যেই ঢাকার মিরপুরে ১৪ নং সেকশনে ৬ একর জায়গার উপর অবস্থিত জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই কেন্দ্রের অধীনস্থ প্রতিবন্ধী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজও বন্ধ হয়ে গেছে। এনজিওটি ঐ প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে সরকারী অর্থ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের উপর দোষারোপ করতে নানা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছে।

বিগত সরকারের আমলে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের এই বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি একটি মহলের স্বার্থে ও তৎকালীন সচিব ক্ষনদা মোহন দাসের উদ্যোগে এনজিওদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য জাতীয় সংসদে আইনও পাস করা হয়। এজন্য মহল বিশেষের সাথে নেপথ্যে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বড় পুকুরিয়া থেকে বার্ষিক ৩ শ' কোটি টাকার কয়লা উঠবে; তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দ্রুত বাস্তবায়ন না হ'লে সংকট অনিবার্য

দিনাজপুর বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে প্রতি বছর সাড়ে ৩ শ' কোটি টাকার কয়লা উত্তোলন করা হবে। টানা ৬৪ বছর উত্তোলন করলেও মজুদ শেষ হবে না। এদিকে কয়লা খনি প্রকল্প ব্যর্থ করে দিতে একটি সার্থান্বেষী মহল উঠেপড়ে লেগেছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত কয়লার বিরাট বাজার হারানোর আশংকায় বাংলাদেশে আবিষ্কৃত কয়লা খনির বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তা সত্ত্বেও খনির কাজ এগিয়ে চলেছে। জানা গেছে, চলতি ২০০২ সালের মধ্যভাগে খনন কাজ উত্তোলনযোগ্য কয়লার স্থানে প্রবেশ করবে। তখন থেকে সীমিত পরিমাণের কয়লা উত্তোলনও শুরু হবে। আগামী বছর অক্টোবর থেকে প্রতিদিন ১ হাযার ৬৫০ টন কয়লা উত্তোলিত হবে। তখন বছরে কয়লা উঠবে ৫ লাখ বা অর্ধমিলিয়ন টন। ২০০৪ সালের অক্টোবরে খনন কাজ সম্পন্ন হ'লে বার্ষিক ১ মিলিয়ন টন কয়লা উঠবে, যার মূল্য সাড়ে ৩০০ কোটি টাকা।

বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির উপরোল্লিখিত উজ্জ্বল দিকগুলির পাশাপাশি রয়েছে শংকা ও হতাশাব্যঞ্জক চিত্র। উত্তোলিত কয়লার ৭০ ভাগ যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত হওয়ার কথা সেই কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প এখনও সচিবালয়ে লালফিতায় বন্দী। কয়লা খনির সাথে ভারসাম্য রেখে বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার কথা থাকলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়ে ৬ বছরেও বিদ্যুৎ প্রকল্প আলোর মুখ দেখেনি। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হ'লেও তা উৎপাদন পুরোদমে চালু হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় উত্তোলিত কয়লা আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ আশংকা ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া কয়লা বিক্রি করতে না পারলে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় অর্থায়নকারী

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

'চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট এণ্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশনে'র (সিএমসি) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেও সরকারকে বিপাকে পড়তে হবে।

খনন কাজের অগ্রগতি দেখাতে সিএমসি একদল সাংবাদিকদের গত ১ জানুয়ারী বড়পুকুরিয়ায় নিয়ে যায়। ভূগর্ভে ২৬০ মিটার গভীরে সাংবাদিকদের নিয়ে যান সিএমসি নিয়োজিত বৃটিশ কনসালটেন্ট জন ওয়ারউইক। পরিদর্শনে দেখা যায়, খনন কাজ ৪৩০ মিটার গভীরে উপনীত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ১৯৮৫ সালে দিনাজপুর যেলার পার্বতীপুর উপযেলাধীন চৌহাটি এলাকায় কয়লা খনি আবিষ্কার করে। পরবর্তীতে 'ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন' (ওডিএ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছরে আর্থ কারিগরি সমীক্ষা শুরু করে এবং ২৬টি গভীর-অগভীর কূপ খনন করে কয়লার গুণগত মান ও মজুদ নির্ণয় করা হয়। ১৯৯১ সালের মে মাসে উক্ত প্রতিষ্ঠান কনসালটেন্ট প্রকল্পের আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করে। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে ৯১৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্প গৃহীত হয় এবং ১৯৯৩ সালের ১৩ মার্চ একনেভ সভায় তা অনুমোদিত হয়।

হিন্দুস্তান টাইমসের আবিষ্কার?

বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানের মদদে গড়ে ওঠা ভারত বিরোধী জঙ্গী সংগঠনের ১৯টি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আবিষ্কার (!) করেছে নয়াদিল্লীর ইংরেজী দৈনিক 'হিন্দুস্তান টাইমস'। গত ২৬ জানুয়ারী শনিবার পত্রিকাটির এক খবরে ৪টি জঙ্গী সংগঠনের নাম আর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির অবস্থান প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এসব প্রশিক্ষণ শিবিরের সঙ্গে ঢাকার কোন সম্পর্ক নেই বলেও জানিয়েছে 'হিন্দুস্তান টাইমস'।

অবশ্য পররাষ্ট্র সচিব শমসের মবিন চৌধুরী গত ২৪ জানুয়ারী ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার মনিলাল ত্রিপাঠীকে ডেকে এ ধরনের খবরের প্রতিবাদ করেছেন। বাংলাদেশের মাটিতে ভারত বিরোধী কোন জঙ্গী সংগঠনের অস্তিত্বের কথাও তিনি অস্বীকার করেছেন।

হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়, হারাকাতুল জিহাদী ইসলামী, সিপাহী মুহাম্মাদ, হারাকাতুল মুজাহিদীন এবং আহলেহাদীছ নামের চারটি জঙ্গী সংগঠন বাংলাদেশে সক্রিয়। এরা পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই'র মদদে ১৮টি শিবির খুলে বাংলাদেশী ও ভারতীয় যুবকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ভারতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালায়। শিবিরগুলির অবস্থান রাজশাহী বিভাগের পাটগ্রাম, তেঁতুলিয়া, আটোয়ারী, হরিপুর, বিরল, হাকিমপুর, ধামুইরহাট, পরসা, আটআনি, শিবগঞ্জ, ফুলবাড়ী, বাদলপুর ও চকরিয়া এবং খুলনা বিভাগের হাবিবপুর, গঙ্গাই, মেহেপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ভেড়ামারাতে।

পাপ্পু ফার্নিচার মার্ট

আধুনিক ডিজাইনের কাঠ এবং স্টীলের আসবাবপত্র তৈরি ও সরবরাহ করা হয়।

কাদিরগঞ্জ, গ্রেটর রোড, রাজশাহী, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৭৭৩০৫৩ (বাসা)

বিদেশ

কঙ্গোর গোমা শহরের অর্ধেক আগ্নেয়গিরির লাভার নীচে

গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের একটি আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের পর পূর্বাঞ্চলীয় গোমা শহরের কয়েক লাখ লোক পালিয়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মাউন্ট নিরাগঙ্গে নামে ঐ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে লাভাস্রোত নির্গত হয়ে গোমা শহরের বিশাল এলাকা ঢেকে ফেলে। উত্তপ্ত লাভাস্রোতে কমপক্ষে ১৪টি গ্রাম এবং অনেক রাস্তাঘাট ডুবে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ হাযার ল্যাটিন আমেরিকান ইসলামের দিকে ঝুঁকছে

ল্যাটিন আমেরিকার অনেক লোক বর্তমানে মদ পান করে না। শূকরের গোশত খায় না এবং নৃত্যে অংশ নেয় না। তারা বিদেশে অবস্থানকালে নিজ পরিবার-পরিজন বা স্বদেশের অন্যান্যদের সাহচর্যের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করে। একই ব্যাপার ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ৪০ হাযার প্রবাসীর ক্ষেত্রেও। এ ধরনের লোক ইসলামের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। কেননা ইসলামে মদ পান, শূকরের গোশত খাওয়া এবং নৃত্য পরিবেশন নিষিদ্ধ। ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে তারা খুঁজে পায় তাদের কাংখিত জীবন যাত্রার প্রতিচ্ছবি।

গত বছর ভূমিকম্পে বিশ্বে ২১ সহস্রাধিক লোকের প্রাণহানি

২০০১ সালে বিশ্বে ভূমিকম্পে ২১ হাযার ৪ শ' ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক সংস্থা (ইউসিজিএস) গত ১০ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার জানায়, গত বছর মোট ৬৫ বার ভূকম্পন অনুভূত হয়। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে অনুভূত হয়েছিল ৮২ বার। ২০০১ সালে বড় ধরনের ভূমিকম্প অনুভূত হয় ১৮ বার। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ২ থেকে ৭.৯। সর্বোচ্চ ৮ বা ততোধিক মাত্রার ভূমিকম্প হয় মাত্র ১ বার। ২০০১ সালের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পটি অনুভূত হয় ভারতের উত্তরাঞ্চলের গুজরাটে। ২৬ জানুয়ারীর ঐ ভূমিকম্পে ২০ হাযার লোক নিহত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.৭।

ইউএসজিএস-এর কর্মকর্তারা জানান, প্রতিবছর ভূমিকম্পে নিহত হয় গড়ে প্রায় ১০ হাযার লোক। গত শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় ১৯৭৬ সালে। ঐ বছর ভূমিকম্পে ২ লাখ ৫৫ হাযার লোক নিহত হয়েছিল। শুধু চীনের টিয়ানজিনে একটি ভূমিকম্পে ৬০ হাযারের বেশী লোক নিহত হয়েছিল।

জাপানে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে পারে

নিম্ন জন্মহার ও দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়ার কারণে জাপানের জনসংখ্যা শিগগিরই অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পেতে পারে। এক সরকারী রিপোর্টে একথা বলা হয়।

'নিহোন কেইজি শিমবুন' পত্রিকা জানায়, গত বছর মার্চ মাস পর্যন্ত জাপানের জনসংখ্যা মাত্র শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১২ কোটি ৬৩ লাখে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৯ সালে জাপানের জন্মের হার ছিল ১ দশমিক ৩৪ এবং ২০০০ সালে তা

কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১ দশমিক ৩৬-য়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এ ধরনের জন্মহার উন্নত দেশগুলির মধ্যেও বর্তমানে সর্বনিম্ন।

জাপানে জন্মহার হ্রাসের কারণ হিসাবে যেসব বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে- জাপানে শিশুদের জন্য দিবা যত্ন কেন্দ্রের প্রচণ্ড অভাব এবং মহিলাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া। নিম্ন জন্মহারের অনিবার্য ফলস্বরূপ জাপানের জনসাধারণের মধ্যে বুড়িয়ে যাওয়ার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এতে দেশের শ্রমজীবী ও পেনশন পদ্ধতির উপর চাপ বাড়ছে।

১১ তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বিদ্যমান অবিশ্বাস দূর করে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা, সন্ত্রাস মুকাবিলা ও দারিদ্র্য বিমোচনে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ এবং ছোট দেশগুলির সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন নেওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণের মধ্য দিয়ে গত ৬ জানুয়ারী কাঠমাণ্ডুতে বহুল আলোচিত ১১তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়।

দু'দিনব্যাপী সম্মেলনে গৃহীত কাঠমাণ্ডু ঘোষণায় নতুন পুরনো মিলিয়ে ৫৬ দফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১১ পৃষ্ঠার এই ঘোষণায় আঞ্চলিক সহযোগিতা, সন্ত্রাস মুকাবিলা, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা, ছোট দেশগুলির নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা রয়েছে।

রাজা বীরেন্দ্র আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা'র সাত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের উপস্থিতিতে 'কাঠমাণ্ডু ঘোষণা-২০০২' প্রকাশ করেন সার্কের বর্তমান চেয়ারম্যান ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবা।

কাঠমাণ্ডু ঘোষণায় একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় সার্ককে একটি কার্যকর অর্থনৈতিক জোটে পরিণত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়াকে সমৃদ্ধশালী অঞ্চলে রূপ দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ভারতের পরমাণু অস্ত্রবাহী মিসাইল পরীক্ষা

ভারত গত ২৫ জানুয়ারী শুক্রবার সকাল ৮-টা ৫০ মিনিটে উড়িষ্যা রাজ্যের পূর্ব উপকূলে চাঁদিপুর পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ২ হাযার কিলোমিটার স্বল্পপাল্লার পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন অগ্নি-২ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালায়। ১৯৮৯ সালের ২২ মে'র পর উড়িষ্যার পূর্ব উপকূল থেকে এই নিয়ে মোট ৬ বার ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানো হ'ল। গত বছরের ১৭ জানুয়ারী সর্বশেষ এই উপকূল থেকে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল।

এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার সময় ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ডঃ ভি.কে আত্রে, সেনাবাহিনীর উপপ্রধান লে. জেনারেল বিজয় ওবেরয় এবং অগ্নি কর্মসূচী পরিচালক আরএন আগরওয়াল উপস্থিত ছিলেন। অগ্নি-২ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান। বাজপেয়ী বলেন, এটা আমাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির একটি বড় পদক্ষেপ। তিনি জানান, অন্য দু'টি ক্ষেপণাস্ত্রের কাজ এর মধ্যে শুরু হয়েছে।

ভারতের কর্মকর্তারা বলেন, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা এর মধ্যে অগ্নি-৩-এর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। যার পাল্লা হবে ৩ হাযার ৫০০ কিলোমিটার। এই পাল্লার আওতার মধ্যে চীনের প্রধান জনবহুল এলাকাগুলি চলে আসবে। ভারত সরকার কোন উসকানীমূলক পদক্ষেপের বিষয়টি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে নয়াদিল্লীর সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের অধ্যাপক ব্রাহমা চেল্লানি বলেন, যে ক্ষেপণাস্ত্রটির পরীক্ষা চালানো হয়েছে, সেটি পাকিস্তানের দিকে তাক করে রাখা পারমাণাবিক অস্ত্রগুলির মধ্যে কৌশলগত সংযোজন। চেল্লানি বলেন, ভারত যেকোন স্থান থেকে পাকিস্তানকে আঘাত হানতে সক্ষম ও পাকিস্তানের পারমাণবিক জবাব দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

এদিকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা আশা করছি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভারতের এই আচরণের দিকে খেয়াল রাখবে। কারণ তাদের আচরণের উপরই এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম। তবে পাকিস্তান পাল্টা কোন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাবে না। পাকিস্তানের পাশাপাশি ব্রিটেনও ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে, রাজনৈতিক উদ্বেগের এই সময়ে এই পরীক্ষা দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে একটি অশুভ ইঙ্গিত।

আমেরিকাকে ধ্বংস করার মত অস্ত্র কাউকে রাখতে দেওয়া হবে না

-প্রেসিডেন্ট বুশ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ গত ৩০ জানুয়ারী ২০০২ বুধবার তাঁর 'স্টেট অফ দি ইউনিয়ন' ভাষণে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে পারে এমন অস্ত্র কাউকেই রাখতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, আমাদের আশু প্রতিরক্ষা লক্ষ্য হবে যেসব দেশ পারমাণবিক ও জীবানু অস্ত্র তৈরী করছে তাদেরকে দেখে নেয়া। এসব দেশকে ছেড়ে দেয়া হবে না। এইসব দেশ বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি। শীঘ্রই এদের ধরা হবে। তিনি বলেন, পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের এসব দেশের সকল চেষ্টাই নস্যাৎ করা হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে বলেন, এখনও কমপক্ষে ডজন খানেক দেশে সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ শিবির চালু রয়েছে। তিনি বলেন, এসব কোন দেশকেই ছেড়ে দেয়া হবে না। তিনি বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে বিপদজনক সরকারগুলিকে বিশ্বের বিধ্বংসী সব অস্ত্র দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উপর আঘাত হানতে দেয়া হবে না। দেশবাসীকে তিনি বলেন, ধৈর্য ধরুন। তবে এ যুদ্ধ ব্যয়বহুল হবে বলেও তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন।

মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে প্রদত্ত এই ভাষণে বুশ মার্কিন জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, আফগানিস্তানে ১৯৯৬ সাল থেকে 'আল-ক্বায়েদার' তত্ত্বাবধানে যে হাযার হাযার লোক সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব সন্ত্রাসী এক একজন এক একটি টাইম বোমার মত। তিনি বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাতে আমাদের জিততে হবে। আমেরিকাকে করতে হবে সন্ত্রাসের শংকা থেকে মুক্ত। আর সেই সঙ্গে

আমাদের অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করতে হবে। বুশের ভাষণ সরাসরি টেলিভিশনে প্রচার করা হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরান, ইরাক ও উত্তর কোরিয়াকে 'শয়তানদের জোট' বা 'দুষ্টচক্র' হিসাবে উল্লেখ করে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, এই তিন দেশ শ্রীঘ্রই তার সরকারের সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ের পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু হবে। ভাষণে বুশ বলেন, দরকার হ'লে তিনি একাই এসব দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র একাই আঘাত হানতে প্রস্তুত।

বুশ বলেন, দেশ তিনটি হয়ত ১১ সেপ্টেম্বরের বোমা হামলার পর থেকে সন্ত্রাস এড়িয়ে চলছে, কিন্তু তাই বলে এদের বিশ্বাস করে বোকা বনতে চাই না। তিনি বলেন, উত্তর কোরীয় জনগণ যখন অনাহারে, সরকার তখন ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য বিধ্বংসী অস্ত্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে তৎপর। ইরানীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এ দেশের সরকার ফিলিস্তীনীদের গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করছে। অপরদিকে ইরাক এখনও যুক্তরাষ্ট্রকে তোয়াক্কা না করেই চলছে। তাছাড়া দেশটি সন্ত্রাসেও অব্যাহত মদদ দিয়ে চলছে।

এদিকে ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার উপর আঘাত হানার এই ঘোষণায় বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল খারাজী যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, আমরা এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করছি। সেই সঙ্গে আমরা এও বলছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ খবরদারি বিশ্ব মেনে নেবে না। খারাজী বলেন, এসব অভিযোগ করা হচ্ছে বিশ্ববাসীর মনোযোগ মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য।

MEATLOAF

Fast Food, Kabab & Ice-creem Parlor

এছাড়াও

❒ বিভিন্ন প্রকার কেক ❒ বিরিয়ানী ❒ কাচ্চি বিরিয়ানী ❒ তেহেরী ❒ হালিম অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

সকলের শুভ কামনায় *MEATLOAF*

সাহেব বাজার (জিরো পয়েন্ট)
(সিনথিয়া কম্পিউটারের নীচে)
রাজশাহী-৬১০০, ফোনঃ ৭৭৩২৮৭

মুসলিম জাহান

অর্থ সংকটে বন্ধ হয়ে গেছে প্রাচীনতম সঊদী পত্রিকা 'আল-বিলাদ'

সঊদী আরবের সবচেয়ে পুরনো দৈনিক পত্রিকা 'আল-বিলাদ' অর্থনৈতিক সংকটের কারণে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। জেদ্দা ভিত্তিক এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৩২ সালে। সে বছর আধুনিক সঊদী আরব ঐক্যবদ্ধ হয়। তখন পত্রিকাটির নাম ছিল 'হেজাজের কণ্ঠস্বর'। ২৮ বছর পর এর নামকরণ করা হয় 'আল-বিলাদ'। বিলাদ অর্থ দেশ।

উল্লেখ্য, সঊদী আরবে ৭টি আরবী, তিনটি ইংরেজী ও একটি বাণিজ্য দৈনিক পত্রিকা রয়েছে। এছাড়াও লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সঊদী মালিকানাধীন নিখিল আরব দৈনিক 'আল-হায়াত' ও 'আল-আসওয়াত' পত্রিকা দু'টি সঊদী আরবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সঊদী আরবের সকল দৈনিক পত্রিকা ব্যক্তিমালিকানাধীন। তবে রেডিও-টিভি সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে।

'আল-ক্বায়েদা' নেটওয়ার্কের সন্ধানে সোমালিয়ায় মার্কিন নযরদারী বৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী সোমালিয়ায় সন্দেহভাজন চরমপন্থীদের প্রশিক্ষণ শিবির এবং উসামা বিন লাদেন ও তার শীর্ষস্থানীয় সহযোগীরা যেসব স্থানে আশ্রয় নিতে পারে সে সব স্থানে বিমান থেকে নযরদারী বৃদ্ধি করেছে। তবে তারা বলেছেন, সোমালিয়াকে চরমপন্থীদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার শীর্ষস্থানীয় অভয়ারণ্য বলে বিবেচনা করা হ'লেও দেশটির উপকূল বরাবর মার্কিন নৌবাহিনীর পি-৩ গোয়েন্দা বিমানের কড়া নযর রাখার অর্থ এই নয় যে, আফগানিস্তানের পর এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী টার্গেট। আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যাওয়া 'আল-ক্বায়েদা' বাহিনী যাতে নতুন করে কোনভাবে দলবদ্ধ হ'তে না পারে সেজন্য কঠোর নযরদারীমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসাবে সোমালিয়ার উপকূল বরাবর গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

একজন মার্কিন কর্মকর্তা জানান, সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলের রাস কামবোনী 'আল-ইত্তিহাদ আল- ইসলামিয়া' আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। 'আল-ক্বায়েদা'র সঙ্গে এ সংগঠনের সম্পর্ক রয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্র ধারণা করছে।

ইরাকের অভিযোগঃ তেল বিক্রির বেশীর ভাগ অর্থই জাতিসংঘ নিয়ে যাচ্ছে

খাদ্যের বিনিময়ে তেল বিক্রি থেকে ইরাক গত ৬ বছরে যে পরিমাণ অর্থ আয় করেছে তার অর্ধেকেরও বেশী জাতিসংঘ রেখে দিয়েছে। ইরাকের বাণিজ্যমন্ত্রী মুহাম্মাদ মাহ্দী ছালেহ গত ২রা জানুয়ারী এ অভিযোগ উপস্থাপন করে বলেছেন, গত ৬ বছরে খাদ্যের বিনিময়ে তেল বিক্রির কর্মসূচীর আওতায় উপার্জিত অর্থের মধ্য থেকে জাতিসংঘ মোট ১ হাযার ৮৫০ কোটি ডলার কেটে রেখেছে এবং তেল উৎপাদনকারী দেশ ইরাক পেয়েছে দেড় হাযার কোটি ডলার।

তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের কাছে ৩০ কোটি ডলার মূল্যের তেল বিক্রির যে চুক্তিগুলি রয়েছে তার কার্যকারিতাও জাতিসংঘ আটকে রেখেছে। নিষেধাজ্ঞার ফলে শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত ইরাকী জনগণের মানবিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য খাদ্যের বিনিময়ে তেল কর্মসূচীর আওতায় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ইরাককে অশোধিত তেল বিক্রির সুযোগ দেয়া হয়। এই কর্মসূচীর অধীনে তেল বিক্রি থেকে যে পরিমাণ অর্থ আয় হয় তার একটি বিরাট অংশ কেটে রাখা হয়।

গত ৩ ডিসেম্বর খাদ্যের বিনিময়ে তেল কর্মসূচীর অধীনে তেল বিক্রির মেয়াদ আরো ৬ মাস বাড়ানোর জন্য জাতিসংঘের সাথে ইরাক একটি চুক্তি সাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার ফলে বিনা চিকিৎসায় ১৬ লাখ ইরাকী নানা রোগ-ব্যধিতে মারা গেছে।

লিবিয়ার উপর মার্কিন অবরোধের মেয়াদ বৃদ্ধি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ লিবিয়ার উপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরো বৃদ্ধি করেছেন। গত ৩ জানুয়ারী কংগ্রেসে এই নিষেধাজ্ঞা ২০০৩ সালের ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত বৃদ্ধির কথা বলা হয়। উল্লেখ্য, ২৫ বছর আগে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। ২টি দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটার প্রেক্ষিতে যে কারণে ১৯৮৬ সালের ৭ জানুয়ারী জাতীয় যরূরী অবস্থা ঘোষণা করতে হয় তার এখনো মীমাংসা হয়নি বলে বুশ উল্লেখ করেন। ১৯৮৮ সালে স্কটল্যাণ্ডের লকারবীর আকাশে প্যান এ্যাম বিমানে বোমা হামলায় জড়িত সন্দেহভাজন দু'ব্যক্তিকে লিবিয়া হস্তান্তর করার পর ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ লিবিয়ার উপর আরোপিত তার অবরোধ স্থগিত করে। তবে বুশ তার পত্রে অভিযোগ করেন যে, এই মামলার জন্য লিবিয়া তার কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ জাতিসংঘ প্রস্তাব মেনে নেয়নি। এ কারণে লিবিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় যেকোন ব্যবস্থা নিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ডিনামাইট দিয়ে 'ভয়েস অফ প্যালেস্টাইন' গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরাঈল

ইসরাঈলী সৈন্যরা ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পশ্চিম তীরবর্তী রামাল্লা শহরের ফিলিস্তীন বেতার কেন্দ্র 'ভয়েস অফ প্যালেস্টাইন' ধ্বংস করে দিয়েছে। গত ১৭ জানুয়ারী ইসরাঈলের উত্তরাঞ্চলীয় হাদেরা শহরে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অজ্ঞাতনামা এক ফিলিস্তীনী বন্দুকধারীর গুলিতে ৬ ইসরাঈলী নিহত হওয়ার বদলা হিসাবেই ট্রাঙ্ক ও বুলডোজার সজ্জিত ইসরাঈলী সৈন্যরা এ তাণ্ডব চালায়। ফিলিস্তীন কর্তৃপক্ষ বলেছে, তাদের গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতেই চালানো হয়েছে এ হামলা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী ইসরাঈলী সৈন্যরা গত ১৯ জানুয়ারী সকালে রামাল্লায় ফিলিস্তীন বেতার কেন্দ্র 'ভয়েস অফ প্যালেস্টাইনে' প্রবেশ করে। তারা বেতার কেন্দ্রের পাঁচতলা ভবনে ঢুকেই ভেতরে ডিনামাইট স্থাপন করে এবং ভবনের ভেতরে কর্মরত সবাইকে তাৎক্ষণিকভাবে বের করে দেয়। 'ভয়েস অফ প্যালেস্টাইন'-য়ে বিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ভবনটিতে আগুন ধরে যায়। ভবনের প্রতি তলা দিয়ে তীব্র বেগে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসে। উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে ইসরাঈল 'ভয়েস অফ প্যালেস্টাইন'-এর একটি ট্রান্সমিশন টাওয়ার এবং সম্প্রচার ভবন ধ্বংস করে দেয়। এরপর থেকে 'ভয়েস অফ প্যালেস্টাইন' স্থানীয় বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছিল। ফিলিস্তীনী প্রিভেন্টিভ সিকিউরিটি চীফ জিবরীল রজব বলেন, ইসরাঈলী সৈন্যদের এ হামলা এটাই প্রমাণ করে যে, প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারনের রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই। তার কাছে যুদ্ধই একমাত্র বিকল্প। তিনি বলেন, কাণ্ডজ্ঞানহীন ইসরাঈল সরকার ফিলিস্তীন সার্বভৌমত্বের প্রতীক ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু 'ভয়েস অফ প্যালেস্টাইন'ই একমাত্র ভবন নয়, যেটি ধ্বংস করা হ'ল। এই বেতার কেন্দ্র প্রত্যেক ফিলিস্তীনীর হৃদয়ে গ্রোথিত।

আফগানিস্তান বিদেশী প্রভাবমুক্ত না হ'লে এ অঞ্চলে নতুন সংকটের জন্ম হবে

-সাংহাই সহযোগিতা গ্রুপ

চীন ও রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন ছয় জাতি গ্রুপ বলেছে, তারা চায় আফগানিস্তান বিদেশী প্রভাবমুক্ত থাকুক। আফগানিস্তানে বাইরের প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে এ অঞ্চলে নতুন সংকটের জন্ম দেবে। গত ৭ জানুয়ারী বেইজিংয়ে 'সাংহাই সহযোগিতা গ্রুপে'র পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে এই আহ্বান জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ আফগানিস্তানকে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করার আহ্বান জানান।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইগর ইভানভ বলেন, এ অঞ্চলের দেশগুলিকেই উদ্ভূত পরিস্থিতি মুকাবিলার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এই গ্রুপের সদস্যরা হচ্ছে রাশিয়া, চীন, কাজাকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান। গ্রুপের সদস্যরা আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতির ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

রাজশাহী থাই এ্যালুমিনিয়াম এণ্ড গ্লাস সেন্টার

এজেন্ট কাই বাংলাদেশ এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড

(দেশী-বিদেশী এ্যালুমিনিয়াম এবং কাঁচ খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা)

- ❒ এ্যালুমিনিয়াম জানালা, দরজা, পার্টিশান।
- ❒ ফল্‌সসিলিং, ওয়াল-সোকেস, কাউন্টার।
- ❒ মোজাইক কাঁচ, বেসিনের কাঁচ, লুকিং গ্লাস।
- ❒ এ্যালুমিনিয়ামের যাবতীয় ফিটিং।
- ❒ পর্দার রেল ইত্যাদি প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা।

বরেন্দ্র মার্কেট, বিলসিমলা, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৭১৩৪৫

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

গাছের বীজ থেকে ডিজেল!

ব্যাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা (আইআইএসসি) হিন্দিতে 'কারাঞ্জ' নামে পরিচিত গাছের বীজ থেকে ডিজেল উদ্ভাবন করার দাবী করেছেন। ঐ গাছের বীজ পিষে ডিজেল বের করার বিষয়টি প্রদর্শন করে বিজ্ঞানীরা বলেন, ৪ টন বীজ থেকে ১ টন ডিজেল পাওয়া যাবে। আর যেহেতু এই গাছটি অধিকাংশ বাড়ীর আঙ্গিনায় দেখা যায়, তাই এর বীজ সংগ্রহ করতে তেমন অসুবিধা হবে না। এর দামও বেশী হবে না। বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক উদিপি শ্রী নিবাস বলেন, ১ কোটি হেক্টর জমিতে এই গাছ লাগালে ভারত বছরে যে পরিমাণ ডিজেল আমদানী করে থাকে, তার পুরোটাই এ থেকে পূরণ করা সম্ভব। নব উদ্ভাবিত এই জ্বালানি তেলের খরচ বর্তমানে ব্যবহৃত ডিজেলের খরচের মাত্র এক-চতুর্থাংশ পড়বে।

মূত্রথলির ক্যান্সারের সাথে সম্পৃক্ত জিনের সন্ধান লাভ

সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানীরা মূত্রথলির গ্রন্থিতে বংশগত ক্যান্সারের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি জিন চিহ্নিত করার কথা জানিয়েছেন।

মার্কিন স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ১ লাখ ৮৯ হাযারেরও বেশী লোকের মূত্রথলিতে ক্যান্সার ধরা পড়ে। এর শতকরা প্রায় ৯ ভাগই বংশগত। ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জনস হপকিন্স মেডিকেল ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্যদের মধ্যে ক্লিল্যাণ্ড ক্লিনিকের গবেষকদের একটি দল সম্প্রতি এটি সনাক্ত করেন।

ধারণা করা হচ্ছে, এ আবিষ্কার অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ টিউমার সৃষ্টিকারী জিন প্রতিরোধের উপায় খুঁজে বের করতে চিকিৎসকদের সাহায্য করবে। এ প্রকল্পের নেতৃস্থানীয় গবেষকদের অন্যতম হিউম্যান জিনোম ইনস্টিটিউটের জেফরে ট্রেন্ট বলেন, নতুন আবিষ্কার এ রোগ সৃষ্টিতে সহায়ক বংশগতির জটিল যোগসূত্র উদ্ভাবনে সহায়ক হবে।

মানবদেহে চিহ্নিত এ জিনটি ক্যান্সারাক্রান্ত কোষকে একটি সিগন্যাল পাঠায় এবং এ কোষটি অবশিষ্ট শরীরকে রক্ষার জন্য নিজেকে নির্জীব করে ফেলে। এভাবেই সারা শরীরে ক্যান্সারাক্রান্ত নির্জীব কোষগুলি ছড়িয়ে পড়ে।

এসপিরিন হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

হৃদরোগ অথবা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের উচ্চমাত্রার ঝুঁকি যাদের রয়েছে এমন রোগীরা যদি নিয়মমত এসপিরিন ব্যবহার করেন, তাহ'লে প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাযার মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবেন। বিজ্ঞানীরা ৩০০ রোগীকে এসপিরিন এবং শিরায় রক্তের জমাট বাঁধায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এ ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করে দেখতে পান যে, অধিক সংখ্যক রোগী এসপিরিনে উপকৃত হয়েছেন। এসপিরিন ও রক্তে জমাট বাঁধা বন্ধের ওষুধ তাদের উপরই প্রয়োগ করা হয়, যারা এর পূর্বে একবার হৃদরোগ অথবা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

মেরু অঞ্চল আরো শীতল হচ্ছে

বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ে বিজ্ঞানীরা যখন গভীর উদ্বিগ্ন তখন পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের কিছু অংশ খুব দ্রুত আরও শীতল হয়ে পড়ছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ এণ্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-এর প্রফেসর পিটার ডোরান-এর নেতৃত্বে পরিচালিত গবেষণাকর্মের এ তথ্যটি বৃটেনের গবেষণা সাময়িকী 'নেচার'-য়ে প্রকাশ পায়।

উত্তর মেরুর সবচেয়ে বড় বরফমুক্ত এলাকা ম্যাক মুরডো উপত্যকায় অবস্থিত আবহাওয়া স্টেশনগুলির তাপমাত্রার রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, এ অঞ্চল ১৯৮৬ থেকে ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতি দশকে গড়ে ১ দশমিক ২৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট হারে শীতল হচ্ছে। হেমন্ত ও গ্রীষ্মকালে শীতল হওয়ার প্রবণতা প্রকট হয়। এই প্রবণতা স্থানীয় পরিবেশ ও প্রাণীজগতের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

মেরু অঞ্চল যে ঠাণ্ডা হচ্ছে বিষয়টি এই প্রথমবারের মত ধরা পড়ে। এর সম্ভাব্য কারণ হিসাবে প্রফেসর ডোরান সামুদ্রিক স্রোতের জটিল প্যাটর্নকে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সমুদ্র স্রোতের গতি পরিবর্তনে দক্ষিণ সাগর অঞ্চল শীতল হ'তে পারে। সুমেরু অঞ্চলের চতুর্দিকে রয়েছে শীতল সামুদ্রিক স্রোত। যা আবহাওয়া পরিবর্তনের উপর প্রভাব ফেলে। গবেষকদের এই নয়া তথ্য এতদিন ধরে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি নিয়ে যে হৈচৈ হচ্ছে তার বিপরীত। এতদিন ধরে সবার বদ্ধমূল ধারণা ছিল বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের আইস ক্যাম্প গলে গিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তখন সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়বে এবং স্থলভাগের অনেক অংশ পানিতে তলিয়ে যাবে।

চা ক্যান্সার প্রতিরোধে সক্ষম

চা একটি জনপ্রিয় পানীয়। এটি সহজলভ্যও বটে। চা মানুষের পরিশ্রান্ত দেহকে সতেজ করে কাজের উদ্দীপনা যোগাতে সহায়তা করে। তবে দুধ, চিনি, লেবুমিশ্রিত চায়ের চেয়ে শুধু 'র' চা-ই স্বাস্থ্যের জন্য বেশী উপকারী। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এই শক্তিশালী পানীয় অনেক অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম। আমেরিকান হেলথ ফাউণ্ডেশনের রিসার্চ সেন্টারের ডাক্তার এবং গবেষকগণ মন্তব্য করেন যে, চা পানের অভ্যাস আমাদের বেশকিছু রোগ-ব্যাধির মোকাবিলা করতে পারে। যেমন স্ট্রোক, হার্ট এ্যাটাক এবং কিছু প্রকার ক্যান্সার। জাপানের ইউনিভার্সিটি অব শিজুওফা-এর খাদ্য বিজ্ঞানী ও গবেষক ডাঃ ইটারোও গুণীর মতে সবুজ চা কয়েক ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে। তিনি সম্প্রতি তার এক দীর্ঘ গবেষণায় দেখেছেন, সবুজ চাতে যে ফ্লেভনয়েডস আছে তা আমাদের ত্বকের মেলানিনের অতিরিক্ত বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে ত্বক অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার থাকে। তিনি আরও দেখেছেন যে, ফ্লেভনয়েডস ত্বকের ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষগুলিকে নির্জীব করে দেয়। ফলে ত্বক ক্যান্সারের ঝুঁকি শতকরা ৯৫ ভাগ কমে যায়।

সবুজ চা'তে পলিফেনল-এর মাত্রা বেশী থাকে। তাই এই চা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে চাঙ্গা রাখে। চায়ের পাতা যানন্ত্রিন হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। এটি ত্বকের উপর লাগালে ত্বক সূর্য পোড়া অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থা এবং লাবণ্যতা ফিরে পায়। চা'তে ফ্লুরাইড রয়েছে, যা দাঁত ও মাড়িকে সুস্থ রাখতে পারে এবং নানাবিধ দন্ত সমস্যা থেকেও মুক্ত রাখতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, চা ডেন্ডাল ক্যারিজ ও মাড়ির নানা রকম সমস্যা থেকে দূরে রাখে। কারণ গরম চা পানের মাধ্যমে মুখ গহ্বরের ওরাল ব্যাকটেরিয়াগুলি মারা যায় ও নির্জীব হয়ে পড়ে। সাধারণত ১০০ ফারেনহাইট তাপমাত্রায় কোন প্রকার জীবাণুই বাঁচতে পারে না। এজন্য আমরা যখন গরম চা পান করি,তখন আমাদের গলা ও মুখের অনেক প্রকার জীবাণুর মৃত্যু ঘটে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশের পূর্বাঞ্চলে সপ্তাহব্যাপী সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

(২য় কিস্তি)

১- কানাইঘাট উপযেলাধীন গ্রামসমূহঃ

২৪শে ডিসেম্বর ২০০১ সোমবারঃ কানাইঘাট উপযেলাধীন গাছবাড়ী বাজার 'সারমিন কমিউনিটি সেন্টারে' অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশ শেষে বাদ মাগরিব মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে রিকশা যোগে অন্যূন তিন কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তরে গোয়ালজুর গ্রামে রওয়ানা হন খ্যাতনামা প্রবীণ আলেম মাওলানা মোহাম্মাদ আলী (৭৩)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য ও তাঁর নিকট থেকে দো'আ নেবার জন্য। উল্লেখ্য যে, 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসে'র সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা মোহাম্মাদ আলী গত প্রায় পাঁচ বছর যাবত অসুস্থ হয়ে বাড়ীতে শয্যাশায়ী রয়েছেন। রাস্তায় রিকশা রেখে উঁচু-নীচু ধানকাটা জমি মাড়িয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাতের আঁধারে মাওলানার অন্যতম ছোট ভাই মাওলানা আহমাদ হোসায়েন (৬০)-এর সাথে সফরসঙ্গীদের নিয়ে গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শয্যাশায়ী মাওলানা মোহাম্মাদ আলী (৭৩) পোষাক পরিধান করে লাঠিতে ভর দিয়ে নিজ কক্ষ থেকে হেঁটে এসে পাশের কক্ষে আমীরে জামা'আতের সম্মুখে হাযির হন। তাঁর এই অবিশ্বাস্য আচরণে উপস্থিত সকলে অভিভূত হয়ে পড়েন। হৃদয়ের গভীরে টান পড়লে দেহে শক্তির স্ফূরণ ঘটে, মাওলানা সেটাই যেন সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর চির পরিচিত অনাবিল ও উদার হাসিমাখা চেহারা, স্মৃতির পাতায় ধারণ করা অসংখ্য কথার ফুলঝুরি, অথচ সব কথা বলতে না পারার বেদনা সবকিছু মিলে পরিবেশটি হয়ে উঠলো ভারাক্রান্ত। মুহতারাম আমীরে জামা'আত নাস্তা-পানি ভুলে গিয়ে বিদ্যুৎবিহীন অজপাড়াগাঁয়ে হারিকেনের অনভ্যস্ত আলোতে ব্রীফকেসের উপরে কলম হাতে কাগজ মেলে ধরলেন। রোগ জর্জরিত মাওলানার হঠাৎ সুস্থতার আনন্দঘন মুহূর্তটিকে তিনি ভবিষ্যত বংশধরের জন্য দুর্লভ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং মাওলানার নিকটে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বহু অজানা তথ্য জেনে নিয়ে দ্রুত লিপিবদ্ধ করতে থাকলেন। এই বয়সেও মাওলানার প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যান। মাওলানা ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতাদের এবং পার্শ্ববর্তী বাঁশবাড়ী গ্রামের মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীর সম্মিলিতভাবে দেওয়া তথ্য সমূহের আলোকে সিলেট যেলায় বর্তমানে আহলেহাদীছদের অবস্থান নিম্নরূপঃ

(১) বাঁশবাড়ীঃ এই গ্রামেই আল্লামা ত্বাহের সিলহেটীর জন্ম ও কবরস্থান। উপমহাদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র অন্যতম দিকপাল শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০ হিঃ)-এর স্বনামধন্য ছাত্র মাওলানা ত্বাহের সিলেটীর মাধ্যমেই এতদঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন যোরদার হয়। তাঁরই পৌত্র ডঃ মুযযাম্মিল আলী বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। এই গ্রামের ১০০% বাসিন্দা আহলেহাদীছ। জামে মসজিদ ২টি ও ঈদগাহ ১টি। মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী (৫৫) বর্তমানে এই গ্রামের নামকরা আলেম এবং গাছবাড়ী 'আহলেহাদীছ পাঠাগারে'র সভাপতি তাজুল ইসলাম (২৪) এই গ্রামেরই ছেলে এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনে সক্রিয়।

(২) গোয়ালজুরঃ মাওলানা মোহাম্মাদ আলীর দাদা মাওলানা ইসরাঈলের মাধ্যমে এই গ্রামে আহলেহাদীছের দা'ওয়াত পৌঁছে। তিনি মাওলানা ত্বাহের সিলেটীর ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে মাওলানা মোহাম্মাদ আলীর চার ভাই ও তাঁদের ছেলেরা প্রায় সবাই আলেম। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি বর্তমানে ত্বায়েফে চাকুরীরত মুহাম্মাদ হারূণ বিন আহমাদ হোসায়েন মাওলানা মোহাম্মাদ আলীর আপন ভাতিজা। এই গ্রামে ৫০% আহলেহাদীছ। গম্বুজওয়ালা সুন্দর মসজিদ, পুকুর ও ঈদগাহ রয়েছে। একটি ইবতেদায়ী মাদরাসাও রয়েছে।

(৩) ফাগুঃ এই গ্রামের ৫০% আহলেহাদীছ। পৃথক জামে মসজিদ রয়েছে। ফাগু ও বাঁশবাড়ীর সম্মিলিত ঈদগাহ একটি। 'বাঁশবাড়ী-ফাগু ত্বাহেরিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসা' এখানেই স্থাপিত। বয়স্কদের মধ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তি হ'লেন মাওলানা আমীরুদ্দীন (৬৫)। তিনিই গ্রামের জামে মসজিদের খত্বীব।

(৪) তিনশতি নয়াগ্রামঃ গ্রামের এক তৃতীয়াংশ বাসিন্দা আহলেহাদীছ। প্রায় ৪০ ঘর হবে। নিজস্ব জামে মসজিদ ও ঈদগাহ রয়েছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনে সক্রিয় যুবক হ'লেন আনোয়ারুয যামান (২০)।

(৫) দর্জিমাটিঃ গ্রামের ২৫% বাসিন্দা আহলেহাদীছ। হানাফীদের সঙ্গে জুম'আ পড়ে। ফলে আহলেহাদীছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এই গ্রামে সক্রিয় ব্যক্তি হ'লেন ফযলুর রহমান (৬৫)। আহলেহাদীছের মধ্যে কোন আলেম নেই।

(৬) ভাড়ারীমাটিঃ গ্রামের ৫০% আহলেহাদীছ। নিজস্ব ঈদগাহ রয়েছে। কিন্তু পৃথক জামে মসজিদ নেই। হানাফীদের সঙ্গে জুম'আ পড়ার ফলে অনেকেরই আক্বীদায় দুর্বলতা এসে গিয়েছে। আন্দোলনে সক্রিয় যুবক হ'লেন বুরহানুদ্দীন (৩০)। যিনি গাছবাড়ী বাজারের একজন ব্যবসায়ী। এই গ্রামে কোন আলেম নেই।

(৭) জৈন্তিপুরঃ কানাইঘাট থানা থেকে অন্যূন ২ কিঃ মিঃ দূরে বিরাট গ্রাম, যার ৫০% আহলেহাদীছ। এই গ্রামে তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে নির্মিত ৮৭/৯৩ নং জামে মসজিদটি অবস্থিত। গ্রামে কোন আলেম নেই। মসজিদে স্থায়ী কোন ইমাম নেই। আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তি হ'লেন মসজিদের সেক্রেটারী জনাব আবদুর রহমান (৬৫), সদস্য মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ (৫৫) প্রমুখ।

(৮) ধলপুরঃ জৈন্তিপুর থেকে আধা কিলোমিটার দূরে এই গ্রামের আহলেহাদীছ মসজিদটির মুছল্লীদের অনেকে হানাফী হয়ে গেছে এবং মসজিদটি হানাফীদের দখলে চলে গেছে। ৫/৭ ঘর আহলেহাদীছ এখনো টিকে আছেন, যারা জৈন্তিপুর গ্রামে এসে জুম'আ ও ঈদের ছালাত আদায় করেন। গ্রামের আমানদারী মুনশী মারা যাওয়ার পরে সেখানে সক্রিয় কোন আহলেহাদীছ নেই।

২- জৈন্তাপুর উপযেলাধীন গ্রাম সমূহঃ

(১) সেনগ্রামঃ ৫০% বাসিন্দা আহলেহাদীছ। নিজস্ব জামে মসজিদ, ঈদগাহ ও একটি দাখিল মাদরাসা রয়েছে। আলেম ৮ জন। আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তি হ'লেন মাষ্টার শফীকুর রহমান (৫০)।

(২) ডেমাঃ মাত্র ৫ ঘর আহলেহাদীছ রয়েছে। আহলেহাদীছ

যুবসংঘের 'কর্মী' ইসলামুদ্দীন (৩০) এ গ্রামেরই সন্তান। তিনি বর্তমানে ফেনীতে হারামায়েন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের দাঈ হিসাবে কর্মরত।

(৩) ডৌডিগঃ এখানেও ৫ ঘর আহলেহাদীছ রয়েছেন। নিজস্ব মসজিদ নেই। তবে জায়গা আছে। গ্রামের সক্রিয় ব্যক্তি হ'লেন আবুল কালাম (৩৫), ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ।

(৪) ১নং লক্ষ্মীপুরঃ ৫টি পরিবার আহলেহাদীছ। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন (৩০) এ গ্রামেরই সন্তান, যিনি বর্তমানে সিলেট যেলা 'যুবসংঘে'র নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

(৫) কমলাবাড়ীঃ এ গ্রামে ২টি পরিবার আহলেহাদীছ।

৩- গোয়াইনঘাট উপযেলাধীন গ্রাম সমূহঃ

(১) কাপাউড়াঃ জাফলং নদী ও পর্যটন কেন্দ্রের উত্তর পাড়ে ভারত সীমান্ত ঘেঁষা ৪টি গ্রামের অধিকাংশ আহলেহাদীছ। তন্মধ্যে এই গ্রামের ১০০% আহলেহাদীছ। তাদের নিজস্ব জামে মসজিদ ও ঈদগাহ রয়েছে। কানাইঘাট উপযেলাধীন ভাড়ারীমাটি গ্রামের মৌলবী আব্দুল মালেক এখানকার মসজিদে ইমামতি করেন। গ্রামের সক্রিয় আহলেহাদীছ ব্যক্তি হ'লেন জনাব মূসা হাজী (৫০)।

(২) বিত্রিকাল হাওরঃ এই গ্রামের ৯০% আহলেহাদীছ। সক্রিয় ব্যক্তি হ'লেন মৌলভী আফাযুদ্দীন। এঁরা মূলতঃ টাঙ্গাইল থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছেন।

(৩) ট্যাংরোখালঃ এই গ্রামের ৫০% আহলেহাদীছ। সক্রিয় ব্যক্তি হ'লেন জনাব আবদুছ ছবূর (৬০)।

(৪) হাতির খালঃ এখানেও অধিকাংশ আহলেহাদীছ। সক্রিয় ব্যক্তি হ'লেন জনাব খলীলুর রহমান (৬০)।

হবিগঞ্জ যেলাঃ পার্শ্ববর্তী হবিগঞ্জ যেলার লাখাই উপযেলার লাখাই গ্রাম বা ইউনিয়নের ৬০% বাসিন্দা আহলেহাদীছ। বিরাট এই গ্রামটি ৩টি পাড়ায় বিভক্ত। তিন পাড়াতে তিনটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ রয়েছে। এতদঞ্চলে বিগত যুগে আহলেহাদীছ-এর দা'ওয়াত দানকারী প্রাণপুরুষ মাওলানা মীযানুর রহমান ও মাওলানা শফীকুর রহমানের জন্মস্থান হ'ল এই গ্রাম। বর্তমানে এখানে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব হ'লেন মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (৬০) ও মাওলানা আবদুল খালেক (৬০) প্রমুখ।

সিলেট প্রত্যাবর্তন

অসুস্থ মাওলানা মোহাম্মাদ আলী (৭৩)-এর নিকট থেকে দো'আ নিয়ে সফরসঙ্গীদের সাথে করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাতেই রিকশা যোগে গাছবাড়ী আহলেহাদীছ পাঠাগারে ফিরে এসে কর্মীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। অতঃপর গভীর রাতে তিনি মাইক্রোযোগে সিলেট প্রত্যাবর্তন করেন।

সুধী সমাবেশঃ ২৬ শে ডিসেম্বর ২০০১ বুধবার সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত শহরের কয়েকজন ইসলামী নেতার সাথে বৈঠক করেন। বিকাল ৩-টায় তিনি সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। সিলেট বিমানবন্দর সড়কে শাহজালালের মাযার সংলগ্ন দরগা গেইটে অবস্থিত শহীদ সুলেমান হলে উক্ত সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের জন্য স্থানীয় পত্রিকা সমূহে ব্যাপক প্রচার করা হয়। যেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আহলেহাদীছ সুধীমণ্ডলী ছাড়াও বহু হানাফী ও মহিলা সুধী উক্ত সমাবেশে যোগদান করেন। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সিলেট লালদীঘির পাড় বন্দবাজার মুসলিম জুয়েলার্স-এর মালিক শেখ মুহাম্মাদ ফীরোয-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শহরের কলাপাড়া সুবিদ বাজার নূরানী আবাসিক এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও মহল্লার জামে মসজিদের খত্বীব জনাব নাছীরুদ্দীন (৪৭)।

তিনি বলেন, এদেশে ইসলামের ৯৫% বিকৃত হয়ে গেছে। শিরক ও বিদ'আতে দেশ ভরে গেছে। এসব থেকে বাঁচানোর জন্য একটা দলকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, দেশে বহু ইসলামী সংগঠন আছে। তারা কিছু কিছু দ্বীনের কাজ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু আক্বীদা ঠিক না হ'লে সবকিছুই বাতিল। খুঁজতে খুঁজতে আমি আজ এমন এক সংগঠনের সন্ধান পেয়েছি, যেখানে এসে আমি শান্তি পেয়েছি। এযাবত আমি তাঁদের যে সব সাহিত্য পড়েছি, তাতে বুঝেছি যে, আক্বীদা ঠিক করাকেই তাঁরা সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতএব আজ থেকে আমি এই সংগঠনে যোগদান করলাম' (ফালিল্লা-হিল হাম্দ)।

বিশেষ অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, 'পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিকটে ফিরে আসতে পারলেই আমাদের সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা দূরীভূত হবে। যুবকদেরকে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু একাজে ব্যয় করার প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি'।

অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আল্লাহ্র দাসত্ব আর ত্বাগূতের আনুগত্য কখনোই একত্রে চলতে পারে না। তিনি বলেন, যে শাহজালাল ইসলামের অকুতোভয় প্রচারক ও বীর সেনাপতি হিসাবে সিলেটে আগমন করেছিলেন, আজ তাঁকে পীর-ফকীরের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। যিনি ছিলেন শিরকের উৎখাতকারী, আজ তাঁর কবরকে শিরকের আস্তানা বানানো হয়েছে।

এমনিতরো হাযার হাযার মাযার ও আস্তানা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে রাস্তার ধারে তৈরী করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক দুষ্টমতি লোক ও দুনিয়াদার আলেম এইসব শিরকের লালনকারী ও পাহারাদার এবং দেশের সরকার ধর্মস্থানের নামে এই আড্ডাখানাগুলির নিরাপত্তা দানকারী। তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত এইসব শিরকের আস্তানা ধূলিস্যাৎ না হবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলার যমীনে আল্লাহ্র রহমত বাধাগ্রস্ত থাকবে। তিনি দেশের তাক্বওয়াশীল ওলামায়ে কেরাম ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আসুন! সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ গঠনের শপথ গ্রহণ করি। শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করি।

সভাপতির ভাষণে শেখ মুহাম্মাদ ফীরোয বলেন, আজ আমার মন ভরে গেছে। ভবিষ্যতে এই মহানগরীতে আপনাদেরকে নিয়ে বিরাটাকারে সম্মেলন করার আশা রইল।

(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

ইসলামী সম্মেলন

রহমানপুর টাঙ্গাইলঃ অদ্য ৩০শে ডিসেম্বর ২০০১ রবিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কালিহাতীর এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা

সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আল্লামা **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস, এম, আযীযুল্লাহ। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'দারুল ইফতা'র অন্যতম সদস্য, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর পরিচালক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

সিরাজগঞ্জঃ গত ৪ঠা জানুয়ারী রোজ শুক্রবার বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে উল্লাপাড়া উপযেলাধীন সদাই স্কুল ময়দানে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার অধ্যক্ষ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাজীপুর), আবদুল্লাহিল কাফী বিন আবদুল হালীম (সাতক্ষীরা), সিরাজগঞ্জ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা, সদাই মসজিদের ইমাম মাওলানা আবু যার ও স্থানীয় উলামায়ে কেরাম। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুর হাট)।

কুড়াহার, বগুড়াঃ অদ্য ২ ফেব্রুয়ারী শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার শিবগঞ্জ এলাকার উদ্যোগে কুড়াহারে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মাষ্টার আনছার আলী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস, এম, আযীযুল্লাহ। প্রধান বক্তা ছিলেন দারুল ইফতার অন্যতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের রক্তঝরা জিহাদী ইতিহাস উল্লেখ করে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের এবং পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে সেই শিক্ষা অনুসারে জীবন পরিচালনার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

দিনাজপুর-পূর্বঃ গত ১১ই জানুয়ারী ২০০২ রোজ শুক্রবার বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিরামপুর শহরের মাদরাসা জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি ডাঃ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আবদুল লতীফ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার এক অতুল্য প্লাটফরম। এ প্লাটফরমে সমবেত প্রত্যেক কর্মী ও দায়িত্বশীল ভাইকে প্রচলিত রসম-রেওয়ায ও নিজ নফসের আনুগত্য না করে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র জ্ঞানার্জনে ব্রতী হ'তে হবে। তিনি সূরা ছফ-এর ৪নং আয়াতের ব্যাখ্যা করেন এবং কর্মীদেরকে পারস্পরিক ক্ষোভ, ঘৃণা, নিন্দা ও অপবাদের পথ পরিহার করে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দাওয়াত ও জিহাদ-এর কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতি যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। প্রকাশ থাকে যে, তিনি ১০ তারিখ বৃহস্পতিবার অত্র যেলার রাণীগঞ্জ এলাকার দক্ষিণ দেবীপুর, নূরপুর ও রামপুর-এর কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সাংগঠনিক অগ্রগতির তদারকি করেন।

মসজিদ ইসলামী সমাজ গঠনের প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ

-আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ১৬ই জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী যেলার দূর্গাপুর থানার অন্তর্গত তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নবনির্মিত ধোকড়াকুল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, মসজিদে বসেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে দ্বীনি তা'লীম দিতেন এবং ওলামায়ে কেরাম সেই থেকে এখন পর্যন্ত মসজিদে মসজিদে মুসলিম ছেলে-মেয়েদের কুরআন-হাদীছ শিক্ষা, ছালাত শিক্ষা, দো'আ ও তাসবীহ-তাহলীল সহ ইসলামী আদব শিক্ষা দিয়ে আসছেন। যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা জীবনের শুরুতে মসজিদ ভিত্তিক এই দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছে তারা আর মসজিদ তথা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়নি। তাই মসজিদই হ'ল ইসলামী সমাজ গঠনের প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ। তিনি অত্র মসজিদ তাওহীদ ট্রাষ্ট কর্তৃক নির্মিত দেশের সকল মসজিদে মক্তব (কুরআন শিক্ষা), সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও মাসিক তাবলীগী ইজতেমা চালু রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ-এর সভাপতিত্বে ও তাহেরপুর এলাকা সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার অধ্যক্ষ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দুররুল হূদা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডাঃ মনছূরুর রহমান (তাহেরপুর), যেলা উপদেষ্টা জনাব আবুল কালাম আযাদ ও ডাঃ ইদ্রীস আলী প্রমুখ।

ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক জীবনে ইসলাম কায়েমের আন্দোলনে শরীক হৌন

-নায়েবে আমীর।

রাজশাহী ১৮ই জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ রাজশাহী যেলার বাগমারা এলাকার কুমারপুর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী উপরোক্ত আহ্বান জানান। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ আইয়ূব হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

তাবলীগী সফর

গোপালগঞ্জঃ গত ২৩শে জানুয়ারী হ'তে ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আবদুল লতীফ গোপালগঞ্জ যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। বিভিন্ন শাখায় গণসংযোগ ছাড়াও তিনি দায়িত্বশীলদের সাথে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন এবং সাংগঠনিক কাজ-কর্মের তদারকি করেন। এ সময়ে তিনি বহলতলী ও মাঝিগাঁতী শাখা গঠন করেন। এছাড়া পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি ২৫শে জানুয়ারী বাদ জুম'আ গোপালগঞ্জ শহরের মিয়াঁপাড়ায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলার বিভিন্ন শাখা হ'তে আগত কর্মী ও সুধীগণের উপস্থিতিতে জনাব মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনকে সভাপতি, গাযী বাক্বীউল আলমকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইবরাহীম (বহলতলী)-কে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কর্মপরিষদ পুনর্গঠন করেন এবং সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন।

ক্ষমতায়নের নামে নারী ও পুরুষের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি করবেন না

-সরকারের প্রতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১লা ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ প্রস্তাবিত 'বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' রাজশাহী জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বর্তমান জোট সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইসলাম পুরুষকে নারীর উপরে কর্তৃত্বশীল বলে ঘোষণা করেছে এবং উভয়কে পরস্পরের পোষাক হিসাবে বর্ণনা করেছে। ইসলাম নারীকে বিশ্ব ইতিহাসে সবচাইতে বেশী মর্যাদা দান করেছে। সাথে সাথে ইসলাম পরস্পরের প্রতিভা বিকাশের অবাধ সুযোগ দান করেছে। তিনি বলেন, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্ভ্রমবোধ ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাই কেবল উভয়কে নিরাপদ ও প্রকৃত স্বাধীন হিসাবে জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা দিতে পারে। কেননা নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারের শামিল। তিনি বলেন, ক্ষমতায়নের নামে নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী বানানোর পাঁয়তারা হচ্ছে এবং রাজনীতির ন্যায় সর্বাধিক স্পর্শকাতর ময়দানে পুরুষের বিরুদ্ধে নেতৃত্বের সংঘাতে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি প্রশ্ন রাখেন, পুরুষ মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণ কি নারীদের সমস্যাবলী সম্পর্কে অবহিত নন? তাদের ঘরে কি মা-বোন, স্ত্রী-কন্যা নেই? তাহ'লে কেন ঘরের বউকে রাস্তায় টেনে এনে পুরুষালী কাজের অংশীদার করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হচ্ছে? তিনি বলেন, নারী-পুরুষের সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান ইসলামে রয়েছে। সে অনুযায়ী দেশ শাসন করলেই নারী ও পুরুষ প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অধিকার ভোগ করবে। এর ব্যতিক্রম করলে পরস্পরে কেবল অন্যায় ও সংঘর্ষ বাড়বে। পরিণামে সমাজ ধ্বংস হবে। যেমন ধ্বংস হয়েছে মূলতঃ নারী ও মদের কারণে বিগত যুগে গ্রীক সভ্যতাসহ অন্যান্য সভ্যতা সমূহ। তিনি বলেন, নগ্নতাবাদী কিছু গণবিচ্ছিন্ন মহিলা সংগঠনের নেত্রীদের আবদার রক্ষা করতে গিয়ে সরকার নারীকে জাতীয় সংসদ সহ প্রশাসনের সর্বস্তরে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার বিধান করতে যাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এই বিধান ইসলামের সাথে সরাসরি সংঘর্ষশীল এবং নারীর স্বভাবগত আচরণ ও মর্যাদার বিপরীত।

তিনি জোট সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও শরীক ইসলামী দল দু'টি এবং অন্যান্য দলের ঈমানদার সংসদ সদস্যদের প্রতি এই তৎপরতার বিরুদ্ধে যথাযথ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান এবং ঈমানদার জনগণকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

[বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত বিবৃতিটি ১১.২.০২ ইং তারিখে মহামান্য প্রেসিডেন্ট, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্পীকার, হুইপ, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এবং মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মুফতী আমীনী, মুফতী ওয়াক্কাছ, মুফতী শহীদুল ইসলাম প্রমুখ সম্মানিত জাতীয় সংসদ সদস্যদের নামে পৃথক পৃথকভাবে পাঠানো হয়েছে।- সম্পাদক]

তা'লীমী বৈঠক

২রা জানুয়ারী ২০০২ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদ (প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী জামে মসজিদ (প্রাঃ) নওদাপাড়া, রাজশাহীতে

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আবদুল লতীফ-এর পরিচালনায় ও হাফেয মুকাররাম-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

উক্ত বৈঠকে 'আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ শিক্ষা দেন তা'লীমী বৈঠকের পরিচালক ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আবদুল লতীফ।

৯ই জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে 'ঈমান বিল্লাহ'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ শিক্ষা দেন হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান।

১৬ই জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হেফয বিভাগের ছাত্র মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে 'আমলে ছালেহ'-এর পরিচয় ও গুরুত্বের উপর তা'লীম প্রদান করেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসীন আলী।

৩০শে জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে'আমীর-এর আনুগত্য' বিষয়ে তা'লীম প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। 'ইলমে দ্বীনে'র গুরুত্বের উপর তা'লীম প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

যুবসংঘ

যেলা পুনর্গঠন

যশোর ২৫শে জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ মুদ্দাচ্ছির হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন। তিনি যেলার নতুন কর্মপরিষদের নাম ঘোষণা করেন এবং নব মনোনীত সভাপতি মাওলানা মুদ্দাচ্ছির হোসাইন-এর শপথ বাক্য পাঠ করান। অতঃপর দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবং যশোর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। সুধীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্জ আবুল খায়ের, মুহাম্মাদ আবদুল আযীয প্রমুখ।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

অশালীন পত্রিকাঃ যুবচরিত্র বিধ্বংসের মূল হাতিয়ার

একটি পত্রিকা সমাজ ও দেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অপরদিকে জনমনে সত্য, সঠিক তথ্য ও শিক্ষা প্রদানে সচেষ্ট থাকে। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যেই এক সময় পত্রিকা জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে অনেক সংবাদপত্র ও পত্রিকা কোন এক বিশেষ শক্তির পূজারী হয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট দলকে খুশি করার জন্য সুবিধামত সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। সত্য ও নিষ্ঠার প্রতীক হিসাবে দেশের প্রচলিত তেমন কোন সংবাদপত্র পাওয়া যায় না। ভাবতেও অবাক লাগে যে, এত নিকৃষ্টমানের পত্রিকাকে সরকার কি করে ছাড়পত্র দেয়। ইসলামের পরিভাষায় পাপী ও পাপের সহযোগী ব্যক্তি সমান পাপের অধিকারী। অর্থাৎ পাপী যেমন ঘৃণিত তেমনি তার সহযোগীও সমান ঘৃণিত। এ সত্য জানার পরও দেশের নেতৃবৃন্দ কেন ঐ সকল পাপিষ্ঠদের অনুমতি দেয়? যাদের ফসল সমাজকে সারাক্ষণ অগ্নির মত দাহ করছে। কথায় আছে, নেড়ে বেল তলায় একবারই যায়। কিন্তু আমরা বার বার যাচ্ছি কেন? এ প্রশ্ন যেমন কঠিন, তেমন এর উত্তরও গুরুত্বপূর্ণ।

আসলে আমরা আমাদের বিবেক ও আত্মার অন্তর্ধান ঘটিয়ে ফেলেছি। সত্যের মূল্যবোধ চরমভাবে হ্রাস পেয়েছে। আর মিথ্যা ব্যাপকভাবে গ্রাস করেছে আমাদের। ফলে সত্য মিথ্যার কাছে পরাজিত হচ্ছে। তাই ক্রমান্বয়ে মিথ্যার শক্তি ও ব্যবহার আমাদের মাঝে বদ্ধমূল হচ্ছে। অনুরূপভাবে বাতিল আর অপকর্ম দেশ ও জাতির মধ্যে এমনিভাবে গ্রোথিত হয়েছে যে, আজ আমরা সত্যের মানদণ্ড বা বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। তা না হ'লে আমরা ধর্ষণ বন্ধের জন্য মিছিল, সমাবেশ করছি ঠিকই কিন্তু যে উপসর্গ থেকে ধর্ষণের সৃষ্টি, তা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছি না। ফলে ধর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বৈদ্যুতিক লাইট বন্ধ করতে হ'লে প্রথমে সুইচ অফ করতে হবে। ফুঁ দিয়ে তা নিভানো সম্ভব নয়। তাই ধর্ষণ বন্ধের জন্য বাস্তব কর্মসূচী প্রয়োজন। মিথ্যা বুলি আওড়িয়ে কোন লাভ নেই। সরকার, প্রশাসন ধর্ষণ বন্ধের জন্য নীতিবাক্য পেশ করেন ঠিকই কিন্তু এ ধর্ষণের প্রধান হাতিয়ার নগ্নতা ও উলঙ্গপনা বন্ধের জন্য কোন বাস্তব পদক্ষেপ তাদের নেই; বরং এর বিকাশ ঘটানোর জন্যই মনে হয় সকলে সচেষ্ট।

পত্রিকা থেকে শুরু করে টিভি, সিনেমা সর্বত্র অশ্লীল ছবির জয়জয়কার। তার পরেও বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে ইংরেজী ছবি। এসব ছবিতে নগ্নতার ছড়াছড়ি। আর এর

লক্ষ্যই হচ্ছে চরিত্র হরণ করা। যে দেশের বেশীরভাগ মানুষ মাতৃভাষা বাংলা-ই শুদ্ধ করে লিখতে পারে না, সে দেশের মানুষ ইংরেজী ছবির ভাষা কি করে বুঝে? আসলে শতকরা ৯৫% ভাগ লোক ইংরেজী ছবি দেখে নগ্নতা দর্শনের জন্য।

বর্তমানে আধুনিকতার নামে শুরু হয়েছে আরেক বেহায়াপনা সুন্দরী প্রতিযোগিতা, যা কোন ধর্মই সমর্থন করে না। যে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান সে দেশে এগুলি কি করে চালু হয়, তা ভাবতে অবাক লাগে।

অপরদিকে যৌন শিক্ষার নামে যৌন সুড়সুড়িমূলক পত্র-পত্রিকায় দেশ ছেয়ে গেছে। ফলে যুবচরিত্র ধ্বংস হচ্ছে। মানুষ অতিদ্রুত বৈধ-অবৈধের বিচার না করে উন্মাদ যৌনকামী হয়ে উঠছে। পরিণামে দেশে সৃষ্টি হয়েছে অবৈধ গর্ভপাত ও গর্ভধারণের নোংরা পরিবেশ। সমাজের অধিকাংশ নারী-পুরুষ তাদের চরিত্র ও সতীত্ব হারিয়ে পশুত্বের স্তরে নেমে এসেছে। যার নমুনা বর্তমান সংবাদপত্রে প্রকাশিত দৈনন্দিন সংবাদ। যে কোন সংবাদপত্রে চোখ বুলালেই পাওয়া যায় ধর্ষণ, অপহরণ ও এসিড নিক্ষেপের লোমহর্ষক কাহিনী। দিন যতই যাচ্ছে সমাজে ততই যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপরও আসছে বিদেশ থেকে হাযারো নগ্ন পত্রিকা, যা সর্বদা প্রকাশ্যে বিক্রয় হচ্ছে। যেগুলি পড়ে যুবকদের মাঝে মহামারির মত অবাধ যৌনতা ছড়িয়ে পড়ছে।

এদিকে ধর্ষণ কমানোর জন্য বিভিন্ন দেশে বৈধভাবে পতিতালয় স্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশও পিছিয়ে নেই। যেখান থেকে তৈরী হচ্ছে এইড্সের মত ঘাতক ব্যাধি। আমরা এমন এক দুর্বল জাতি যে, সরকার ও প্রশাসন এগুলিকে লালন করলেও তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি না। দেশব্যাপী ধুমপান ও এইড্স রোগ নির্মূলের জন্য টিভি, সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পুজিয়ামে উপদেশবাণী প্রচার করা হয়। অথচ এসবের ফ্যাক্টরী বন্ধের কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয় না। উপরন্তু বিদেশ থেকে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার সিগারেট আসছে। বিনিময়ে বিদেশ পাচ্ছে টাকা, আর আমরা পাচ্ছি যক্ষ্মা, ক্যান্সার, হৃদরোগ প্রভৃতি আল্লাহ্র গযব। ধিক্কার ঐ জাতিকে, যে জাতি চোখ দিয়ে দেখেও না দেখার ভান করে থাকে।

আমরা জানি ফ্রান্স, বৃটেন এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি যেনার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে অনেক পূর্বেই। এ সকল রাষ্ট্রের চলচ্চিত্রগুলি নগ্নতায় ভরপুর। অথচ এ সকল দেশের জঘণ্য চরিত্র বিধ্বংসী সংস্কৃতি আমাদের দেশে অনুশীলন হচ্ছে। অপরদিকে ইসলাম বিরোধী শক্তি নানা অপপ্রচার করে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করছে এবং নানা কৌশলে মানুষকে জঘণ্যতম পাপের দিকে ধাবিত করছে। যেমন জন ক্লিল্যাণ্ড লিখিত ইউরোপীয় একটি উপন্যাস 'ফ্যানিহিল'। এর বাংলা অনুবাদ করেছে বাংলাদেশের রূপকথা সংস্থা। এ উপন্যাসে নিকৃষ্ট একটি চরিত্রের নারীকে শালীনশীলা হিসাবে দেখানো হয়েছে। এ ধরনের উপন্যাস পড়ে কোন মানুষের অন্তরে ইসলামের মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে না; বরং এর বিরোধী রূপ ধারণ করবে, এটাই স্বাভাবিক।

পরিশেষে বলব, যেকোন ধরনের অশ্লীলতাই মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয় এ কথা সুনিশ্চিত। যদি এর বিরুদ্ধে সময়মত দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা না হয় তবে পরিণতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। আজ যারা মিথ্যা ক্ষমতার দম্ভে নিজেদের শাহেনশাহ্ মনে করে এ ধরনের অপকর্ম করছে, তাদের ধ্বংস একদিন অনিবার্য। যেমন ধ্বংস হয়েছে মিশরের জামাল নাছের, তুরস্কের কামাল পাশা, অতীতের ফেরাউন, নমরূদ। আজ বিশ্বের আধুনিক শিক্ষিত ও ক্ষমতাধর দেশেও অবাধে যৌনাচার চলছে। এমনকি নেতা-কর্মীরাও এ থেকে মুক্ত নয়। শুধু এদেশের সীমার মত মেয়ে নয়, এভাবে নগ্নতা অব্যাহত থাকলে আগামীতে নেতা, নেতৃরাও ধর্ষণ থেকে রক্ষা পাবেন না। অতএব আসুন! সবাই মিলে যেনা-ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ সব ধরনের অপকর্ম দেশ থেকে দূর করি। এ লক্ষ্যে দেশের সর্বস্তরের যবুক-বৃদ্ধ সবাই পূর্ণ ইসলামী চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। পাপের প্রতিরোধে প্রয়োজনে জান, মাল বিলিয়ে দিয়ে হকের বিজয় ছিনিয়ে আনি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র আইন অনুযায়ী পরিচালিত হই। তবেই আমাদের সবাই ইহকাল ও পরকালে পাব শান্তি ও মুক্তি।

❐ *মুহাম্মাদ হায়দার আলী*
মান্দা, নওগাঁ।

লিফলেটে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' প্রসঙ্গে

'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' যার অর্থ 'পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি'- যা আমরা, মুসলমানরা প্রায় প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে স্মরণ করি। এর প্রতি অবহেলা কোন মুসলমানই মেনে নেবেন না। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বিভিন্ন লিফলেটের প্রারম্ভে যে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' লিখা হয় অনেকে তা পড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়, জনবহুল স্থানে। আল্লাহ্র নাম পড়ে থাকে রাস্তায়; অথচ হেঁটে বেড়াই এই আমরাই (!) 'আল্লাহ্র পৃথিবীতে'। কয়েকদিন আগে কয়েকটি লিফলেট রাস্তায় ফেলা দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছে। আমি তাই এর প্রতিবাদ করে পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি, আমরা সবাই এ ব্যাপারটি নিয়ে ভাববো।

❐ *ফাহিম*
বাড়ী-১৪, রোড-১ বি
সেক্টর-৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১৪১)ঃ মসজিদ মার্কেটের দোকানঘরের 'সিকিউরিটী মানি' (নিরাপত্তা জামানত)-তে নয় বরং পজিশন বিক্রির টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ জায়েয হবে কি?

-মাওলানা হাশমতুল্লাহ
কড়াই আলিয়া মাদরাসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমির উপরে নির্মিত মসজিদ মার্কেটের দোকানঘরের পজিশন বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ মসজিদ নির্মাণ বা মসজিদের উন্নয়নের কাজে লাগানো যায়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) খায়বারের যুদ্ধে গনীমত স্বরূপ প্রাপ্ত জমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, 'উক্ত জমির উৎপন্ন শস্য ফকীর, মিসকীন, নিকটাত্মীয়, দাসমুক্তি, আল্লাহ্‌র পথে, পথিকের সহযোগিতায় ও দুর্বলদের মাঝে বন্টন করে দাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০০৮ 'বেচা-কেনা' অধ্যায়)*।

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের আয় আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা যায়। সুতরাং মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের আয় মসজিদের কাজে লাগানো যাবে।

প্রশ্নঃ (২/১৪২)ঃ অমুসলিম ঘরে জন্ম গ্রহণকারী শিশু কত দিন পর্যন্ত মুসলমান থাকে?

-যহুরা খাতুন
বরিদ, বাঁশঈল
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ অমুসলিম ঘরে সন্তান জন্ম নেওয়ার পর কতদিন পর্যন্ত মুসলমান থাকে এ মর্মে কোন হাদীছ নেই। তবে প্রত্যেক সন্তান ইসলামী স্বভাবের উপরে জন্মগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে পিতা-মাতার ধর্মের দিকে ধাবিত হয় বলে হাদীছে এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান' অনুচ্ছেদ)*। যেহেতু অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৭ বৎসর বয়সেই সন্তানদের ছালাতের নির্দেশ দেওয়ার কথা বলেছেন *(আহমাদ, আবূদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৭২ 'ছালাত' অধ্যায়)* সেহেতু ৭ বৎসর বয়সেই অমুসলিম শিশু তার পিতা-মাতার ধর্মের দিকে ধাবিত হয় বলা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩/১৪৩)ঃ ছালাতরত মুক্তাদীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যায় কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-এস, এম, শাফা'আত হুসাইন
নাচুনিয়া, জুনারী, তেরখঅদা, খুলনা।

উত্তরঃ মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা অতীব গোনাহের কাজ। এইভাবে অতিক্রমকারীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'শয়তান' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকে বাধা দিতে বলেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৭৭)*। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি (বিদায় হজ্জের সময়) গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য এলাম। এই সময় আমি কয়েকটি ছফের (কাতারের) সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলাম। অতঃপর সওয়ারী থেকে নামলাম ও সেটিকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি একটি ছফে প্রবেশ করলাম। কিন্তু আমার এই কাজে কেউ ইনকার করল না *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৬৯ 'সুৎরা' অধ্যায়)*। উক্ত হাদীছের আলোকে ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন যে, 'ইমামের সুৎরা মুক্তাদীর জন্য সুৎরা হবে'। কেননা রাসূল (ছাঃ) পৃথকভাবে মুক্তাদীদের জন্য কোন পর্দা বা সুৎরার কথা বলেননি *(ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৪)*।

ইবনু আবদিল বার্র বলেন, অত্র হাদীছ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছকে 'খাছ' করে। অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ একাকী মুছল্লী বা ইমামের জন্য নির্দিষ্ট। অতএব ইমামের সম্মুখের সুৎরার ভিতর দিয়ে যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা (নিতান্ত প্রয়োজনে) মুক্তাদীদের সম্মুখ দিয়ে যাওয়া জায়েয প্রমাণিত হয় *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৭০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৯২)*। অমনিভাবে ত্বাওয়াফের সময় মাত্বাফে কোন সুৎরা নেই *(আহমাদ, আবূদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; নায়ল ৩/২৬০-৬১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৪৪)ঃ কোন ধর্মভীরু ব্যক্তি জীবনে কোন দিন দাড়ি না কাটলে সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিয়ের বরযাত্রী হ'তে পারবে, একথা কি ঠিক?

-রনজু
ছিপিনগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মুত্তাক্বী (আল্লাহভীরু) ব্যক্তি জীবনে কোন দিন দাড়ি না কাটলে ঈসা (আঃ)-এর বিয়ের বরযাত্রী হ'তে পারবে, এ প্রসঙ্গে শরী'আতের কোন বিধান নেই; বরং এটা মানুষের তৈরী করা উদ্ভট কিচ্ছা বা জনশ্রুতি মাত্র।

প্রশ্নঃ (৫/১৪৫)ঃ অবৈধ পন্থায় জন্ম নেওয়া কোন মেয়েকে গৃহস্থালীর কাজের জন্য রাখা জায়েয কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মজনু
ছয় রশিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ পন্থায় জন্ম নেওয়ার জন্য কোন সন্তান দোষী নয়; বরং দোষী তার পিতা-মাতা। রাসূল (ছাঃ) অবৈধ সন্তানকে জীবিত রাখার সার্বিক ব্যবস্থা করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২ 'হুদূদ' অধ্যায়)*। কাজেই অবৈধ সন্তান-সন্ততি দ্বারা যেকোন বৈধ কাজ ও সেবা গ্রহণ করা যায়।

প্রশ্নঃ (৬/১৪৬)ঃ জামা'আত চলাকালীন সময়ে জামা'আতে শরীক হ'লে ছানা পড়তে হবে কি?

-আমীরুল ইসলাম
অনন্তপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ জামা'আত চলা অবস্থায় কোন ব্যক্তি জামা'আতে অংশগ্রহণ করলে তাকে ছানা পড়তে হবে না। ইমাম যে অবস্থায় থাকবেন মুক্তাদীকেও সে অবস্থা গ্রহণ করতঃ ইমামের অনুসরণ করতে হবে। হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে যে অবস্থায় পেতাম সে অবস্থায় ছালাতে শরীক হ'তাম *(ছহীহ আবুদাঊদ, তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৩৫৯ পৃঃ টীকা নং ১)*। তবে ইমাম ক্বিরআত পড়া অবস্থায় থাকলে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কেননা সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হয় না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে কিরা'আত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/১৪৭)ঃ সফরে ছালাত ক্বছর করলে নফল ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-আব্দুল গফুর
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সফরে ছালাত ক্বছর করলে কোন সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় করতে হবে না। হাফছ ইবনু আছিম ইবনু ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমরা একদা ইবনু ওমরের সাথে সফরে ছিলাম। তিনি আমাদের ছালাত আদায় করালেন...। অতঃপর তিনি কতিপয় লোককে ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, এসব লোক কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল ছালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, যদি নফল ছালাত আদায় করতাম তাহ'লে ছালাত পূর্ণ আদায় করতাম। তারপর তিনি বললেন, আমি আজীবন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থেকেছি। তিনি (সফরে) দু'রাক'আতের বেশী ছালাত পড়েননি। অনুরূপ আমি আবুবকর ছিদ্দীক্ব, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর সাথেও থেকেছি। তাঁরাও (সফরে) কেউ দু'রাক'আতের বেশী ছালাত পড়েননি *(বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ হা/৮৮৫)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৪৮)ঃ মৃত ব্যক্তিকে মরহুম, মাগফূর বলা যাবে কি?

-যাকারিয়া
কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে মরহুম, মাগফূর বলা যায় না। কেননা শব্দ দু'টি অতীত কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যার অর্থ দয়া করা হয়েছে ও ক্ষমা করা হয়েছে। অথচ কোন মানুষই জানে না যে, মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়েছে কি-না। তাই এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৫৮/১৬৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৪৯)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় কোন দিক থেকে নামাতে হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল কাফী
দলদলীয়া, বোনারপাড়া
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কবরের যে দিকে মৃত ব্যক্তির পা রাখা হয় সেদিক থেকেই কবরে নামানো শরী'আত সম্মত। আবু ইসহাক্ব (রাঃ) বলেন, হারিছ (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদকে অছিয়ত করেছিলেন তার জানাযা পড়ানোর জন্য। পরে তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করান এবং কবরের যেদিকে মুর্দার পা থাকে সেদিক হ'তে কবরে নামান এবং বলেন যে, এটাই সুন্নাত *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২১১ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৫০)ঃ পবিত্র কুরআনে যেসব আয়াতে 'মুহাম্মাদ' শব্দ রয়েছে, সেসব আয়াত ইমাম ছালাতে পড়লে বা এমনিতে কুরআন পড়ার সময় '(ছাঃ)' বলতে হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল আনাম
বুলারাটি, আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত শব্দ সম্বলিত আয়াতগুলি ইমাম সাহেব ছালাতে পড়লে মুক্তাদীকে '(ছাঃ)' পড়তে হবে এর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে এমনিতে কুরআন পড়ার সময় উক্ত আয়াতগুলি পড়লেও '(ছাঃ)' বলার কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্নঃ (১১/১৫১)ঃ শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারিফত' এ চার তরীক্বা কি কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? এসব তরীক্বা মানা যাবে কি-না? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী
শিবদেব বর, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ 'শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারিফত' বলে ইসলামী শরী'আতে কোন কিছু নেই। এক শ্রেণীর কথিত আলেম ইসলামকে বিকৃত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পথ ও পদ্ধতি ছেড়ে উক্ত পদ্ধতি ধরেছে। যাদের অন্তর শয়তানের অন্তরের মত এবং আকৃতি মানুষের মত। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'এক শ্রেণীর আলেম আমার তরীক্বা ও আদর্শ ছেড়ে ভিন্ন আদর্শ ও তরীক্বা গ্রহণ করবে। যাদের অন্তর শয়তানের অন্তরের মত এবং আকৃতি হবে মানুষের মত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*। সুতরাং এ তরীক্বা সমূহের কোন একটি কেউ অবলম্বন করলে এক্ষুণি তা পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (১২/১৫২)ঃ খাসীর অণ্ডকোষ বিচ্ছিন্ন করার কারণে অনেকেই খুঁৎওয়ালা জন্তু হিসাবে বিবেচনা করেন। এটা কি ঠিক? হৃষ্টপুষ্ট এক বছর বয়সী খাসী না দাঁতলে কুরবানী জায়েয হবে কি-না? দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-সাইফুদ্দীন
মিয়াপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ খাসীর অণ্ডকোষ বিচ্ছিন্ন করার কারণে খুঁৎওয়ালা জন্তু হিসাবে বিবেচনা করা মোটেই ঠিক নয়। মূলতঃ এটি কোন খুঁৎ নয়; বরং এর ফলে গোশত রুচিকর হয়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও সুস্বাদু হয় *(ফাৎহুল বারী, কায়রো ১৪০৭ হিঃ, ১৮/১২ পৃঃ)*। যদি কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে কষ্টকর হয় তাহ'লে এক বছরের ভেড়া, দুম্বা ও খাসী কুরবানী করা জায়েয।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা দুধ দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ কর না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার' *(মুসলিম হা/৯৬; মিশকাত হা/১৪৫৫ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*। আর 'মুসিন্নাহ' পশু হ'ল, ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু, ছাগল ও ভেড়া-দুম্বা *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৫২ পৃঃ)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে কোন পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত না উঠলে কুরবানী করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (১৩/১৫৩)ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ইমাম তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফিরান। মাসবূক মুছল্লীরা তাদের বাকী ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়। পরে ইমাম ছাহেব মুক্তাদীসহ বাকী ছালাতের জন্য দাঁড়ান। ফলে মাসবূক মুছল্লীরা শেষ রাক'আতে ইমাম ছাহেবের সাথে হয়ে যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, দ্বিতীয় বার ইমামের ইক্তেদা করা কি ঠিক হয়েছে? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-যিয়াউর রহমান
পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ পরবর্তীতে মাসবূক মুছল্লীদের ইমামের সাথে হওয়া ঠিক হয়নি। তাদের উচিত ছিল একাকী বাকী ছালাত শেষ করা। কারণ রাসূল (ছাঃ) মাসবূক মুছল্লীদেরকে একা একা ছালাত আদায় করার আদেশ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৫৪)ঃ মসজিদের ভিতরে মাইকে আযান দেওয়া যায় কি? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আবুল কাসেম
মেহেরচণ্ডী, রাজশাহী।

উত্তরঃ আযানের ধ্বনি দূরে পাঠানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যে কোন উঁচু স্থান হ'তে আযান দেওয়া সুন্নাত। কারণ উদ্দেশ্য হ'ল আযানের ধ্বনি দূরে পাঠানো। যেমন হাদীছে এসেছে, বেলাল (রাঃ) নাজ্জার বংশের একজন মহিলার বাড়ীর ছাদের উপর থেকে আযান দিতেন। কেননা তার বাড়ী মসজিদের পার্শ্বের অন্যান্য বাড়ী হ'তে উঁচু ছিল *(আবূদাঊদ, ইরওয়া হা/২২৯)*। সুতরাং এমনিতেই আযান দিলে মসজিদের বাইরে মিনারে বা যেকোন উঁচু স্থান হ'তে দিতে হবে। মাইকে আযান দিলে উক্ত উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যায়। সেহেতু যেকোন স্থান হ'তে দেওয়া যায়। তবে স্থানগত সুন্নাত আমল করার স্বার্থে মসজিদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মাইকে আযান দেওয়া চলে।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫৫)ঃ আলেমদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করলে নাকি জাহান্নামে যেতে হবে? এর সত্যতা কতটুকু?

-তারীকুল ইসলাম
শুকদেবপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়। তবে হাদীছে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আলেমদের সাথে গর্বপ্রকাশ করার জন্য এবং মূর্খদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য জ্ঞানার্জন কর না। আর এর দ্বারা মজলিসের কল্যাণ কামনা কর না। যে এরূপ করবে, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২১৩৮;ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১১৬; মিশকাত হা/২২৫, 'ইলম' অধ্যায়)*। তবে প্রয়োজনে শারঈ বিষয়ে দলীলের ভিত্তিতে শালীনতা বজায় রেখে তর্ক-বিতর্ক করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১২৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৫৬)ঃ আমার ছোট বোনের একটি চোখে অসুবিধা হওয়ায় ঝাপসা দেখে। অনেক চিকিৎসা করেও কোন লাভ হয়নি। কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছে, সূরা ফাতিহা লিখে পানিতে ভিজিয়ে ঐ পানি চোখে দিলে ভাল হবে। এটা করা কি বৈধ? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (রাজু)
নয়াপাড়া জামে মসজিদ
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি অসুখের প্রতিষেধক (ঔষধ) তৈরী করেছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা যে অসুখ সৃষ্টি করেছেন সে অসুখের প্রতিষেধকও তিনি সৃষ্টি করেছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১৪)*।

হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতিটি অসুখের জন্য ঔষধ রয়েছে'.... *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫ 'চিকিৎসা ও ঝাঁড় ফুঁক' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং চিকিৎসা গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত। সাথে সাথে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনে ঝাঁড় ফুঁক করাও শরী'আত সম্মত।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন এবং তিনি সুস্থ হন *(বুখারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/১১-১২ পৃঃ; কুরতুবী ১/৯৪ ও ১০৮)*। সুতরাং সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাঁড় ফুঁক করা যায়। তাছাড়া সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়েও অসুস্থ ব্যক্তিকে অথবা নিজে পড়ে ঝাঁড়-ফুঁক করতে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩২ 'রোগীর পরিচর্যা করা' অনুচ্ছেদ)*।

তবে সূরা লিখে পানিতে ভিজিয়ে চোখে পানি দেওয়া আদৌ ঠিক নয়। কারণ এ ধরনের পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/১৫৭)ঃ আমরা জানি যে, রামাযান মাসের শেষ দশকে ই'তেকাফ করা সুন্নাত। প্রশ্ন হ'ল, ঈদুল ফিতরের চাঁদ উঠার সাথে সাথে ই'তেকাফের স্থান ত্যাগ করে স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরে যাবে, নাকি ঈদের ছালাত আদায় করে বাড়ী ফিরবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল জলীল
ও

মোলাবক হুসাইন
বাতাপুকুরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রামাযানের শেষ দশকে রাসূল (ছাঃ) ই'তেকাফ করতেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রামাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণীগণ ই'তেকাফ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭ 'ই'তিকাফ' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৯৯)*। আর রামাযানের শেষ দশক ঈদের চাঁদ দেখার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। সুতরাং চাঁদ দেখার পর বাড়ী ফিরে আসাই সুন্নাতের অনুকূলে। উল্লেখ্য যে, ঈদের রাতকে অধিক ফযীলতের মনে করে অনেকে ঈদের রাতে মসজিদে থেকে পরদিন ঈদের ছালাত আদায় করে বাড়ী ফিরেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত সবক'টি হাদীছই জাল ও যঈফ *(আত-তাহরীক অক্টোবর ২০০০ প্রচলিত জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৫৮)ঃ গর্ভবতী মহিলাদের উপর চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ফলে কোন প্রভাব পড়ে কি? শুনেছি ঐ সময় মহিলারা কোন কাজ করলে সন্তানের ক্ষতি হয়। এর সত্যতা ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাহফূযুল ইসলাম
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের ফলে গর্ভবতী মহিলাদের সন্তানের ক্ষতি হয় এ কথা ঠিক নয়। সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি বিশেষ নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এই গ্রহণ হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ দেখবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮২)*।

চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ শুরু হ'লে পুরুষ ও মহিলা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর আনুগত্য ও ভীতি সহকারে এর ক্ষতি থেকে বাঁচা ও কল্যাণ কামনা করার উদ্দেশ্যে জামা'আত সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮০)*। অন্য বর্ণনায় সে মুহূর্তে ছাদাক্বাহ করার কথাও রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৫৯)ঃ শরী'আতের আলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করার কিছু দিন পর পুনরায় ঐ স্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করা কি শরী'আত সম্মত? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ মফিযুদ্দীন খান
জারেরা, গাংগেরকুট, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শরী'আতের আলোকে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকলে কিছুদিন পর পুনরায় বিবাহ করা সুন্নাত বিরোধী। ইসলামে এরূপ বিবাহের স্থান নেই। যদি বিবাহ শরী'আত অনুযায়ী সম্পন্ন না হয়ে থাকে যেমন- মেয়ের অলী বা অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হ'লে বা দু'জন সাক্ষী না থাকলে ১ম বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে শর্তানুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৭)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৬০)ঃ বিবাহের দিন কনের সাথে শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে অন্য একজন মহিলাকে পাঠানো হয়ে থাকে। পরের দিন মেয়ের পিতা বাড়ী হ'তে ছেলের বাড়ীতে যতক্ষণ নাস্তা না পাঠাবে ততক্ষণ উক্ত মহিলাকে খেতে দিবে না। এ প্রথা কি শরী'আত সম্মত?

-মিসেস সালমা (জুমেরা)
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ এটি সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা সমূহের একটি। যা বর্জন করা অপরিহার্য। উক্ত মহিলা তাদের একজন সম্মানিত মেহমান। আর মেহমান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী হ'ল, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন স্বীয় মেহমানকে সম্মান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩-৪৪ 'আপ্যায়ন' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৬১)ঃ কোন কোন জায়গায় ঈদের খুৎবা দু'টি দিতে দেখা যায়। আবার কোন কোন জায়গায় একটি খুৎবা দিতে দেখা যায়। কোন্‌টি সঠিক?

-আয়েশা আখতার
বি,এ অনার্স
আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ একটি খুৎবা দেওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। দুই খুৎবার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম নববী বলেন, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে *(বায়হাক্বী ৩/২৯৯পৃঃ;মর'আত ৫/৩০-৩১ পৃঃ)*। কারণ নিম্নের হাদীছ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ঈদের খুৎবা একটিই ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাঝে বসতেন না। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে বের হ'লেন এবং সর্বপ্রথম ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুৎবা দিলেন। তারপর তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন, তাদেরকে ওয়ায-নছীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলেন... *(মুত্তাফাক আলাই, মিশকাত হা/১৪২৯ 'দু'ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি ঈদের দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম যে, তিনি আযান ও এক্বামত ছাড়াই খুৎবার পূর্বে ছালাত আরম্ভ করলেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বেলালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন এবং জনসাধারণকে উপদেশ দিলেন, পরকালের কথা স্মরণ করালেন এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে অগ্রসর হ'লেন এমতাবস্থায় তাঁর সাথে বেলাল (রাঃ) ছিলেন। তাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিলেন এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করালেন *(ছহীহ নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬ 'দ'ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত হাদীছ দু'টি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ) ঈদের খুৎবার মাঝে বসতেন না।

যারা ঈদায়েনের দু'টি খুৎবা সমর্থন করেন, তাঁরা মূলতঃ জাবির বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ হ'তে দলীল গ্রহণ করেন। যেখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে,

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দু'টি খুৎবা ছিল। যার মাঝে তিনি বসতেন' *(মুসলিম, 'জুম'আর ছালাত' অধ্যায় ১/২৮৩ পৃঃ)*। কিন্তু একই রাবী জাবির বিন সামুরা থেকে অন্য বর্ণনায় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ এসেছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তারপর বসতেন। তারপর দাঁড়াতেন।... তাঁর খুৎবা ও ছালাত ছিল মধ্যম প্রকৃতির' *(ইবনু মাজাহ হা/১১০৬, হাদীছ ছহীহ, জুম'আর দিন খুৎবা' অনুচ্ছেদ)*।

দ্বিতীয়তঃ জাবের বিন সামুরা বর্ণিত হাদীছটি কুতুবে সিত্তাহসহ প্রায় সকল মুহাদ্দিছ 'জুম'আর খুৎবা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। কেউই ঈদের ছালাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেননি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শাব্দিক বর্ণনায় কোন ব্যাখ্যা না থাকলেও এটা জুম'আর জন্য খাছ। তাছাড়া যদি এটাকে 'আম' ধরা হয়, তাহ'লে জুম'আ, ঈদায়েন সহ সকল প্রকার বক্তব্য বা ভাষণের মাঝে বসতে হয়। যার কোন ভিত্তি নেই।

অতএব ঈদায়েনের জন্য একটি খুৎবাই সুন্নাত সম্মত।

প্রশ্নঃ (২২/১৬২)ঃ বেশী দাম দিয়ে একটি এবং তদাপেক্ষা কম দাম দিয়ে দু'টি ছাগল কুরবানী করলে কার নেকী বেশী হবে? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-সুলতান মাহমূদ
আল-মাজাল কোম্পানী
আল-জুবাইল, সঊদী আরব।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি কেবল তাঁর নিকটে পৌঁছে' *(হজ্জ ৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া আবশ্যক করেছেন *(তুহফা ৫/৯০; মিশকাত ২/১৪৬৫, ৬৩, ৬৪)*।

উল্লেখিত দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি খালেছ নিয়তে বেশি দামে ভাল পশু ক্রয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে তাহ'লে সে অধিক নেকীর অধিকারী হবে। তেমনিভাবে যদি কেউ অধিক পশু কুরবানীর মাধ্যমে অধিক ছওয়াব লাভের আশায় একাধিক সুস্থ, সবল পশু কুরবানী করে তাহ'লে সেও অধিক নেকী পাবে। যদিও সে পশুর দাম কম হয়।

মোদ্দাকথাঃ লৌকিকতা বিহীন খালেছ নিয়তে সুস্থ, সবল, সুঠাম ও নিখুঁত এক বা একাধিক পশু কেউ আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করলে কুরবানীর ছওয়াব পাবে। এখানে মূল্য মুখ্য বিষয় নয় বরং মূল্য গৌণ। মূল বিষয় হচ্ছে পরিশুদ্ধ নিয়ত। কেননা নিয়ত পরিশুদ্ধ না হ'লে কোন আমলই কবুল হয় না। তবে অবশ্যই ভাল পশু কুরবানী করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/১৬৩)ঃ বদলী হজ্জ মূলতঃ কাদের জন্য? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আবেদ আলী
বাবুপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ হজ্জের নিয়ত করে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি, অতিবৃদ্ধ, চিররোগী, মুহরিম বিহীন মহিলা প্রমুখের জন্য মূলতঃ বদলী হজ্জের বিধান *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১১-১২, ১৩ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। তবে বদলী হজ্জ আদায়কারীকে অবশ্যই ইতিপূর্বে হাজী হ'তে হবে *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ হা/২৫২৯)*। সুস্থ, সবল ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (২৪/১৬৪)ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের খেদমত করতে পারে কি? স্বামী স্বীয় স্ত্রীর খেদমত করলে তাকে স্ত্রীর গোলাম বলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

-আনছার আলী
মহাদেবপুর কলেজ পাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের খেদমত ও সহযোগিতা করা যরূরী এবং তা শরী'আত সম্মত। আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের জন্য ভূষণের সাথে তুলনা করেছেন *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

সুতরাং এক্ষেত্রে স্বামীকে স্ত্রীর গোলাম বা অন্য কোন অপমানকর শব্দ ব্যবহার করে তিরস্কার করা চরম অন্যায় যা সকলের জন্য পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (২৫/১৬৫)ঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ কুরবানী না করলে সে কেমন পাপী হবে?

-আশরাফুল ইসলাম
হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র রাহে কুরবানী করার ঘটনা ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় করে রাখার জন্য ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণে সুন্নাত হিসাবে উম্মাতে মুসলিমাহ্‌র মধ্যে কুরবানী প্রচলিত আছে *(নায়ল ৬/২২৮)*। এই কুরবানীর গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয় *(ইবনু মাজাহ নায়লুল আওত্বার ৬/২২৭)*।

উল্লেখিত দলীলের আলোকে বলা যায় যে, সামর্থ্য থাকলে কুরবানী করা অপরিহার্য।

প্রশ্নঃ (২৬/১৬৬)ঃ কোন পীর বা অলীর কবরের উপর মাযার নির্মাণ করা যায় কি?

-মুফীযুদ্দীন
নেংগা পীরহাট, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোন পীর বা অলীর কবরের উপর মাযার নির্মাণ করা নাজায়েয। কেননা রাসূল (ছাঃ) কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর মাযার নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৪৩)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৬৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর কোন পীর, অলী, গাওছ, কুতুবের কাছে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের কোন প্রমাণ কুরআন ও হাদীছে আছে কি?

-হাশমাতুল্লাহ
কড়ই মাদরাসা, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মহানবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে গেছে। রাসূল (ছাঃ)-এর পরে কোন পীর, অলী, গাওছ, কুতুবের কাছে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীছে নেই। এমনকি কোন ছাহাবীর কাছে জিবরীল (আঃ) এসেছেন এ মর্মে কোন আছারও নেই। বস্তুতঃ জিবরীল (আঃ) শুধু নবী-রাসূলগণের নিকট আসতেন, অন্য কোন লোকের নিকট নয় *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৪১)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৬৮)ঃ মৃত ব্যক্তি কষ্টে থাকলে নাকি স্বপ্নে দেখা দেয়। এ কথা সত্য কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ফাহিমা খাতুন
বানেশ্বর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত কথা সত্য নয়। এ সম্পর্কিত কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। এ ধরনের কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকটে এর অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাইতে হবে ও আউযুবিল্লাহ... পড়ে বামদিকে তিনবার থুক মারতে হবে। ঐ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যাবে না এবং শোয়া অবস্থায় থাকলে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২-১৩)*। তবে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা ও দান-ছাদাক্বা করার কথা হাদীছে এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৬৯)ঃ মসজিদের কোন একটি বিশেষ স্থানকে কোন মুছল্লী তার নিজের জন্য নির্ধারিত করতে পারে কি? যে স্থানে উক্ত মুছল্লী সব সময় ছালাত আদায় করবেন।

-আল আমীন
ইকবালপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ কোন মুছল্লী মসজিদের কোন বিশেষ স্থানকে ছালাত আদায়ের জন্য খাছ করতে পারেন না। আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (তিনটি কাজ করতে) নিষেধ করেছেন। সিজদায় কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে, হিংস্র প্রাণীর ন্যায় হাত বিছিয়ে দিতে এবং মসজিদের কোন স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে। উট যেভাবে নিজের জন্য স্থান নির্ধারণ করে নেয়' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৯০২)*। এ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ ধরনের কাজ মুছল্লীকে রিয়া-য় উপনীত করে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/২২৩ পৃঃ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অধ্যায়)*। অতএব প্রত্যেক মুছল্লীর উচিত মসজিদে বিশেষ স্থান নির্বাচন থেকে বিরত থেকে পুরো মসজিদকে ছালাতের স্থান হিসাবে গণ্য করা।

প্রশ্নঃ (৩০/১৭০)ঃ কুরআন তিলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল 'আযীম' পড়া যাবে কি-না? যদি না যায়, তবে কি পড়তে হবে?

-বেলালুদ্দীন
পিয়ারপুর পূর্বপাড়া,
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল 'আযীম' বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বৈঠক শেষে কিংবা ছালাত শেষে কিছু কালেমা পড়তেন। আমি একদা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যখনই আপনি কোন বৈঠকে বসেন অথবা ছালাত আদায় করেন, তখনই এই কালেমাগুলি দ্বারা শেষ করেন কেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোন ব্যক্তি ভাল কথা বললে ঐ ভাল-র উপরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত করা হয়। আর কোন ব্যক্তি মন্দ কিছু করলে এই দো'আ তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। দো'আটি হচ্ছে- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'।

অর্থঃ মহা পবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০)*।

নাসাঈ স্বীয় عمل اليوم والليلة গ্রন্থে ما يختم تلاوة القرآن কথাটিও বর্ণনা করেছেন। যার অর্থঃ 'যদ্বারা তিনি কুরআন তেলাওয়াত শেষ করতেন' *(ঐ, হা/৩০৮; নাসাঈ হা/১৩৪৩-এর টীকা, বিস্তারিতঃ দারুল মা'রিফাহ ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৮/১৯৯৭/৩/৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৭১)ঃ আযান ও একামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে কি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওলা সাল্লাম বলতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আযান ও একামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হবে না। বরং শ্রোতাকে আযান ও একামতের সাথে সাথে ঐ শব্দগুলি বলতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত করেন। তারপর আমার জন্য

আল্লাহ্র নিকটে 'ওয়াসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য হ'তে একজন ব্যতীত কারো জন্য উপযোগী নয়। আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত ৬৪ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার সময় শ্রোতাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৭২)ঃ বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যাবে কি?

-মুকাররম বিন মুহসিন
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যায়। তবে ওযূ অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম। 'ওযূ সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ আযান দিবে না' বলে যে হাদীছটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ এবং নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয় *(দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৭৩)ঃ খোদা, নামায, রোযা এই শব্দগুলি ব্যবহার করা যাবে কি-না? এবং এই শব্দগুলির উৎপত্তি কোথায় দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-হারূনুর রশীদ
চরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দগুলি ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে 'খোদা' শব্দটি বলা মোটেই শোভনীয় নয়। বরং উক্ত শব্দটি অবশ্যই বর্জনীয়। কারণ ঐ শব্দটি আল্লাহ্র অন্যতম নাম হিসাবে সমাজে পরিচিত। অথচ তা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত 'আসমাউল হুসনা' তথা আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

উক্ত শব্দগুলির উৎপত্তি ফারসী শব্দ হ'তে একথা সর্বজন স্বীকৃত। খোদা অর্থঃ স্বয়ং উদভূত বা স্বয়ম্ভূ, আর রোযার অর্থঃ উপবাস থাকা ও নামায অর্থঃ নত হওয়া। উক্ত শব্দগুলির যে মৌলিক উদ্দেশ্য তা বিকৃত হয়ে যায়। কারণ ছিয়ামের উদ্দেশ্য উপবাস থাকা নয়। অনুরূপ চালাতের উদ্দেশ্য শুধু মাথা নত করাই নয়। সুতরাং উক্ত শব্দগুলির মূল আরবী ছালাত, ছিয়াম বলাই উচিত। যেমনিভাবে কালেমা, যাকাত ও হাজ্জ মূল শব্দ ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৭৪)ঃ মৃত অবস্থায় বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলে তার জানাযা পড়তে হবে কি?

-আবদুল ওয়াহ্হাব লালবাগী
আলাদীপুর মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত অবস্থায় বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তার জানাযা পড়তে হবে না। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বাচ্চা যদি চিৎকার করে তাহ'লে তার জানাযা করা হবে এবং সে উত্তরাধিকারী হবে'। হাদীছটি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ। তবে মিশকাতে বর্ণিত জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫, 'জানাযার ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৭৫)ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ মাইকে প্রচার করা যাবে কি?

-আনোয়ারুল হক
ইটাপোতা, মোগলহাট, লালমনিরহাট।

উত্তরঃ 'শোকসংবাদ' নামে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার যে রেওয়াজ আজকাল চালু হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা শোক সংবাদ প্রচার করা হ'তে বিরত থাক। কেননা এটা জাহেলী প্রথা' *(তিরমিযী, ছহীহ মওকূফ, নায়ল ৫/৬১)*। হুযায়ফা (রাঃ) অছিয়ত করে বলেন, আমি মারা গেলে তোমরা কাউকে সংবাদ দিয়োনা। আমার আশংকা হয় যে, এটা শোকসংবাদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, নায়ল ৫/৬১)*। ফাৎহুলবারীতে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, যা জাহেলী যুগে লোকেরা করত। তারা মৃত্যু সংবাদ প্রচারের জন্য ঘরে ঘরে ও বাজারে লোক পাঠিয়ে দিত *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬২)*। এর আলোকে মাইকে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা মকরূহ বলেই অনুমিত হয়।

তবে মৃতের কাফন-দাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৃতের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে প্রাণখোলা দো'আ করার জন্য নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-স্বজনকে মৃত্যু সংবাদ জানানো আবশ্যক। কারণ জানাযার জন্য তিনটি কাতার এবং একটি কাতারের জন্য কমপক্ষে দু'জন মুছল্লী প্রয়োজন। ৪০ থেকে ১০০ জন হওয়া মুস্তাহাব *(মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি)*। মুছল্লীদের জন্য শিরক বিমুক্ত ও নির্ভেজাল তাওহীদবাদী হওয়া এবং প্রাণখোলা দো'আকারী হওয়া যরূরী *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬০)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মৃত মুমিনের জন্য যখন একদল মুমিন জানাযার ছালাত আদায় করে এবং প্রত্যেকে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য সুফারিশ করে, তখন তাদের সুফারিশ কবুল করা হয়' *(মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি, নায়লুল আওত্বার ৫/৫৮-৫৯)*।

বর্ণিত হাদীছগুলির আলোকে ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, মৃত্যু সংবাদ প্রচারের তিনটি অবস্থা রয়েছে। ১- নিজ পরিবার, সাথীবর্গ ও নেককার লোকদের খবর দেওয়া। এটা সুন্নাত। ২- অধিক লোক জড়ো করে গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে খবর দেওয়া। এটা মকরূহ। ৩- শোক প্রকাশ ও শোকানুষ্ঠান করার জন্য লোক ডাকা। এটা হারাম'। ইমাম শাওকানী বলেন, গোসল ও কাফন-দাফনের জন্য নিকটাত্মীয়দের সংবাদ দেওয়ার ব্যাপারটিতে কারো কোন আপত্তি নেই। তবে এর বাইরে যা করা হবে, তা সাধারণ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে' *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬৩)*।